সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Weekly Bangladesh | Vol. 27 • Issue 20 • Thursday, 24 October 2024 • ০৮ কার্তিক, ১৪৩১, ২১ রবিউস সানি ১৪৪৬

শওকত আলী খান, এমডি সোনালী

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ১০ ব্যাংকে নতুন এমডি নিয়োগ

ঢাকা : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

পরিচয় গোপন করে পাসপোর্ট নেন ডিবি হারুন

ঢাকা : সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের *(বাকি অংশ ২১ পাতায়)*

রাষ্ট্রপতি অপসারণ বিতর্কের অবসান!

ঢাকা : প্রেসিডেন্টকে অপসারণের দাবি ঘিরে নানা বিতর্ক। বঙ্গভবন ঘিরে বিশৃঙ্খলা। নানা জায়গায় কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। পদত্যাগের আল্টিমেটাম এসেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে অপসারণ বা তার পদত্যাগ এই মুহূর্তে নতুন সংকট তৈরি করতে পারে। এতে নতুন করে দেশের স্থিতিশীলতা ব্যাহত হতে পারে। এমন আশঙ্কা থেকে *(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)*

অতীতে যেভাবে বিদায় নেন রাষ্ট্রপতিরা

বিবিসি বাংলা : রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গভবনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে নানা ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতির পদে থাকা অনেক নেতার বিদায় কখনোই সুখকর হয়নি। পরিস্থিতির *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

হাসিনার পদত্যাগপত্র কী খুব জরুরি?

ডা. ওয়াজেদ খান : ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান সাংবিধানিক ধারা মেনে ঘটেনি। জনগণ পতন ঘটিয়েছে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার। অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগষ্ট দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর পদ তাকে ত্যাগ করেছে এটাই বাস্তবতা। ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নতুন অন্তবর্তীকালীন সরকার। নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে আড়াই মাস *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বনাম বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের ডামাঢোলে ম্লান হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আমেজ। কমিউনিটিতে বইছে ভিন্ন হাওয়া। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র ১২দিন বাকি। পাঁচ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচন ঘিরে সারাদেশ জুড়ে চলছে টান টান উত্তেজনা। এ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাদের মাঝে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। এমন সংবাদ চাউর আছে নির্বাচনের ময়দানে। উভয় প্রার্থী এখন চষে বেড়াচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

আরব-আমেরিকানদের মধ্যে এগিয়ে ট্রাম্প

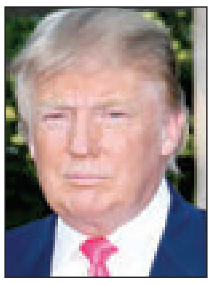

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার লড়াই প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই মুহূর্তে এক জরিপে দেখা গেছে, আরব-আমেরিকান ভোটারদের মধ্যে সমর্থনের দিক থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোয় আরব-আমেরিকান *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

ইতিহাসের কাঠগড়ায় মুজিব

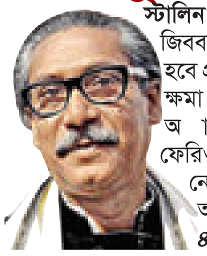

স্টালিন সরকার : ‘মুজিববাদের বিরুদ্ধে এবার হবে প্রত্যাঘাত। খুনিদের ক্ষমা নেই। খুনিদের আদর্শের ফেরিওয়ালাদের ক্ষমা নেই (মাহফুজ আলম)। *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কমলা!

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হবেন ডেমোক্রেট কমলা হ্যারিস। এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ইতিহাসবেত্তা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান লিচম্যান। তিনি এর *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। আর মাত্র সপ্তাহ দেড়েক পর, আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ হলো ছাত্রলীগ

ঢাকা : সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আওয়ামী লীগের ভাতৃপ্রতীম সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে ২৩ অক্টোবর (বুধবার) রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক শাখা-২ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বেশ কদিন ধরেই আওয়ামী লীগ, এর *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

ফেসবুকের হিরো থেকে জিরো তারা

ঢাকা : প্রযুক্তির উন্নতিতে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে বিশ্ব। সময় যত গড়াচ্ছে ততই আবিষ্কার হচ্ছে যোগাযোগের নতুন নতুন প্লাটফর্ম। যে প্লাটফর্মগুলোতে মানুষ নিজেকে বুদ করে রাখছেন। তেমনি স্যোশাল *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE

Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class

Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

CORE CREDIT REPAIR
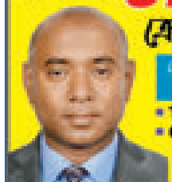
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO
CDPAP-প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন
- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 917-300-6463, 516-744-7544,
Fax : 517-744-7111
E-mail: essentialcareny@gmail.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463
Fax: 516-744-7111
E-mail: essentialcareny@gmail.com

Bronx Office
2165 Starling Ave, Bronx, NY 10462,
Tel: 917-970-0056, Fax: 917-970-0058,
E-mail: essentialcareny@gmail.com

বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

DHCARE

Lending A Helping Hand

HOMECARE

Licensed Home Health Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA/প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

DHCARE NY LLC

172-15 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

(718) 459-0180

Fax : 718-561-2834, E-mail : intake@dhcareny.com, **Web :** www.dhcareny.com

আমেরিকার ২০২৪ নির্বাচন

কে জিতবেন?

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

স্মরণ কালের কঠিনতম সময় অতিক্রম করছে দেশটির প্রধান দুটো দল, তাদের সমর্থকরা, প্রার্থী কমালা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু এ দেশের মানুষ নয় সারা বিশ্বেই এ নির্বাচন নিয়ে আলোচনার ঝড় সঙ্গত কারণেই। রাশিয়ার বলয়ে থাকা আনুমানিক ৪০% বিশ্ববাসী চায় ট্রাম্প জিতুক। বাকিরা কমালা হ্যারিসের পক্ষে সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে। মধ্য প্রাচ্য, ইরান, রাশিয়া, ইউক্রেন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ আ নির্বাচনে দৃশ্যমান প্রভাব ফেলবে সন্দেহাতীতভাবে। ট্রাম্প টুইটারে দেয়া এক খুদে বার্তায় বলেছেন তার এবং কমালার মধ্যে ভোট প্রাপ্তির সংখ্যায় প্রভেদ হবে আকাশ-পাতাল। কমালা নাকি তাঁর ধারে কাছে ও আসতে পারবেনা।

অতীতের হাজারো নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড, আইনগত ঝামেলা মাথায় নিয়েও ট্রাম্প নিত্যই মন্দ আচার আচরণের জন্ম দিচ্ছেন। তাও জেতার ব্যাপারে তিনি দারুণ বিশ্বাসী। কমালা মাত্র তিন মাস যাবত নির্বাচনী মাঠে। প্রচারণায় তিনি চমক দেখাচ্ছেন নিত্য নতুন। দু দু বারের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট সুবক্তা বারাক ওবামা কমালার পক্ষে নির্বাচনে প্রচারণা করছেন অক্লান্ত ভাবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মত সম্মোহনী গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বও কমালার জন্য, ডেমোক্রেট দলের জন্য, ট্রাম্পকে হারানোর জন্য নির্বাচনী মাঠে। ছোট বড় দলীয় নেতা কর্মী ছাড়াও রিপাবলিকান দলের শ'য়েরও বেশি সামনের কাতারের নেতা-নেত্রীও কমালাকে সমর্থন জানিয়েছে, কিছু কিছু পলিসি প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও। তিনি জন ম্যাককেইন (john Mc-Cain) রিপাবলিকানদের সমর্থন নিয়ে অ্যারিজোনায় জেতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ কথা বলতেই হয়, ট্রাম্প জেতার ব্যাপারে দারুণ আত্মবিশ্বাসী যদিও নির্বাচনী প্রচারণায় তথাকথিত অতি পুরুষোচিত কথা বলে তিনি প্রতিপক্ষের সমালোচনার শিকার হচ্ছেন। মৃত ব্যক্তির (Golfer Arnold Palmer) বিশেষ অঙ্গ নিয়ে কথা, হিটলারের যেমন সব সাহসী, নিষ্ঠুর এবং বিনা ব্যাক্যব্যয়ে তার কথা শুনত, নির্দেশ পালন করত এমন সব চরিত্র সম্পন্ন সেনাপতি ট্রাম্পও চান - বলেছেন নির্দ্বিধায়। ফ্যাসিস্ট মনোভাবের এর চেয়ে নির্লজ্জ প্রকাশ আর কি হতে পারে এ নিয়ে দূর্ভাবনা অনেকেরই। ভেতরে শত্রু দমনে তিনি প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ব্যবহার করবেন এমনতরো ঘোষণাও দিয়েছেন। কারা আভ্যন্তরীণ শত্রুর উদাহরণও তিনি দিয়েছেন পেলোসি (Pelosi) এবং স্কিপ (Schiff) এর নাম উল্লেখ করে। প্রগ্রেসিভ কথাবার্তা যারা বলে বা তাদের সাথে যাদের সখ্যতা তারা শত্রুপক্ষ এমন মতামত ট্রাম্প অহরহই দেন। কমালা হ্যারিসের প্রগ্রেসিভ রাজ-নীতির অধ্যায় ও ইতিহাসের প্রসঙ্গ তিনি বিভিন্ন সভা, টক শোতে দর্শক-শ্রোতাদের প্রায়ই মনে করিয়ে দেন ।এত সব সমালোচনা মাথায় নিয়েও ট্র্যাম্পের জেতার আশা মোটেও ঘন পরতের শ্যাওলা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়নি।

নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে যারা ভবিষ্যৎ বাণী করেন তারা হিসেব মিলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। ডেড লকড, ৪৮%-৪৮% সমান্তরালে অবস্থান করেছিলেন দু'দিন পূর্বেও এমনটি বলেছিলেন ডান পিফনার যিনি বারাক ওবামার সহকারি হিসেবে কাজ করেছেন সুনামের সাথে। এনবিসি নিউজ, কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটিসহ বেশির ভাগ ভোট জরিপ প্রতিষ্ঠানেরই এমনই হিসাব এবং উপনিত উপসংহারও এ রকমই। তবে গতকাল থেকে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য কড়া গেছে। ডেমোক্রেটিক কৌশলবিদ জেমস কারভিল (James Carville) স্পষ্ট করে বলেছেন যে কমালা হ্যারিসের কাছে ট্রাম্প হারবে। মাইকেল স্টিল (Michael Steele) অনেক দিন রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে খুব কাছ থেকে ট্রাম্পকে দেখেছেন। তিনি আফসোস করে বলেছেন, নির্বাচনের বর্তমান পর্যায়েও ট্রাম্প আজেবাজে বিষয় নিয়েই কোথা বলছেন। অর্থনীতি প্রশ্নে, চাকরি বাজার, স্বাস্থ্য সেবা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের মত সংবেদনশীল বিষয়াদি নিয়ে ট্রাম্পের নীরবতা মেনে নেয়া যায় না। নিউজ নেশন ১০/২২/২০২৪ রাতে লিচম্যান (Litchman) এর ভবিষ্যতবাণী উল্লেখ করে বলেছে যে কমালা হ্যারিস নির্বাচনে জেতবেন। লেখকের ধারণা, ট্রাম্প যদি অন্তত তিনটি ব্লু স্টেট জিতে নিতে পারেন তবে তিনি সর্বশেষ হাসি তিনিই হাসবেন

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃশ্চিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

Published by News Bangladesh Inc.

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের আগে সংস্কার জরুরি

ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয়েছে ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থানে। রাজনীতির মাঠ এখন সরগরম নির্বাচন কখন হতে পারে সে আলোচনায়। এ মুহূর্তের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় দু'টি : সংস্কার ও নির্বাচন। স্বৈরাচারী সরকার দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান কেবল ধ্বংস করেনি, নির্বিচার দলীয়করণ ও গোষ্ঠীতন্ত্রের মাধ্যমে গোটা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলাবাহিনী, বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের সব অঙ্গ অকার্যকর ও অচল করেছে। এগুলো মেরামত না করে নির্বাচন হলে একটি নির্বাচিত সরকার হয়তো পাওয়া যাবে; কিন্তু সে সরকারের পায়ের নিচে ভিত্তি কতটা মজবুত হবে তাতে সংশয় থেকেই যায়। অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রেখেছে। দেশবাসীর তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর মধ্যে ছয়টি সংস্কার কমিশন ঘোষণা করেছেন। সেগুলো কাজ শুরুর প্রক্রিয়ায়। দু-এক দিনের মধ্যে আরো চারটি কমিশন গঠন হতে যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় রাজনৈতিক মহল থেকে জোরালো বক্তব্য আসছে। কথা বলছেন সরকারের উপদেষ্টারাও। সর্বশেষ আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, আগামী বছরের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব। বলেছেন, 'নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে শিগগির সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। নতুন নির্বাচন কমিশন ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে এবং তারপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'এ বক্তব্য

গুরুত্বের সাথে দেখছেন রাজনীতিকরা। ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন করতে হলে এ সময়ের মধ্যে সংবিধান এবং বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারের প্রতিটি কাজ শেষ করতে হবে। কারণ এসব সংস্কার ছাড়া নির্বাচন করা হলে তা কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে সংশয় থেকে যেতে পারে।

বিএনপি বলেছে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের মাফিয়া ও দোসরদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেখে অর্ন্তবর্তী সরকারের কোনো উদ্যোগ সফল হবে না। স্বৈরাচারের রেখে যাওয়া আইন, বিধিবিধান দিয়েও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কিছু নেতার বক্তব্য থেকে মনে হয়, তারা সংস্কারের চেয়েও নির্বাচনকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। দেশবাসী ১৫ বছর ফ্যাসিবাদের অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেছে। সব অধিকার হারিয়েও অপেক্ষা করেছে একটি মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য; গণতান্ত্রিক সব অধিকার ফিরে পেতে। সেটি এসেছে হাজারো ছাত্র-জনতার বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে। এ মুহূর্তে যেনতেন নির্বাচন কারো কাম্য হতে পারে না। আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্য হতে হবে নতুন বাংলাদেশ গঠন, যেখানে কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে কোনোভাবে যেন নতুন কোনো স্বৈরাচার মাথা তুলতে না পারে। সে জন্য সংস্কার হতে হবে অবশ্যই যথাযথ, অনুপুঙ্খ ও সার্বিক।

বিএনপির মহাসচিব যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। সরকারপ্রধান প্রথম পর্বে বিএনপি-জামায়াতসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা বা সংলাপ করেছেন। সংলাপ চলমান আছে। সংস্কারকাজ সম্পন্ন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের কত সময় দরকার সে বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। জাতি সেটি আশা করে। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি কাঙ্ক্ষিত নয়।

নামাজের সময়সূচি

২৪-৩০ অক্টোবর ২০২৪ — ২১-২৭ রবিউস সানি ১৪৪৬

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৪ অক্টোবর	৬.০২	৭.১৮	১২.৪০	৪.৩৬	৬.০২	৭.১৮
২৫ অক্টোবর	৬.০৩	৭.১৯	১২.৪০	৪.৩৫	৬.০০	৭.১৬
২৬ অক্টোবর	৬.০৪	৭.২০	১২.৪০	৪.৩৪	৫.৫৯	৭.১৫
২৭ অক্টোবর	৬.০৫	৭.২১	১২.৪০	৪.৩৩	৫.৫৮	৭.১৪
২৮ অক্টোবর	৬.০৬	৭.২২	১২.৪০	৪.৩২	৫.৫৬	৭.১৩
২৯ অক্টোবর	৬.০৭	৭.২৩	১২.৪০	৪.৩১	৫.৫৫	৭.১২
৩০ অক্টোবর	৬.০৮	৭.২৫	১২.৪০	৪.৩০	৫.৫৪	৭.১০

উপসম্পাদকীয়

শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে গ্রহণ করব

মারুফ মল্লিক

শেখ মুজিবুর রহমানকে ইতিহাস তার নিজস্ব নিক্তিকে বিবেচনা করবে। এখানে বাড়িয়ে বলার সুযোগ কম। কমিয়ে বলারও সুযোগ কম। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনিবার্য চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তবে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অতিকথন ও অতিচর্বণের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অবস্থান হারিয়েছেন। ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবের বিশাল বিশাল ভাস্কর্য টেনেহিঁচড়ে ভাঙা হয়েছে। এই ভাঙচুরে নেতৃত্ব দিয়েছেন নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। অথচ এই প্রজন্মের মনে ও মননে শেখ মুজিবের স্থায়ী ভাবমূর্তি স্থাপনের কী মরিয়া চেষ্টাইনা আওয়ামী লীগ করেছে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, এই নতুন প্রজন্মের হাতেই শেখ মুজিবের ভাস্কর্যের ও তাঁর নিজ হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগের করুণ পতন হয়েছে। দলটির বিরুদ্ধে এখন গণহত্যার অভিযোগ। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে বিচার করলে এই দল ও দলের অনেক শীর্ষ নেতারই দণ্ড হতে পারে গণহত্যার দায়ে।

সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দিবস বাতিল হয়েছে। সেই সূত্র ধরে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আবার আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে সাতই মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে বাতিল করার পর আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা আড়ালে-আবডালে থেকেই সরকারের কঠোর সমালোচনা করছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ঘিরে অজস্র কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। এর সব কটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। যেমন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার গঠনের দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেনি। কারণ সম্ভবত এই যে ওই দিন শেখ মুজিবুর রহমান সশরীর উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি তখন পাকিস্তানের জেলে।

৭ মার্চের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। সন্দেহ নেই, ওই দিনের ভাষণ ও জনসভা আমাদের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামের এক মাইলফলক। কিন্তু ওই ভাষণের পরদিনই স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়েছিলড় এমনটা বলা যাবে না। সাতই মার্চ অনেকগুলো ধারাবাহিক ঘটনার একটা। ৭ মার্চের পরও আলোচনার টেবিলে কথা হয়েছে। আলাপ হয়েছে। তাই সাতই মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে বাতিল করায় এক পক্ষ যেমন অখুশি হয়েছে, তেমনি আরেক পক্ষ মনে করছে, বাতিল করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ।এবার মূল আলাপে আসা যাক। শেখ হাসিনার শাসনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের যথেষ্ট মিল আছে। তাই শেখ হাসিনার অপশাসন দিয়ে শেখ মুজিবকে মূল্যায়ন না করার কোনো সুযোগ নেই। দুটি কারণ নিয়ে আপাতত বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত, শেখ হাসিনার শাসনামলে মুজিববন্দনা হয়েছে অতিমাত্রায়। সেই সময় দেশের সর্বত্র শেখ মুজিবুর রহমানের একধরনের জবরদস্তিমূলক উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে। মুজিববন্দনা ছিল নাড় এমন জায়গা পাওয়াই ছিল দুষ্কর।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় চাপ দিয়ে করা হয়েছে 'মুজিব কর্নার'। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে শেখ মুজিবের ওপর নিবন্ধ ও প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল মাত্রাতিরিক্ত বেশি। জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কারণে নতুন প্রজন্ম শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেনি, বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার জায়গাটি নষ্ট হয়েছে। এ কারণেই হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মুজিববাদ বাস্তবায়ন বা আওয়ামীকরণের প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে পুরোপুরি ।আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসন শেখ মুজিবের শাসনেরই ধারাবাহিকতা। শেখ হাসিনার শাসনামল পুরোপুরি না হলেও বেশির ভাগই শেখ মুজিবের শাসনের প্রতিচ্ছবি। দুই আমলেই দেশের নির্বাচনব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসন। শুধু জাতীয় নির্বাচন নয়, ডাকসুর নির্বাচনেও সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিজেদের মতো করে বিজয়ী নির্ধারণ করে ফলাফল ঘোষণা করেছিল।

শেখ হাসিনার আমলেও দেশে নির্বাচন বলতে কিছু ছিল না। জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বাদেও শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই একই কায়দায় ডাকসুর নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আছে ।এ তো গেল নির্বাচনী ব্যবস্থা; দুই আমলের শাসনব্যবস্থাতেও খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। স্বাধীনতার পর সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করলেও সাড়ে তিন বছরের মাথায় শেখ মুজিব দেশে বাকশাল কায়েম করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী উদ্যোগ ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মেনে নিয়ে শাসনক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে অর্পণ করেনি বলেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। এই ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্যই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাসংগ্রামে সবাই অংশ নিয়েছিল গুটিকয় স্বাধীনতাবিরোধী ছাড়া। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর রক্ষীবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ও একদলীয় বাকশাল কায়েম করায় মানুষ ক্ষুব্ধ ও আশাহত হয়েছিল ।বলা যায়, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষীবাহিনীর হাতে পড়েছিল দেশের মানুষ। শেখ মুজিবের শাসনামলে লাগামহীন দুর্নীতির তথ্য আমরা জানতে পারি। মূলত দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণেই ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বাজারে পর্যাপ্ত পণ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সিন্ডিকেটের কারণে, সরবরাহব্যবস্থায় অনিয়মের কারণে।

শেখ হাসিনার আমলে দুর্ভিক্ষ হয়নি ১৯৭৪ সালের মতো। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য ছিল লাগামহীন। এবারও নানা সিন্ডিকেটের কথা শোনা যায়। আর দুর্নীতির কথা এখানে নতুন করে বলার কিছু নেই। শেখ হাসিনার পিয়নও নাকি দুর্নীতি করে ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়েছে ।শাসনব্যবস্থায় শেখ হাসিনা একটু সরে এসেছিলেন শেখ মুজিবের পদ্ধতি থেকে। যুগ বদলেছে। তাই তিনি গত শতকের ষাট বা সত্তরের দশকের ফ্যাসিস্টদের মতো একদলীয় শাসনের পথে যাননি; চালু করেননি একদলীয় শাসন। তবে বিরোধী রাজনীতির জন্য তিনি কোনো জায়গা রাখেননি। তোষামোদকারীদের বিরোধী দলের আসনে বসিয়ে সব নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। আর শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনাড়্দুজনের আমলেই বিচারবহির্ভূত, গুম, খুন একই তালে হয়েছে। তাই শেখ হাসিনার শাসন দিয়ে শেখ মুজিবকে বিবেচনা না করার প্রস্তাবটি ঠিক খাপ খায় না। বরং বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশে এক ভয়ংকর অগণতান্ত্রিক ভয়ের শাসনের সূচনা করেছিলেন, যা স্বাধীনতার পরপরই শাসনব্যবস্থায় একটি স্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছিল। রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। সামরিক শাসন এসেছে। রাজনীতিতে অবিশ্বাস ও শত্রুতার পরিবেশ আমাদের এখনো পিছিয়ে রাখছে। অবিশ্বাস ও শত্রুতার সেই ক্ষত এখনো সারিয়ে উঠতে পারিনি। এ কারণেই শেখ মুজিব সবার নেতা হতে পারেননি। তিনি কেবল আওয়ামী লীগের নেতা হয়েছেন। শেখ হাসিনা সেই ভয়ের শাসনকেই ফিরিয়ে এনেছিলেন ভিন্নরূপে ।রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের পথচলা সরলরেখার মতো ছিল না। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সবাইকে সংগঠিত করেছেন; নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর অনুপস্থিতিতেই জীবন বাজি রেখে সবাই লড়াই করেছিল একাত্তরে। আবার স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তিনি এক অজনপ্রিয় শাসকে পরিণত হন ।শেখ মুজিবুর রহমানকে তাই খণ্ডিতভাবে কোনো এক কাল বা সময়ের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। মুদ্রার এক পিঠে আছে স্বাধীনতার যুদ্ধ, অপর পিঠে আছে একদলীয় শাসন। তাই তাঁকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। মুদ্রার দুই পিঠই উল্টেপাল্টে দেখতে হবে। স্বাধীনতাসংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদিত এক ভূমিকা আছে। আবার স্বাধীনতার পরপরই একদলীয় শাসনের এক কালো অধ্যায়ও আছে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে।

-ড. মারুফ মল্লিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

চুক্তি মোতাবেক ভারত ক্যাপ্টেন (অব.) মাজেদকে ঢাকার হাতে তুলে দিয়েছে তাহলে হাসিনাকে দেবে না কেন?

মোবায়েদুর রহমান

ড. ইউনূসের সরকার কর্তৃক পুনর্গঠিত মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) তার কাজ শুরু করেছে। প্রথম দিন এই ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগীদের বিচারের কাজ হাতে নিয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র দুই মাস ৯ দিনের মাথায় তারা এত বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী ঘরানা ছাড়া বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফ থেকে সরকারকে ধন্যবাদ এবং সাধুবাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা হয়েছিল। সেটি এখনও দেখা যায়নি। অন্যদিকে ভারতের তরফ থেকে যা করা হবে বলে বাংলাদেশের মানুষ ধারণা করেছিল, ভারত তাই করেছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবতা বিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, ওবায়দুল কাদের এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ৪৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। আন্তর্জাতিক আদালত এই ৪৫ জন আসামিকে আগামী ১৮ নভেম্বর অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলকে নির্দেশ দিয়েছেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন যে, শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য আসামিকে দ্রুত দেশে ফেরানোর জন্য বাংলাদেশের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তাই করা হবে। ওইদিকে আইসিটির এই গ্রেফাতারি পরোয়ানার সংবাদ প্রচারের দুই ঘণ্টার মধ্যেই ভারত তাদের ঘোমটা খুলে ফেলেছে। এতদিন ধরে তারা বলতো যে, শেখ হাসিনা বিপদে পড়ায় ভারতের সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে ভারতে আগমনের জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন চান। শেখ হাসিনার নিরাপত্তা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় ভারত সরকার তাকে নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে রাজি হয়। তখন ধারণা করা হয়েছিল যে, কয়েক দিন পরেই ভারত হয়তো তাকে অন্য কোনো দেশে পাঠিয়ে দেবে। এর মধ্যে দুই মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। আইসিটির গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির দুই ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মি. জয়সওয়াল বলেন যে, শেখ হাসিনা যতদিন ইচ্ছা ভারতে থাকতে পারেন। আইসিটির গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত দেওয়া সম্পর্কে জয়সওয়ালকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন। উত্তরে জয়সওয়াল বলেন যে, খবরটি তারাও শুনেছেন। এটা সময় আসলে দেখা যাবে। জয়সওয়াল তথা ভারতের এই সর্বশেষ অবস্থান বাংলাদেশের ওয়াকেফহাল মহলের কাছে নতুন কিছু নয়। যখন শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট ভারতের হিন্দন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন এবং ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা মি. অজিত দোভাল তাকে বিমানঘাঁটিতে রিসিভ করেন তখনই বাংলাদেশের সচেতন মানুষ যা বোঝার বুঝেছিলেন। তারা সেদিনই বুঝেছিলেন যে, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারত আবার তার সেই পুরাতন খেলা নতুন করে শুরু করলো। ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানাকে ভারত সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিল। তখন কিন্তু বিজেপি সরকার ছিল না। একদিকে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে কাদের সিদ্দিকী তার বেশ কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে ভারতে হাজির হন। বলেন যে, শেখ মুজিবের এই অস্বাভাবিক পতনের বিরুদ্ধে তারা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তখন বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ভারত সরকার কাদের সিদ্দিকী এবং তার অনুসারীদেরকে আশ্রয় দেয়। কাদের সিদ্দিকী এবং তার কয়েকজন অনুসারী বাংলাদেশের কাজীপুর সীমান্তে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে অ্যামবুশ করে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী পাল্টা আঘাত করে। এর ফলে কাদের সিদ্দিকীর একাধিক সশস্ত্র অনুচর নিহত হয়।

কাদের সিদ্দিকী এবং ভারতীয়রা ভুলে গিয়েছিলেন যে, সেটি ১৯৭১ সাল ছিল না। সেটি ছিল ১৯৭৬/৭৭ সাল। জনমত তখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল না। কাদের সিদ্দিকীদের এই হঠকারী অ্যাডভেঞ্চারের সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। ভারতীয়রাও বুঝে গিয়েছিল যে, এখন ওইসব করে লাভ হবে না। কাজেই, তারাও কাদের সিদ্দিকীদেরকে আর পৃষ্ঠপোষকতা দানে বিরত থাকে। কিন্তু শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে তাদের কাছেই রাখে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি শেখ হাসিনকে দেশে ফেরার আহ্বান জানান। জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে জানান যে, দেশে ফিরলে তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং ৩২ নম্বরের বাড়িসহ সবকিছু ফেরত দেওয়া হবে। তদনুযায়ী শেখ হাসিনা দেশে ফেরত আসেন এবং রাজনীতি শুরু করেন। তিনি দেশে ফেরার ৩ সপ্তাহের মধ্যেই চট্টগ্রাম সেনা ছাউনির কতিপয় বিপথগামী সদস্য রাতের আঁধারে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ঢুকে পড়ে এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে। ঢাকা এবং বাংলাদেশের মানুষ ধারণা করে যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে চট্টগ্রাম গ্যারিসনের প্রধান মেজর জেনারেল মঞ্জুরের ইঙ্গিতে। জিয়ার হত্যার ৩ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের ওসি আব্দুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে গ্রেফতার করে। অতঃপর জেনারেল মঞ্জুর নিহত হন।

||দুই|| : এইবার অর্থাৎ ২০২৪ সালে শেখ হাসিনাকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে কিনা সেটি স্পষ্ট নয়। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পর তার এবং সমস্ত সাবেক মন্ত্রী এবং এমপির কূটনৈতিক পাসপোর্ট অর্থাৎ লাল পাসপোর্ট বাতিল করা হয়। ফলে শেখ হাসিনা পাসপোর্টবিহীন হয়ে পড়েন। কারণ, দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী থাকার কারণে তার সবুজ পাসপোর্টের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই সময় বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে যে, শেখ হাসিনা কোন স্ট্যাটাসে ভারতে আছেন? এমন প্রশ্নবাণের মধ্য থেকে হাসিনাকে উদ্ধারের জন্য ভারত তাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করে। এই ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেওয়ার ফলে শেখ হাসিনা তার ইচ্ছামত যতদিন প্রয়োজন ভারতে থাকবেন। এছাড়াও পাসপোর্ট না থাকলে কী হবে, এই ট্রাভেল ডকুমেন্টের জোরে তিনি পৃথিবীর যেকোনো দেশ সফরের ভিসা পাবেন। বাংলাদেশের সচেতন মানুষ প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে, ভারত হাসিনার ক্ষেত্রে তাদের কুটিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চাণক্য এবং বিদেশের আরেক কুটিল রাজনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলির কুবুদ্ধিতে চালিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষিত সচেতন সমাজ অত বেকুব নয়। তারা বুঝেছিল যে হাসিনাকে যেরূপ আদর-যত্নে ভারতে রাখা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা হচ্ছে, আজ হোক কাল হোক, বাংলাদেশের ক্ষমতার তখতেতাউসে আবার শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লুটেরাদের বসানো।

অবাক ব্যাপার হলো এই যে, একটি দল ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট শেখ হাসিনাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। গত ১৪ অক্টোবর দলটির বৈঠক থেকে বলা হয় যে, শেখ হাসিনাকে ভারতের এই ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেওয়া শেখ হাসিনাকে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আরো বলা হয় যে, এই অভ্যুত্থান চলাকালে শেখ হাসিনার নির্দেশে শত শত ছাত্র এবং জনতাকে হত্যা করা হয়েছে।

৩৬ জুলাইয়ের গণহত্যার প্রধান নির্দেশদাতা তিনি। একমাত্র ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশ শেখ হাসিনাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। সেখানে শেখ হাসিনাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে ভারত বিশ্ব জনমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। আরো বলা হয় যে, শেখ হাসিনা ভারতে থেকে জুলাই-আগস্ট বিপ্লব বিরোধী রাজনীতি করছেন। দলটি অবিলম্বে এই ট্রাভেল ডকুমেন্ট বাতিলের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানায় এবং বিচারের জন্য শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানায়।

||তিন|| : বাংলাদেশের আইসিটির আলোচ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির দুই ঘণ্টার মধ্যে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

কামাল আহমেদ

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে স্বৈরশাসকের ফেরা সহজ

গণতন্ত্রে উত্তরণে ব্যর্থতা ও স্বৈরতন্ত্রের নিকৃষ্টতম রূপ প্রত্যক্ষ করার পর অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালে যেসব বিষয়ে সংস্কারের আলাপ চলছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নির্বাচনব্যবস্থা। এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারের পতনের পর নির্বাচনকে গণতন্ত্রচর্চার মাধ্যম হিসেবে যেভাবে প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, তা থেকে প্রধান দুই দলই বিচ্যুত হয়েছিল। পরিণতিতে নির্বাচন শুধু ক্ষমতা দখলের হিংসাত্মক খেলায় পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করে নির্বাচনকে নানা রকম প্রহসনে পরিণত করে। এই সমস্যার এক অতি সরলীকৃত সমাধান হিসেবে বলা হচ্ছে, দ্বিদলীয় রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে দেশে সত্যিকার বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনব্যবস্থায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণাকে একমাত্র বা চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির নির্বাচনে একটি দল যত শতাংশ ভোট পাবে, সে অনুপাতে তারা সংসদের আসন পাবে। এ আনুপাতিক পদ্ধতিতে প্রার্থীদের নাম দল আগাম ঘোষণা করতেও পারে, আবার না-ও পারে। নাম প্রকাশ করা হলে সেটা হবে মুক্ত তালিকার ভিত্তিতে আর প্রকাশ না হলে শুধু দলের নাম ও প্রতীকের ভিত্তিতেই ভোট হবে এবং প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে ভাগে পড়া আসনগুলোতে দলীয় প্রধান বা দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়নে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হবেন।

কোনো কোনো দেশে এই দুইয়ের মিশ্রণেও প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। আমাদের জাতীয় সংসদে নারী কোটায় যেসব সদস্য নির্বাচিত হন, তা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের এবং এক অর্থে বদ্ধ তালিকা থেকেই। ফলে ছোট দলের নেতাদের স্ত্রীদেরও এ কোটায় সংসদ সদস্য হওয়ার মতো অবিশ্বাস্য সুযোগ তৈরি হয়, যা স্পষ্টতই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার চরম অপব্যবহার। মনোনয়নের ক্ষমতা নেত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার মাজেজা আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে, এই পদ্ধতিতে কোনো একক দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Tahera Aktar
Certified Practitioner
Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

HEALTH CAREER
TUTORIAL & TRAINING

ZOOM CLASS AT NIGHT

PHLEBOTOMY | EKG | BILLING & CODING
CNA | PATIENT CARE TECH | PHYSICAL THERAPY
NATIONAL/LICENSE EXAM | CPR/BLS CERTIFICATION

CALL/TEXT 646-420-7156
DR. SIKDAR MASOOD
Instructor, Allied Health, Educational Consultants of USA Inc.
Email: SikdarMasood@gmail.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE ৭১৮-২৯৭-৩২২০ ৭১৮-২৯৭-৩২২৬ 718-297-3220 718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine & Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেষ্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

‘সাংস্কৃতিক করোনা’ দূর করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এমন অবস্থা চলতে পারে না। বিশ্বময় একই আওয়াজ। কিন্তু অবস্থাটা বদলাবার আগে তো পরিষ্কার ধারণা চাই অবস্থার কারণ কী। আগে রোগটিকে চিহ্নিতকরণ, তারপর না ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন। বর্তমান অবস্থাটা প্রোথিত রয়েছে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থার ভেতরে। এক কথায় সে ব্যবস্থাটা নামে পুঁজিবাদ। কথাটা স্থুল, কিন্তু এটা জোরেশোরে বলা হচ্ছে না। রক্ষণশীলরা বলবেন না, কারণ এই ব্যবস্থাটাকে তারা পছন্দ করেন তা তারা মার্কিনপন্থি বা জেহাদপন্থি, যে পন্থিই হোন না কেন। সম্পত্তি ও সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থাটাকে তারা রক্ষা করতে চান। ব্যবস্থা বদলাবার কথাটা উদারনীতিকরা যে তোলেন না, তার কারণ একে তারা ভদ্রলোক, তদুপরি তারা মনে করেন সংস্কারেই কুলাবে। এবং তৃতীয়ত তারা যে গাছে বসে আছেন তার গোড়াটি কেটে ফেলতে চাইবেন এমনটা তো স্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ, বদলাবার কথা বামপন্থিরা বলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তারা সামাজিক মালিকানার নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চান। কিন্তু তাদের কণ্ঠ রোধ করা হয়। রাষ্ট্র, সমাজ, মিডিয়া, সবাই মিলে তাদের গলা চেপে ধরে। ফিলিস্তিনিদের গলা যেভাবে চেপে ধরা হচ্ছে প্রায় সেভাবেই।

মধ্যবর্তী উদারপন্থিদের নিয়ে মস্ত সমস্যা। তারা বুঝতে চান না। বুঝতে গেলে দেখেন ঘুমন্তকে জাগিয়ে দেওয়ার এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাগলকে ক্ষেপিয়ে তোলার ঝুঁকিটা রয়ে গেছে সামনে। স্বভাবতই তারা দু’কদম এগোতে গেলে অন্তত এক কদম পিছিয়ে আসেন এবং পেছানো অবস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকেন।পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা এখন ধনী-দরিদ্র সব দেশের মানুষকেই লড়তে হবে। লড়তে হবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে। বাংলাদেশে এ লড়াইয়ের জন্য বিশেষভাবে যা প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে জ্ঞানের চর্চা। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নয়, মাকড়সার জাল তৈরির জ্ঞান নয়, মানুষের জ্ঞান; যে জ্ঞান পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করবে, পৃথিবীটাকে বদলানোর জন্য। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে তাকাতে হবে কিশোরদের দিকে। যাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য যাদের ওপরে অনেকটাই নির্ভর করা যাবে, নির্ভর করতে হবেও। এদের সচেতন ও সংগঠিত করতে হলে দেশে একটি কিশোর আন্দোলন গড়ে তোলা চাই। বলা বাহুল্য এ আন্দোলন আগের কিশোর আন্দোলনগুলোর মতো হলে চলবে না। এর লক্ষ্য হবে সুস্পষ্ট। সেটি সমাজ পরিবর্তনের।

কারা করবেন এসব কাজ? করবেন তারা যারা মনে করেন বিদ্যমান অবস্থার বদল চাই এবং একে বদলাতে হলে গোটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটানো অত্যাবশ্যক।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া? এত সব কথা বলাকওয়া শেষে সামান্য এই উপসংহার? এই উপসংহারে কিন্তু অন্যকথাও উহ্য আছে। সেটা হলো এই যে, মূল কাজটা রাজনৈতিক। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন যাকে বলছি তার চরিত্র অবশ্যই রাজনৈতিক হবে। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ভিত চাই। সংস্কৃতি-সচেতনতা বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়া সম্ভব না হলে রাজনীতি প্রাণবন্ত হবে না, এগোবেও না। এখন যেমনটা দেখতে পাচ্ছি।

সংস্কৃতির নিজের ভিত্তিটা হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। ওই ব্যবস্থা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা সত্য, তবে সংস্কৃতি নিজেও যে ব্যবস্থা বদলাতে একটা ভূমিকা রাখে সেটাও মিথ্যা নয়। সর্বত্র সংস্কৃতির ব্যাপারটা উপস্থিত, থাকতে বাধ্য। কিশোর আন্দোলনের কথা যে বলছিলাম সেটা এসেছে বড় সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই অংশ হিসেবে। আগের দিনের কিশোর আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ছিল এইখানে যে, সেটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বৃত্তের বাইরে যায়নি। এখনকার কিশোর আন্দোলনকে ওই বৃত্তটা ভাঙতে হবে। আর এই আন্দোলন কোনোভাবেই আদর্শনিরপেক্ষ হবে না। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজবিপ্লব। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উভয় আন্দোলনেরই প্রবহমানতা হওয়া চাই একই ধারায়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন চরম বন্ধ্যাত্ব ও ভয়াবহ অন্ধকার বিরাজ করছে। সংস্কৃতির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে মিলন। সে মিলন ঘটছে না। মানুষ বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। ঘরে বন্দি হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস যে কাজটা করেছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই জিনিসটাই ঘটছে। বিভিন্ন মাত্রায়। ঘরের বিনোদন আকাশ পথে আসছে। আমরা জানি সংস্কৃতির প্রাণ থাকে সৃষ্টিশীলতায়। সেই সৃষ্টিশীলতা সামাজিকভাবেই কাজ করে। সৃষ্টিশীলতার জন্য সামাজিকতার পাশাপাশি জ্ঞানের দরকার হয়। দরকার পড়ে সচেতনতার। জ্ঞান এবং সচেতনতা না থাকলে সৃষ্টিশীলতা এগোয় না, তার মান বৃদ্ধি পরের কথা।

যে অন্ধকার আজকে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে তাতে সৃষ্টিশীলতার জায়গাতে সহিংসতাই বরঞ্চ বাড়ছে। দেখা দিচ্ছে হতাশা। মানুষ অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছে। ভরসাহীন জগতে মাদকের আসক্তি বাড়ছে, আবার ধর্মের দিকেও ঝুঁকেছে অনেকে। সেটাও এক আসক্তি বটে। অনেক মানুষই ভাবছে ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই; পরকাল ছাড়া সুখের আশা ব্যর্থতারই প্রতিশ্রুতি। এই মনোভাব আত্মসমর্পণের এবং আত্মসমর্পণ খুব বেশি দূরে থাকে না নৈতিক আত্মহত্যা থেকে। মৌলবাদী তৎপরতা বাড়ছে বলে খবর আসছে। এই তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে ইহজাগতিক আদর্শবাদের চর্চার সীমিতকরণ প্রত্যক্ষরূপে জড়িত। কত আগে বিদ্যাসাগর ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেছেন। সেই চর্চা এগিয়েছে, কিন্তু ব্যাপক হয়নি। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের তো কথাই নেই, প্রগতিশীলরাও অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আর মুখে আনেন না, অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু বলার কথাও নয়, প্রতিষ্ঠা করার কথা। প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হচ্ছে ইহজগৎকে প্রধান করে তোলা। কেবল প্রধান নয়, আকর্ষণীয়ও। আকর্ষণীয় করতে হলে একে বদলাতে হবে। বদলানোটা এমনি এমনি ঘটবে না, তার জন্য আন্দোলন চাই। সমাজ-বদলের আন্দোলন যত এগোবে মানুষ ততই আশাবাদী হবে, আস্থা বাড়বে নিজের ক্ষমতাতে, স্বর্গ গড়তে চাইবে এই পৃথিবীতেই। অন্ধকারকে লাঠি দিয়ে পেটালে সে পালাবে না, গুলি করলেও মরবে না, অন্ধকার দূর হবে আলো জ্বালালে। সেই আলো সংস্কৃতির।

বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন জ্ঞান ছড়িয়ে সমাজের রূপান্তর ঘটাবেন। সে পন্থায় সাফল্য আসেনি। সমাজ-কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। নাট্যকার ইবসেনের আস্থা ছিল ব্যক্তির বিদ্রোহে। তবে তাতে যে খুব একটা কাজ হবে না তাও তিনি জানতেন। কাজ হয়ও-নি। মার্কস বলেছেন, সমাজ রূপান্তর আসবে সমাজের বেশিরভাগ (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ হলে চলবে না

মো. জাহাঙ্গীর আলম

আমার জন্য যদি কোনো সংবিধান বা ধর্মীয় গ্রন্থ না থাকে, তাহলেও আমি একজন মানুষ, সমাজ ও সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং, সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে মৌলিক অধিকারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমার প্রাপ্য। সব মৌলিক অধিকারের মধ্য থেকে নিরাপত্তা আমার কাছে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত; কিন্তু সেটা কি এখন আছে? আর নিরাপত্তা বলতে আমরা কী বুঝি? নিরাপত্তা মানে কি শুধু চোর, ডাকাত ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া? নিশ্চয়ই না! এর একটি সামগ্রিক অর্থ আছে। এই ধরুন খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিরাপদে থাকা, দুর্ভিক্ষ (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

রাষ্ট্রের মালিকানা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই দ্বিতীয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য

জামালউদ্দিন বারী

খাঁচার ভেতর বেড়ে ওঠা পাখি এক সময় উড়তে ভুলে যায়। তখন তাকে মুক্ত করে দিলেও সে উড়তে পারেনা। যে কোনো প্রাণীর মধ্যেই এ প্রবণতা লক্ষণীয় হতে পারে। মানুষের মৌলিক প্রবণতা হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তি। এবারের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে থাকা তরুণদের বেশিরভাগের বয়েস ১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। জন্মগ্রহণের পর থেকে এরা দেশে স্বৈরাচারি শাসন দেখে বড় হয়েছে। এদের সামনে ভিন্ন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জেন জি প্রজন্মের সিনিয়র অংশের ভোটার লিষ্টে নাম ওঠার পর কখনো ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেনি। অবাধে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের সব পথ বন্ধ করেই একচেটিয়া স্বৈরশাসন কায়েম করেছিল। আধিপত্যবাদী ভারতের মদতে, তাদের স্বার্থে শেখ হাসিনা দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে গণবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ভোটের মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালাবদলের সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়ার পর গণঅভ্যুত্থান কিংবা গৃহযুদ্ধ ছাড়া জাতির মুক্তির কোনো বিকল্প পথ থাকে না। ভারতীয় এজেন্টরা দেশে একটি গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। সে কারণেই দেশের পুলিশ বাহিনী দলীয়করণ ও অমানবিকীকরণ করা হয়েছিল। গোপালগঞ্জ নির্ভর পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার অফিস বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি প্রতিষ্ঠায় অনেক কিছুই করা হয়েছে। এক-এগারো সরকারের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসানোর পর প্রথম সুযোগেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক পেশাদার অফিসারদের হত্যার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারি শাসনের পথকে নিষ্কণ্টক করা হয়। জনগণের ভোট দেয়ার সুযোগ রুদ্ধ, রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজপথে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমনে পুলিশ বাহিনীকে ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীতে পরিনত করার পাশাপাশি আয়নাঘর সৃষ্টি, গুম-খুনের নির্মম-নিষ্ঠুর পন্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে স্বৈরশাসন

কায়েম করা হয়েছিল, তার সপক্ষে তথাকথিত জঙ্গিবাদ, স্বাধীনতার বিপক্ষ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ইত্যাদি শব্দমালা ব্যবহার করে ভারতের বশংবদ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে একতরফা প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে স্বৈরশাসনকে ফ্যাসিবাদে পরিনত করা হয়েছিল। সেখানে প্রতিপক্ষ বা বিরোধীদলকে নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করাই ছিল মূল রাজনৈতিক দর্শন। ভারত বিরোধী, বাংলাদেশপন্থী যে কোনো স্বাধীনচেতা মানুষকে গুম করা বা পিটিয়ে মেরে ফেলা ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। সিলেটের পরীক্ষিত রাজনৈতিক নেতা ইলিয়াস আলীর গুম হয়ে যাওয়া কিংবা বুয়েটের মেধাবি শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা তারই উদাহরণ। শত শত মানুষকে গুম-খুনের শিকারে পরিনত করা, দেশের শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিয়ে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন সেক্টরে লাখ লাখ ভারতীয়কে চাকরির সুযোগ দিয়ে লাখ লাখ প্রবাসি কর্মীর কষ্টার্জিত রেমিটেন্স ভারতে পাচার করে দেয়ার পাশাপাশি সরকারের মন্ত্রী, এমপি, আমলা থেকে শুরু করে পিয়ন-চাপরাশি পর্যন্ত শত শত কোটি টাকা চুরি করে বিদেশে পাচার করে দিয়ে দেশের অর্থনীতি যখন ভেতর থেকে ফোঁকলা করে দিচ্ছিল, তখন স্বৈরাচারের দলবাজ গণমাধ্যম তথাকথিত উন্নয়নের ঢোল বাজাচ্ছিল। শেখ হাসিনা তার অনুগতদের বলেছিলেন, যে যেভাবে পারো টাকা বানাও এবং বিদেশে পাচার করো। এক সময় সমাজতন্ত্রের বুলি কপচানো রাশেদ খান মেননের ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় খুঁজে পেয়েছে তদন্তকারীরা। কর্পোরেট ব্যাংক জালিয়াত চক্রের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পরিবার কতটাকা বিদেশে পাচার করেছে তার হিসাব এখনো বের করা যায়নি। তবে শুধুমাত্র এনআইডি ডেটাবেইজের তথ্য বিক্রি করেই হাসিনাপুত্র সজিব ওয়াজেদ জয় অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা কামিয়েছে বলে জানা যায়। প্রতিটা মেগা প্রকল্প, জ্বালানি খাত, টেলিকমিনিকেশন থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্রয়ের বড় বড় কন্ট্রাক্টের চুরি-দারির মাধ্যমে দেশ থেকে তারা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সরিয়েছে। এভাবেই দেশের ব্যাংকিং সেক্টর, জাতীয় অর্থনীতিকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দিয়ে দেশের উপর সাড়ে ১৮ লাখ কোটি টাকার ঋণের বোঝা এবং জনগণের উপর মূল্যস্ফীতির দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের আড়াই মাস না যেতেই অনেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। অথচ গত ১৬ বছর ধরে চলা নিপীড়ন-নির্যাতন, লুটপাট, গুম-খুনের তান্ডবের সময়ও তাদেরকে এতটা অধৈর্য বা উদ্বিগ্ন দেখা যায়নি। এখন তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইমুজি দিয়ে বলছে, আগেই নাকি তারা ভালো ছিল। সাধারণ নেটিজেনদের কাছে ওরা পালিয়ে থাকা স্বৈরাচারের সুবিধাভোগী দালাল। তবে কিছু সাধারণ মানুষও তাদের দ্বারা প্রভাবিত কিংবা বিভ্রান্ত হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকান্ড নিয়ে সমালোচনা করছে। আর কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা নির্বাচনের জন্য চাপ দিতে শুরু করেছে। শুরুতে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কাল নিয়ে কিছুটা ধেঁয়াশা সৃষ্টি হলেও প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্র সংস্কারের ফ্রেমওয়ার্ক, বিভিন্ন সেক্টরের জন্য সংস্কার কমিটি গঠন এবং নির্বাচনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পর এ বিষয়ে আর বিতর্ক থাকার কথা নয়। অথচ পতিত স্বৈরাচারের সাইবার অ্যাক্টিভিস্টদের ফাঁদে পা দিয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কর্মী-যোদ্ধারাও অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিনে গড়ে তোলার স্বৈরাচারি এস্টাবলিশমেন্টকে গুড়িয়ে দিয়ে রাজপথে শত শত তাজা প্রাণ আত্মাহুতি দিয়ে যে ছাত্র-জনতা বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে পতিত স্বৈরাচারের পালিয়ে থাকা দোসররা এখনই ভয় দেখিয়ে মনোবল ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছে। তবে এসব সস্তা প্রচারনা, হুমকি ও ভ্রান্ত বয়ানের চেয়ে পরিবর্তনকামী ছাত্র-জনতার যে কোনো বিভ্রান্তি, বিভক্তি এবং বিএনপি-জামায়াতের মত রাজনৈতিক দলগুলোর (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

পবিত্র কথা ও অপবিত্র কথা

জাফর আহমাদ

মানুষের কথা দুই প্রকার যথা: সৎ কথা ও অসৎ কথা বা পবিত্র কথা ও অপবিত্র কথা বা সুন্দর কথা ও অসুন্দর কথা, বরকতময় কথা ও ধ্বংসের কথা। পবিত্র কথা: ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের জন্য পবিত্র, সৎ ও সুন্দর কথা বলা বাঞ্চনীয়। বিশেষত: মু'মিনদের জন্য পবিত্র, সৎ ও সুন্দর কথা বলা তাঁর ঈমান ও বিশ্বসের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যেই মু'মিন সৎ, সত্য,পবিত্র ও সুন্দর কথা বলতে পারবেন না, বুঝতে হবে তার ঈমানে ক্রুটি আছে। কারণ মু'মিন যেই কালিমার মাধ্যমে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করেন, সেই কালিমাকে আল কুর-আন "কালিমাতুত তাইয়্যেবা" বা "পবিত্র কথা" বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন," তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালেমা তাউয়্যেবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে।"(সুরা ইবরাহিম:২৪)

"কালেমা তাইয়্যেবা" এর শাব্দিক অর্থ "পবিত্র কথা"। এর মাধ্যমে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, এমন সত্য কথা এবং এমন পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস যা পুরোপুরি সত্য ও সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এই উক্তি ও আকীদা কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে অপরিহার্যভাবে এমন একটি কথা ও বিশ্বাস হতে যার মধ্যে রয়েছে তাওহীদের স্বীকৃতি, পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বীকৃতি। নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের স্বীকৃতি এবং আখিরাতের স্বীকৃতি। কারণ কুরআন এ বিষয়গুলোকেই মৌলিক সত্য হিসাবে পেশ করে। অন্য কথায় এর অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যেহেতু এমন একটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার স্বীকৃতি একজন মু'মিন তার কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যে দিয়ে থাকে, তাই কোন স্থানের প্রাকৃতিক আইন এর সাথে সংঘর্ষ বাধায় না, কোন বস্তুর আসল, স্বভাব ও প্রাকৃতিকগঠন একে অস্বীকার করে না এবং কোথাও কোন প্রকৃত সত্য ও সততা এর সাথে বিরোধ করে না। তাই পৃথিবী ও তার সমগ্র ব্যবস্থা তার সাথে সহযোগীতা করে এবং আকাশ তথা সমগ্র মহাশূণ্য জগত তাকে স্বাগত জানায়।

কোন ব্যক্তি বা জাতি এই কালেমার ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুললে প্রতি মুহুর্তে সে সফল লাভ করতে থাকে। সেটি তার চিন্তার পরিপক্কতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, এ জীবন ধারায় মজবুতি, চরিত্রে পবিত্রতা, আত্মায় প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা, শরীরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহার ও লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় মুগ্ধতা ও সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কৃষ্টিতে ঔদার্য ও মহত্ব, সভ্যতায় ভারসাম্য,

পবিত্র কথা ও অপবিত্র কথা

অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফ, রাজণীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে সৌজন্যতা, সন্ধিতে আন্তরিকতা এবং চুক্তি ও অংগীকারে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। সেটি এমন একটি পরশ পাথর যার প্রভাব সেউ যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়।

সুতরাং মু'মিন কখনো অশ্লীলভাষী, কদাচার,কর্কশ ও বদমেজাজী হতে পারে না। আব্দুল্লাহ রা: হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: মু'মিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।(তিরমিযি:১৯৭৭, কিতাবুল

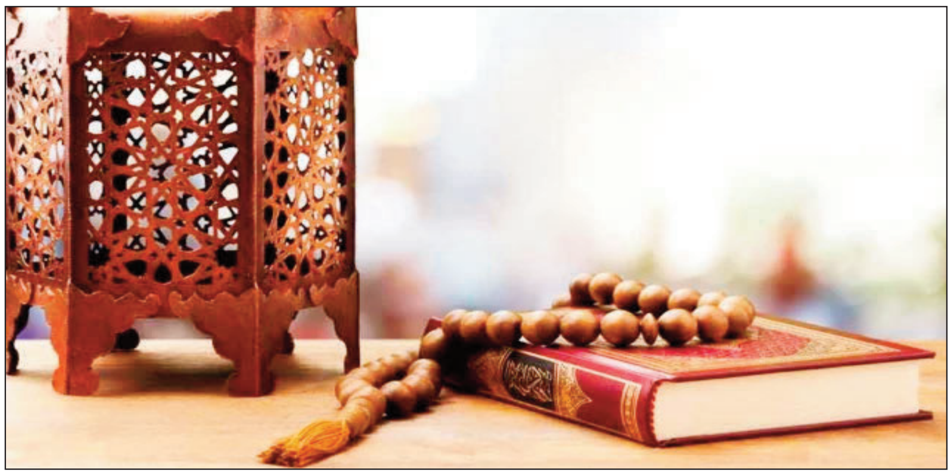

বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসুলিল্লাহ স: বাবু মা জা'আ ফি লা'নাতি, হাদীসটি সহীহ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।"(সুরা হুজরাত:১০) "মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হলে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা নিসা:১৪৮)

অপবিত্র কথা: আল কুরআনে অপবিত্র বাক্যকে "কালিমাতুল খাবীসা" বা অসৎ বাক্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভুপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"(সুরা ইবরাহিম:২৬) 'কালিমাতুল খাবীসা হলো কালেমা তাইয়্যেবার বিপরীত শব্দ। যদিও প্রতিটি সত্য বিরোধী ও মিথ্যা কথার ওপর এটি প্রযুক্ত হতে পারে তবুও এখানে এ থেকে এমন প্রতিটি বাতিল আকীদা বুঝায়, যার ভিত্তিতে মানুষ নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ বাতিল আকীদা নাস্তিক্যবাদ, ধর্মদ্রোহিতা, অবিশ্বাস শিরক, পৌত্তলিকতা অথবা এমন কোন চিন্তাধারাও হতে পাওে যা নবীদের মাধ্যমে আসেনি।

অন্য কথায় এর অর্থ হলো, বাতিল আকীদা যেহেতু সত্য বিরোধী তাই প্রাকৃতিক আইন কোথাও তার সাথে সহযোগীতা করে না। তাই আগাছা বলে প্রকৃতির চাহিদার কারণে গাছের মালিক তাকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণুকণিকা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জমিতে তার বীজ বপন করার চেষ্টা করলে জমি সবসময় তাকে উদগীরণ করার জন্য তৈরী থাকে। আকাশের দিকে তার শাখা-প্রশাখা বেড়ে উঠতে থাকলে আকাশ তাদেরকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। পরীক্ষার খাতিরে মানুষকে যদি নির্বাচন করার স্বাধীনতা ও কর্মের অবকাশ না দেয়া হতো তাহলে এ অসৎজাতের তাছটি কোথাও গজিয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করেছেন, তাই যেসব নির্বোধ লোক প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়ে এ গাছ লাগাবার চেষ্টা করে তাদের শক্তি প্রয়োগের ফলে জমি একে সামান্য কিছু জায়গা দিয়েও দেয়, বাতাস ও পানি থেকে সে কিছু না কিছু খাদ্য পেয়েই যায় এবং এবং শূন্যও তার ডালপালা ছড়াবার জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু জায়গা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন এ গাছ বেঁচে থাকে ততদিন তিতা, বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফল দিতে থাকে এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই আকস্মিক ঘটনাবলীর এক ধাক্কাই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে। কৃষক ফলজ গাছের বীজ রোপণ করে কিন্তু আগাছার বীজ রোপণ না করার পরও সে অবৈধভাবে ফলজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে জায়গা করে সেও জেগে উঠে। ফলজ গাছকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য সে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়। ভালো ফল দানে সে শুধু বাঁধা গ্রস্থই করতে পারে। বুদ্ধিমান কৃষক যথা সময়ে নিরানীর মাধ্যমে তাকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলে। ফলে ফলজ গাছগুলো স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে এবং ভালো ফলদান করে।

পৃথিবীর ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও তামাদ্দুনিক ইতিহাস অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কালেমায়ে তাউয়্যেবা তথা ভালো কথা এবং মন্দ কথার এ পার্থক্য সহজে অনুভব করতে পারে। সে দেখবে ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভালো কথা একই থেকেছে। কিন্ত মন্দ কথা সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য। ভালো কথাকে কখনো শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়নি। কিন্তু মন্দ কথার তালিকা হাজারো মৃত কথার নামে ভরে আছে। এমনকি তাদের অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আজ ইতিহাসের পাতা ছাড়া আর কোথাও তাদের নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। স্ব স্ব যুগে যেসব কথার প্রচণ্ড দাপট আজ সে সব কথা উচ্চারিত হলে মানুষ এই ভেবে অবাক হয়ে যায় যে, এমন পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতাও মানুষ করেছিল। তারপর ভারো কথাকে যখনই যে জাতি বা ব্যক্তি যেখানেই গ্রহণ করে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করেছে *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

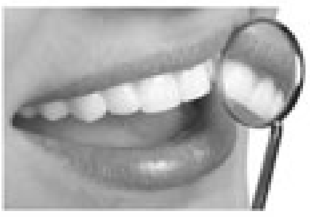

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্ট ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ বিবাহ এনগেজমেন্টস সুইট সিক্সটিন বেবি শাওয়ার ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

200% GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال
RED COW MILK QUALITY PLEDGE:
RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate
RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE
RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE
RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES
RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED
RED COW MILK IS THE BEST.
PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER
Why is RED COW milk the BEST?
1) RED COW MILK PACKED WHERE IT IS MADE NOT SOMEWHERE ELSE
2) Cows are fed with grains & grass
3) Cows receives lovingly care
DELICIOUS, HEALTHY & NUTRITIOUS
DEMAND RED COW MILK & BE THE JUDGE
RED COW REAL & NATURAL BUTTER
100% PURE & NATURAL BUTTER
100% PURE & NATURAL MILK
Red Cow PURE PREMIUM ORIGINAL Everyday COW GHEE
GUARANTEED 100%PURE 786 حلال
100% PURE & NATURAL COW GHEE
RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882
WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.
ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL
CANE SUGAR
100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

Freedom is on the Ballot.
The Democrats are fighting for it.
Make a Plan to Vote.
Visit IWillVote.com to make a plan to vote today.
PAID FOR BY THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE. WWW.DEMOCRATS.ORG. THIS COMMUNICATION IS NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE'S COMMITTEE

প্রবাসীদের প্রতিটি ডলার বাংলাদেশে নিরাপদ

(শেষ পাতার পর)

ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিকিউরিটি ষ্টাডিজ আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলেন ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল এসব কথা বলেন। সেমিনারে অংশ নেয়া বক্তারা জানান, ব্যাংক আস্থার পরিবেশ তৈরী করতে পারলে প্রবাসীরা বিদেশে টাকা না রেখে বাংলাদেশে রাখবে। এসময় তারা অবিলম্বে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিকিউরিটি ষ্টাডিজ (বিডস) ও ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক-এর চেয়ারম্যান, ইসলামি ব্যাংক কন্সালটেটিভ ফোরাম এর চেয়াম্যান মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখনে লং আইল্যান্ড ইউ-নিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. শওকত আলী, যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়ার্ড ইউনিভর্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড. মির্জা গালিব্, এটর্নি মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ও বিডস এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মাদ ইমরান হোসাইন আনসারী।

এসময় স্বাগত বক্তব্যে বিডস এর নির্বাহী পরিচালক ইমরান আনসারী বলেন, ১৫ বছরে আওয়ামী সরকার ঋণ করেছে সাড়ে ১৫ লাখ কোটি টাকা। আর ১৫ বছরে পঁ-াচার করেছে ১৮ লাখ কোটি টাকা। আর এগুলো করা হয়েছে ব্যাংক গুলো দখল ও ডাকাতির মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় মদদে। তিনি আরো বলেন , শুধু ব্যাংকগুলোকে লুটপাট করেই বিগত স্বৈরাচারি সরকার থামেনি, বিগত সরকার ইসলামি ব্যাংকগুলোর মৌলিক ফিলোসোফিকে ধ্বংস করেছে। দেশে বড় বড় মেঘা প্রজেক্ট এর নাম লুটপাটের নামে এক অলিগার্ক সোসাইটি গড়ে তোলেছে। । এসময় তিনি বিডস এর পক্ষ থেকে দাবী জানান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ১৫ বছরে যেসব টাকা পাচার হয়েছে তা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে । যেসব সকল ঋণ খেলাপি রয়েছে তাদের বিচার আওতায় আনতে হবে ।পাশাপাশি তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্যাংকের জিম্মাদারিতে আনতে হবে ।প্রবাসীদের সকল ইনভেস্টমেন্ট নিরাপদ করতে এবং উতসাহি করতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নেবার দাবী জানান তিনি।

মূল প্রবন্ধে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, প্রবাসীরা শুধু নিজেদের সমৃদ্ধ করছেন না তারা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছেন। বাংলাদেশ তিন আর এর উপর নির্ভরশীল । রেডিমেট গার্মেন্টস, রেমিটেন্স, রুরাল ডেভেলপমেন্ট। তিনি প্রবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে যেসব রেমিটেন্স পাঠানো হবে তার নিরাপত্তা বিধানে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। প্রবাসী বিনিয়োগ বান্ধব ব্যাকিং কার্যক্রম গড়ে তুলতে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো শিগগরই কার্যকর উদ্যোগ নেবে। তিনি আরো বলেন, পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনতে ব্যাংকগুলো কাজ করছে। ভঙ্গুর ব্যাংকিং সেক্টরকে শিগগিরই তাঁর স্বকী-য়তায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য সবাইকে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ড. শওকত আলী বলেন, রেমিটেন্স পাঠানো নয় বলুন প্রবাসীরা বিনিয়োগ পাঠাবে। কিভাবে পাঠাবে এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাংক গুলোকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ড. মীর্যা গালিব বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কার ।এজন্য সরকারকে সহযোগিতা ও সময় দিতে বাংলাদেশি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এটর্নি গোলাম মোস্তফা বলেন, প্রবাসীরা বিনিয়োগে আগ্রহী ।কিন্তু প্রবাসীদের বিনিয়োগ নানা কারণে ঝুঁকির মূখে পড়ে । এজন্য সরকার ও ব্যাংকগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া সেমিনারে সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন সেমিনারটির স্পন্সর প্রতিষ্ঠান গুড হোম ব্যাবারেজ ইন্টারন্যাশনাল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ উল্লাহ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, প্লাসিড এর কর্ণধার ড. কামাল, ব্যাংক এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিইও আতাউর রহমান প্রমূখ।

BREARLEY

আমাদের বিনামূল্যে টিউশন
প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরও
জানতে স্ক্যান করুন

brearley.org/tuition-free

Basement Environmental Health & Safety

আপনার বেসমেন্ট, গ্যারেজ, অ্যাটিক বা পিছনের উঠোনকে বৈধ করতে বিনামূল্যে NYC ADU অনুদানের অর্থ ব্যবহার করুন। (PlusOneADU@hpd.nyc.gov or 311).

DANGER

সাবধান- Do Not SLEEP in an Unhealthy Toxic Basement without a Safety Inspection

Serious Health Hazards in your Basement

Various Health Issues, Chronic Respiratory illness, Cancer, Kidney, liver, Brain damage, Risk of Severe Mental Health Depression, and Central Nervous System even death. (অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্টে দীর্ঘায়িত ঘুমের জন্য দায়ী। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্কের ক্ষতি, গুরুতর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।)

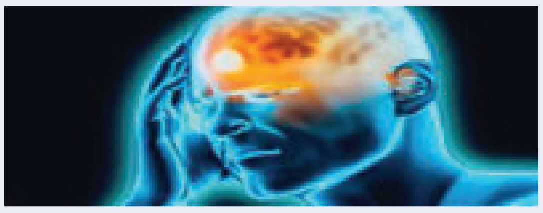

Homeowners: Minimizing Liability and Preventing Legal Lawsuit (আবশ্যিক নিরাপত্তা পরিদর্শন: দায়বদ্ধতা কমানো এবং আইনি মামলা প্রতিরোধ).

- Indoor Air Quality- Lead-Based Paint Check, Radon Gas, and other Toxicity Inspections. বাড়ির মালিকদের অবশ্যই এই ধরনের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্ট থেকে, ভাড়া আদায় নিষিদ্ধ।
- Basement Tenant: Get Help from HPD Grant Money, Move Out from an Unhealthy Toxic Basement. (বেসমেন্ট ভাড়াটিয়া: HPD অনুদানের অর্থের সাহায্য নিন, অসুস্থকর বিষাক্ত বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসুন, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুন।)

আইনজীবী ছাড়া বেজমেন্ট ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা।

917-618-0740 Bcsafetymediator@gmail.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্
নির্বাচন ২০২১
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
সেলিম-আলী
পরিষদে
সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী
Please Vote for - ALI PANEL
MD. AKHTER BABUL
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাঃ
(১) কার্যকারী সদস্য -বাংলাদেশ সোসাইটি ।
(২) সভাপতি- প্রবাসী নরসিংদী ডিস্ট্রিক সোসাইটি ।
(৩) সহ- সভাপতি ঃ জ্যামাইকা থিয়েটার ইনক্ ।
(৪) কোষাধক্ষ ঃ জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ Community United Democratic Club
A11
মোঃ আখতার বাবুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট দিন
A2 মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান সিনিয়র সহ-সভাপতি
A3 কামরুজ্জামান কামরুল সহ-সভাপতি
A5 আবুল কালাম ভুঁইয়া সহ-সাধারণ সম্পাদক
A6 মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া(রুমি) কোষাধ্যক্ষ
A7 ডিউক খান সাংগঠনিক সম্পাদক
A8 অনিক রাজ সাংস্কৃতিক সম্পাদক
রিজু মোহাম্মদ জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
A10 জাহিদ আনসারী সমাজকল্যাণ সম্পাদক
A12 আতাব আলী লিটন ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
A13 মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
A14 মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী কার্যকরী সদস্য
A15 হারুন চেয়ারম্যান কার্যকরী সদস্য
A16 আবুল কাশেম চৌধুরী কার্যকরী সদস্য
A17 জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী কার্যকরী সদস্য
A18 ফুলসুর আহমেদ কার্যকরী সদস্য
A19 হাসান খান কার্যকরী সদস্য
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৪
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর, রবিবার ২০২৪
আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতুবন্ধ সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
সেলিম-আলী পরিষদের
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রার্থী
Please Vote for
Mohammed Hasan Zilani
সাংগঠনিক দক্ষতা:
কংগ্রেশনাল স্বীকৃতি:
ইউ এস হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ
সহ সভাপতি:
নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
সাধারণ সম্পাদক:
সাবেক নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
সহ সভাপতি:
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ)
এনআরবি এওয়ার্ড:
কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
বাংলাদেশ কনভেনশন এওয়ার্ড
Work at:
Memorial Sloan Kattering Cancer Center,
a leading cancer hospital in the whole world
Community Activist
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
A13
A2 মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
A3 কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
A5 আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
A6 মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া(রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
A8 অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
A10 জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
A11 মোঃ আক্তার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
A12
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
A13 মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
A14 মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
A15
কার্যকরী সদস্য
A16 আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
A17
কার্যকরী সদস্য
A18
কার্যকরী সদস্য
A19 হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সাউথ জামাইকায় রিয়াজুল জান্নাহ মসজিদের ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার সাউথ জ্যামাইকার বায়তুল জান্নাহ মসজিদের কার্যকরি কমিটির উদ্যোগে এক ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে সাউথ জামাইকার ১৫৭ স্ট্রীটের ১০৭ ও ১০৮ এভিনিউর মাঝখানে একটি সিংগেল ফ্যামিলি বাড়ি কিনে মসজিদের কার্যক্রম শুরু হলেও কখনোই আনুষ্ঠানিক কোন তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। মসজিদের ছাদ ও বাথরুম মেরামত, সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম এবং সর্বোপরি, মসজিদের কর্জে হাসানা ঋণ পরিশোধের জন্য এই ফান্ড রেইজিং ডিনার আয়োজন করা হয়। ১৫০,০০০ ডলারের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মাত্র অর্ধেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। নগদ, চেক ও অনলাইনে প্রাপ্ত মোট দানের পরিমাণ প্রায় ৪২ হাজার ডলার, বাকী সবই বকেয়া বা কমিটমেন্ট। এই ফান্ড রেইজিং ডিনারে যে সমস্ত ব্যাক্তি এ প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে এসেছেন, মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। যাঁরা কমিটমেন্ট করেছেন তারা দয়া করে জরুরি ভিত্তিতে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ রইল। আর যারা ব্যস্ততার কারণে আসতে পারেননি তাঁদেরকেও এগিয়ে আসার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আপনি চাইলে জেল, পেপাল ও রেফিতে দান করতে পারবেন। আপনার দান আয়করমুক্ত। দয়া করা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মসজিদ কমিটির সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিক নূরুল হক মসজিদের এই ফান্ড রেইজিং এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর আহ্ববানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার (লং আইল্যান্ড) মসজিদ বাইতুল মোকাররম (এস্টোরিয়া), মসজিদ আরাফা (জামাইকা), সিডিপেপ এর কর্ণধার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, নোয়াখালী সমিতির সফল সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে বাংলাদেশ সোসাইটির রুহুল-জাহিদ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহিদ মিন্টু, জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি, মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রিয়জন ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, রুহুল-জাহিদ প্যানেল পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ও কম্যুনিটি একটিভিস্ট সানি মোল্লা, সেলিম-আলী পরিষদের আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, হাসান ট্যাক্স এন্ড একাউন্টিং, মান্নান সুপারমার্কেট, সাগর চাইনিজ, আল-আকসা পার্টি হল, কম্যুনিটি বোর্ড মেম্বার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আহসান হাবীব, রিফাত চৌধুরী, মোঃ আজিজুর রশিদ, মোঃ আলম কবিরসহ ও আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ ও বিশেষ বক্তা ছিলেন মুফতি আব্দুল মালেক সাহেব। সভাপতিত্ব করেন মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সভাপতি জনাব নূরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ আমিরুল ইসলাম কমিটি ও কমিটির বাইরের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বিশেষ করে সাবেক সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক, ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য জনাব নজরুল আলম, তোফায়েল চৌধুরী, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ও মোঃ মোজাম্মেল হক, কোষাক্ষ্য জনাব কাজী এম রশিদ, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোজাম্মল হক ও মোঃ আইউব খাঁন, আকবর স্বপ্ন, শেখ নূরুল ইসলাম, হাসান ট্যাক্স এন্ড একাউন্টিং এর মাহমুদ হাসান রনি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কম্যুনিটির চৌকশ সাংবাদিক সৌরভ ইমাম ও শাহ ফারুকসহ মিডিয়ার সবাইকে কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রপতি অপসারণ বিতর্কের অবসান!

(প্রথম পাতার পর)

আপাতত সাহাবুদ্দিনকেই পদে রেখে সংকট সমাধানের চিন্তা করা হচ্ছে। এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোও ভাবতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো চাইছে দেশে যাতে নতুন করে কোনো সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি না হয়। এ বিষয়ে সরকারকেও পরামর্শ দেয়া হয়েছে দলটির তরফে। বিএনপি'র সমমনা দলগুলোও এমন চিন্তা করছে। এ অবস্থায় পুরো বিষয় পর্যালোচনা করছে সরকার।

প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে দেয়ার বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দাবি জানিয়ে আসলেও গতকাল (বুধবার) তারা এ বিষয়ে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছে। ইস্যুটি এখন অনেকটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় হয়ে উঠেছে। সরকারের তরফেও বলা হয়েছে এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। এ ইস্যুতে বিএনপিসহ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেয়া বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হয় এমন কোনো উদ্যোগ চায় না। এ কারণে সাহাবুদ্দিনের বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এ ইস্যুতে গতকাল (বুধবার) বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বুধবার সকালে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও এ বিষয়ে বৈঠক করেন দলটির নেতারা। বৈঠক শেষে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, দেশে নতুন করে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হোক বিএনপি এমনটা চায় না। পতিত স্বৈরাচারের দোসররা যদি কোনো সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক সংকট তৈরি করার চেষ্টা করে, তাহলে গণতন্ত্রকামী ও আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করবো। বৈঠকে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি এমন এক সময় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছেন যখন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ দাবি জোরালো হচ্ছে। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছি কিনা এমন প্রশ্ন করা হলে বিএনপি নেতারা সরাসরি কোনো উত্তর দেননি।

তিনি বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদ এবং তাদের দোসররা নানা কৌশলে, নানাভাবে দেশে রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। আমরা মনে করি, দীর্ঘদিন লড়াই করে বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা যে পরিবর্তন অর্জন করেছি, এই পরিবর্তনের সুরক্ষা এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় করা দরকার। এখানে সব রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশার সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন, সবার দৃঢ়তর ঐক্য গড়ে তোলা দরকার। যাতে কেউ কোনোভাবে দেশে নতুন করে সাংবিধানিক সংকট কিংবা রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে না পারে, এভাবে সবাইকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

ওদিকে বুধবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রেসিডেন্ট পদে শূন্যতা এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টি করবে, সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করবে- এটা জাতির কাম্য নয়।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদ একটা সাংবিধানিক পদ। সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। এই পদে হঠাৎ করে পদত্যাগের মাধ্যমেই শূন্যতা সৃষ্টি হলে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রীয় সংকটের সৃষ্টি হবে। আর রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে যদি গণতন্ত্র উত্তরণের পথটা বিলম্বিত হয় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়- সেটা জাতির কাম্য হতে পারে না। সালাহউদ্দিন বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদের এবং তাদের দোসররা যাতে কোনো রকম ষড়যন্ত্র করে এখানে অন্য কিছুর পাঁয়তারা করতে না পারে, সেজন্য আমরা সবাইকে সজাগ থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আর আমরাও ঐক্যবদ্ধ আছি। ঐক্যবদ্ধভাবেই সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করবো। বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ বিষয়ে বলেন, বিকল্প তৈরি না করে এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা সমীচীন হবে না। তিনি বলেন, অপসারণের ফলে নানা ধরনের সাংবিধানিক সংকট হতে পারে। ওদিকে জামায়াতও এ বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। দলটির আমীর ডা. শফিকুর রহমান তার ফেসুবক পেজে প্রেসিডেন্ট তার অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মানবজমিন-এর সঙ্গে আলাপেও তিনি বলেন, বিষয়টি প্রেসিডেন্টকেই স্পষ্ট করতে হবে। গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না মানবজমিনকে বলেন, বিএনপি যেমন বলেছে, নতুন একটা সাংবিধানিক জটিলতা কিংবা বিতর্কের মধ্যে পড়ার আমাদের দরকার নেই। প্রেসিডেন্টের বিষয়টি যদি এতই গভীরতর হয় তাহলে সরকারের উচিত হবে সবগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলা এবং সেই কথার আলোকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যাতে এটাতে জাতীয় একটা ঐকমত্য প্রতিফলিত হয়। আমরা এর আগে যখন এরশাদকে বদলিয়ে সাহাবুদ্দীন সাহেবকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তখন এমনটাই করা হয়েছিল। আমি মনে করি, দেশের যত সমস্যা আছে, সেই সমস্যার পাশাপাশি এই সমস্যারও সমাধান করা যাবে এবং এটা আমাদের যাত্রাপথে বড় কোনো বিঘ্ন হবে না।

তিনি বলেন, সাংবিধানিক জটিলতা বাড়ানোর দরকার নেই, সমাধান হলো জাতীয় ঐকমত্য। যে ভুল তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) শুরুতেই করেছে সেটার কাফ্ ফারা দিতে পারবে না, যতদূর পারে সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে। গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, আমরা আলোচনা করি, প্রাথমিকভাবে মনে করি, সরকারের উচিত হবে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া। এটা একটা রাজনৈতিক ইস্যু, সাংবিধানিক নয়। প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে বলা হয়েছে যে, তিনি এটা বলেননি। ৫ আগস্ট তিনি আমাদের সামনে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা বলেছেন। তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণেও একই কথা বলেছেন। এখন তার এই বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি। এখন তার পদে থাকার বিষয়ে আমরা রাজনৈতিকভাবে আলোচনা করছি। আমরা মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত শিগগিরই এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ বলেন, প্রেসিডেন্টের দ্বিমুখী বক্তব্য জাতির সঙ্গে শঠতার শামিল। গণঅভ্যুত্থানে গঠিত নতুন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন মো. সাহাবুদ্দিন।

গতকাল (বুধবার) বিকালে পুরানা পল্টনে অবস্থিত আইএবি মিলনায়তনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, আমরা মনে করি, প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যের মাধ্যমে যে ধুম্রজাল তৈরি করেছেন তাতে এই পদে থাকার নৈতিকতা তিনি হারিয়েছেন। তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। নতুন একটা ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে যেহেতু সংসদ নাই সেহেতু এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে মতামত নিতে হবে। এর বাইরে বঙ্গভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করলে এবং প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে পদত্যাগের দাবি করলে সম্ভব হবে না। এটা রাষ্ট্রের জন্য শোভনীয়ও নয়। আমি মনে করি, অতি উৎ-সাহী আন্দোলনগুলো বন্ধ হওয়া দরকার এবং সরকারের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা প্রক্রিয়া বের করা দরকার।

প্রেসিডেন্টের থাকা না থাকা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত: নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার: মো. সাহাবুদ্দিন প্রেসিডেন্ট থাকবেন কি থাকবেন না, এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আইনি বা সাংবিধানিক কোনো প্রশ্ন নয়- বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। রাজনৈতিক সমঝোতা এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তিনি বলেন, এটি একেবারেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। গতকাল সচিবালয়ে সা-ংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন উপদেষ্টা নাহিদ। অন্তর্বর্তী সরকার একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে গঠিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সে সময় বিদ্যমান সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতিকে রেখেই সরকার গঠন করেছিলাম। কিন্তু যদি আমাদের মনে হয় এই সেটআপে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে অথবা জনগণ এই সেটআপে অসন্তুষ্ট, তাহলে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাববো।

প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হলে তা সাংবাদিকদের জানানো হবে। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপি প্রতিনিধিদলের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এমনটাই জানান তিনি। শফিকুল আলম বলেন, প্রেসিডেন্টকে অপসারণের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ ও আলটিমেটাম নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান তো আপনারা দেখছেন, যারা বিক্ষোভ করছে তারা যেন বঙ্গভবনের আশপাশ থেকে সরে যায় সেটার জন্য বলেছি। বঙ্গভবনের সিকিউরিটি বাড়িয়েছি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে চলমান সংলাপের অংশ হিসেবে বিএনপি'র সঙ্গে এ বৈঠক হয়েছে। কালকে উনারা জানিয়েছিলেন আজকে আসবেন। এর আগেও এরকম অনেক সংলাপ হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রচুর কথা হচ্ছে। এটার অংশ হিসেবে আজকে বিএনপি'র সঙ্গে কথা হয়েছে। কোনো অগ্রগতি হলে আপনারা জানবেন। প্রেসিডেন্ট ইস্যুতে বিএনপি'র সঙ্গে কী কথা হয়েছে জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, বিএনপি তো বের হয়ে আপনাদের ব্রিফিং করেছে, সেটা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, আমাদের তরফ থেকে আমরা একই কথা বার বার বলছি যে, রাজনৈতিক দল আমাদের অংশীজন তাদের সঙ্গে আমাদের অনেকগুলো সংলাপ হচ্ছে, এটা চলমান ডায়ালগ, সেটার অংশ। যদি কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হয় সেটা আমরা জানিয়ে দেবো। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার অসুস্থতার গুজব নিয়ে তিনি বলেন, আমরা প্রচুর কল পেয়েছি, প্রফেসর ইউনূসের স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকে ইনকোয়ারি করেছেন। আমরা জানাতে চাই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো আছেন। প্রতিদিনই তিনি মিটিং করেন, তার ছবি দিচ্ছি আমরা। কালকেও অনেকগুলো মিটিং করেছেন। আজকেও তিনি বিএনপি'র সঙ্গে মিটিংয়ে ছিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৪
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর, রবিবার ২০২৪
সেলিম-আলী পরিষদের
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR SALIM-ALI PANEL
সাংগঠনিক ও পেশাগত দক্ষতাঃ
সিইও এবং প্রেসিডেন্ট ডি কে ওয়ান ডেভলপার
সাবেক চেয়ারম্যান ডিউক গিফ্ট সপ, ম্যানহাটন (১৯৯৩-২০১৬)
সাবেক সাধারণ সম্পাদক (নির্বাচিত) ও সহ-সভাপতি জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
ডাইরেক্টর বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটি
কার্যকরী সদস্য জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন
সদস্য লায়ন্স ক্লাব
আজীবন সদস্য মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজীক্যাম্প)
সম্মাননাঃ
সাইটেশন, নিউইয়র্ক সিটি গর্ভনর
বেস্ট বিজনেস এওয়ার্ড, বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল
A7
PLEASE VOTE FOR
DUKE KHAN
ORGANIZING SECRETARY
ডিউক খান-কে
আপনাদের মুল্যবান ভোট দিন
A2
A3
A5
A6
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমেরিকা থেকে কানাডা গেছেন সেনাপ্রধান

ঢাকা : সরকারি সফরে আমেরিকা থেকে কানাডায় গেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বুধবার (২৩ অক্টোবর) সেনাপ্রধানের সফর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে ১৫ অক্টোবর সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উদ্দেশে দেশত্যাগ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

ওই সময় আইএসপিআর জানায়, সফরকালে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের বিবেচনায় জাতিসংঘ সদর দপ্তর, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। সফর শেষে সেনাবাহিনী প্রধান আগামী ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

এবিসিসিআই'র কমিটি গঠন

(শেষ পাতার পর)

আসছে। সম্প্রতি গঠিত সংগঠনের নতুন কমিটির উদ্যোগে আগামী ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার বনানীস্থ হোটেল শেরাটনে বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনার'র আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। গত ১৬ অক্টোবর বুধবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে এবিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে নতুন কার্যকরী কমি-টির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে উপস্থিত কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

সংগঠনের ২১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল, সেক্রেটারী ফাহাদ সোলায়মান এবং কোষাধ্যক্ষ বিলাল চৌধুরী। ৪৫ পরিচালনা পর্ষদ কর্মকর্তাদের মাঝে রয়েছেন চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, হাসানুজ্জামান হাসান, আহমেদুল কবির বারো ভুইয়া, আজিজ আহমেদ, আবু হানিপ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, জাকারিয়া মাসুদ জিকো, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, তারেক হাসান খান, মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূইয়া (শিশির), শাহরিয়ার রহমান, জাহিদ মিন্টু, একেএম ফজলুল হক, শাহ জে চৌধুরী, মোস্তাক আহমেদ, আতিকুল ইসলাম জাকির, আকিব হোসেন, মো: খালেক, মোঃ খলিলুর রহমান প্রমুখ।

গিয়াস আহমেদ আরো জানান, আমাদের সংগঠনটি পূর্ব থেকেই কার্যক্রম করলেও এ বছরের ফোবানা আয়োজনের পর থেকে সংগঠনটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছে। নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীদের নিয়ে পূর্বে সংগঠনের কমিটি গঠিত হলেও, এবার অন্যান্য স্টেটের ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করে একটি শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের শিকারদের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার 'জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন'র তহবিলে ১ কোটি টাকা অনুদান দেয়ার ঘোষণা করা হয়।

ঢাকার শেরাটন হোটেলে বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারে আমাদের লক্ষ্য হলো, ব্যবসায়িক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। অন-াবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সেতু ও সংযোগ তৈরি করা।আমরা বাংলাদেশেও এবিসিসিআই'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। এবিসিসিআই'র নতুন কার্যকরী কমিটির প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল বলেন, বর্তমান কমিটির নেতৃত্বে 'আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই) সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী সংগঠন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের প্রচেষ্টায় আমেরিকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একটি যোগসূত্র তৈরি করতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। নভেম্বরে লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়টে নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন করা হবে।সংগঠনের নতুন সেক্রেটারি ফাহাদ সোলায়মান বলেন, প্রবাসে থাকলেও আমাদের মন এবং মননে সব সময় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সাাথে বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কিং সমৃদ্ধ করার আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংগঠনের অন্যতম ডিরেক্টর এন-ামুল হক এনাম জানান, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দুতাবাস কর্মকর্তা ও মিডিয়া কর্মীরা এই বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারে উপস্থিত থাকবেন। ২৩ ডিসেম্বরের ঢাকার বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারের মাধ্যমে আমরা নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবো।

এবিসিসিআই'র ট্রেজারার বিলাল চৌধুরী বলেন, ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার 'জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন'র তহবিলে ৫ হাজার ডলার করে অর্থ প্রদান করেছেন। যার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার ডলার। আমরা এক কোটি টাকা বাংলাদেশের নতুন সরকারের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবো। প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মাঝে বক্তব্য রাখেন আনিসুল কবির জসির, জাকারিয়া মাসুদ জিকো, নূর আমিন, নুরুল আজিম, রিফাতি ফারুক,আলমগীর খান আলম, আতিকুল ইসলাম জাকির, মফিজুর রহমান, শাহ জে চৌধুরী, আসলাম হোসাইন প্রমুখ।

জাতিসংঘে স্থায়ী মিশনে সালাহউদ্দিন নোমানের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক

(শেষ পাতার পর)

২০ অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছে। তবে সালাহউ-দ্দিন নোমানের নিয়োগ নিয়ে সোস্যাল মি-ডিয়ায় বেশ বিতর্ক চলছে।

রাষ্ট্রদূত নোমান চৌধুরী ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগদান করেন। কূটনৈতিক জীবনে চৌধুরী নয়াদিল্লি, ইসলামাবাদ এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। বিসিএস (পররাষ্ট্র ক্যাডার) ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন নোমান ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর থেকে নেপালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০১৪-২০১৭ সাল পর্যন্ত দিল্লির বাংলাদেশ মিশনে ডেপুটি হাইকমিশ-নার ছিলেন। কিন্তু বহুপাক্ষিক বিষয়ে অদক্ষ হওয়ায় এবং জতিসংঘের একটি গুরুত্তপূর্ণ মিটিংয়ে একটি প্রতিবেশি দেশের পক্ষে ভোট দেওয়ায় তৎকালিন স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমত জাহান নোমানকে জাতিসংঘ মিটিংয়ে অংশগ্রহন থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে বিরত রাখেন এবং তাকে অনতিবিলম্বে নিউইয়র্ক মিশন থেকে প্রত্যাহার করতে বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে । মন্ত্রনালয় স্থায়ী প্রতিনিধির পরামর্শ অনুযায়ি তাকে তৎক্ষনাৎ জাতিসংঘ মিশন থেকে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বদলি করে। সেই বহুল সমালোচিত অফিসারকে পুনরায় নিউইয়র্ক মিশনে পোষ্টিং দেয়াতে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নিউইয়র্কের প্রবাসি বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চর হয়েছে।

কাজের মেয়ের হাতে গৃহকর্ত্রী ও দুই মেয়ে খুন- মধ্য আশির দশকে এটি ছিল ঢাকা শহরের টক অব দি টাউন। তখনকার দিনে অভাবিত এ ঘটনাটি পুরো দশক জুড়ে গোটা দেশে ছিল আলোচিত। সেই ঘটনায় সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী জড়িত বলে জানা গেছে। প্রফেসর ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের অস্থিতিশিলতার সুযোগ নিয়ে এই ধরণের বিতকিত পদায়ন বিপদজনক পরিনতি ডেকে আনবে । ইতোমধ্যে পোল্যান্ডে একজন বির্তকিত রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়ার পর জনগনের প্রতিবাদের মুখে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। নোমানের ব্যাপারেও নিউইয়র্ক বাসিরা বৈষম্যবিরধী আন্দোলনের স্থানীয় সমন্বয়কদের নেতৃত্বে মিশন ঘেরাও সহ অন্যান্য কর্মসূচি দিতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে নাকি এখনই এই বিতর্কিত ব্যাক্তিকে প্রত্যাহার করবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ইউএসএ আওয়ামী ফোরামের সভাপতি মিলন সাধারণ সম্পাদক হাসান

হাকিকুল ইসলাম খোকন, বাপসনিউজঃ নিউইয়র্কের এষ্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টে বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ'র নির্বাচনী আলোচনা সভা গত ১৩ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ সভাপতি হারুন অর রশীদ এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসাইন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ'র উপদেষ্টা সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ উপদেষ্টা টি. মোল্লাহ।

সভায় বক্তাগণ নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪-২৬ মেয়াদের জন্য ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি আবুল বাসার মিলন এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সিনিয়র সহ সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সহ সভাপতি আবুল এইচ হাবিব,ফারুক হোসাইন, কাজী সফিকুল ইসলাম, এমএন জিন্নাত, নিলুফার রশিদ, সবিতা দাস, সহ সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক রুবেল,রমজান আলী,শান্তি রঞ্জন শীল,ক বির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল হক বিপ্লব, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুর রহমান, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সদস্য আজহারুল ইসহাক খোকা, আমিনুল ইসলাম, আনিসুর রহমান সেন্টু, ইসহাক ভুইয়া, মাসুদ ভুইয়া। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা হারুন অর রশীদ, উপদেষ্টা টি. মোল্লাহ, সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, আকতার হোসেন, সাংবাদিক হেলাল মাহমুদ। উল্লেখ্য, পূর্ণাঙ্গ কমিটি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে গঠন করা হবে বলে জানান হয়েছে।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

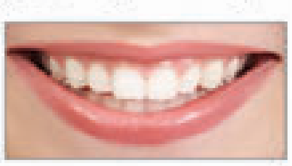

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

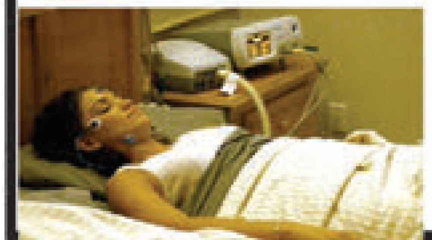

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
● ওমরাহ প্যাকেজ
● ওমরাহ ভিসা
● হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
● মোয়াল্লেম
Emirates
SAUDIA
QATAR AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা
INDIAN VISA
SALE
718-721-2012
IATA
APPROVED
নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
2578 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com
WE'RE ON facebook

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

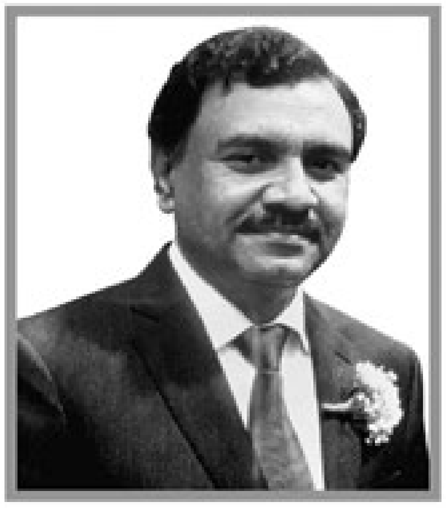

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

পরিচয় গোপন করে পাসপোর্ট নেন ডিবি হারুন

(প্রথম পাতার পর)

মতোই পরিচয় আড়াল করে বেসরকারি পাসপোর্ট নিয়েছেন আলোচিত ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশিদ ওরফে 'ডিবি হারুন'। নিয়মানুযায়ী তার অফিশিয়াল পাসপোর্ট পাওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তিনি সাধারণ পাসপোর্ট নেন। জালিয়াতির মাধ্যমে নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল অফিস থেকে পাসপোর্ট নেন হারুন। সূত্র জানায়, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর হারুনের পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসে। এরপর দ্রুততম সময়ে ঘটনার অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে পাসপোর্ট অধিদপ্তর। ইতোমধ্যে হারুনের পাসপোর্ট আবেদন সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র বিশেষভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নিরূপণের চেষ্টা চলছে। জানা যায়, হারুন অর রশিদ ২০১২ সালে তার পুরোনো পাসপোর্ট বদলে নতুন এমআরপির (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) আবেদন করেন। ১৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার আবেদন জমা করা হয়। এ সময় তিনি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় আড়াল করে সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করেন। কিন্তু যথাযথ যাচাই ছাড়াই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মাত্র ৩ দিনের মধ্যে তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়। ১৯ এপ্রিল তিনি ৫ বছর মেয়াদি সাধারণ পাসপোর্ট (এসি ৫২৩১৪৬৯) হাতে পান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাসপোর্ট কর্মকর্তা বলেন, ২০১২ সালে বিএনপি নেতা জয়নুল আবদীন ফারুককে পেটানোর ঘটনায় হারুনের নাম দেশজুড়ে আলোচনায় উঠে আসে। ঘটনার পরপরই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। পরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসাল অফিস থেকে তিনি সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন জমা দেন। এ সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন করেন। আবেদন ফরমে পেশার ঘরে লেখেন অন্যান্য। অর্থাৎ তিনি সরকারি চাকরিজীবী নন।

সূত্র জানায়, সাবেক হুইপ ফারুককে পেটানোর ঘটনায় তিরস্কার বা শাস্তির বদলে তৎকালীন সরকার হারুনকে পুরস্কৃত করে। এমনকি তাকে পুলিশের বীরত্বসূচক পিপিএম পদক দেওয়া হয়। একপর্যায়ে হারুন অনেকটা বীরের বেশে দেশে ফেরেন। এরপর ২০১২ সালে তিনি নতুন করে ফের অফিশিয়াল পাসপোর্টের আবেদন জমা দেন। ২৯ আগস্ট তার নামে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। সূত্র বলছে, রহস্যজনক কারণে ২০১৭ সালে ফের তিনি অফিশিয়াল পাসপোর্ট বদলে সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করেন। তৎকালীন গাজীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) থাকা অবস্থায় তিনি পাসপোর্টের গাজীপুর অফিসে আবেদন জমা দেন। কিন্তু যথাযথ যাচাই ছাড়াই আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়। অথচ অফিশিয়াল পাসপোর্ট থেকে সাধারণ বা সাধারণ থেকে অফিশিয়াল পাসপোর্টে রূপান্তরে কড়া বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু হারুনের ক্ষেত্রে এসব নিষেধাজ্ঞা তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
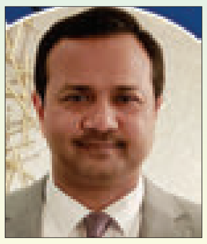
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

বাংলাদেশ সোসাইটির আলোচিত নির্বাচন রোববার

(শেষ পাতার পর)

এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। জ্যামাইকা থেকে ম্যানহাটান আর ব্রুকলীন থেকে ব্রঙ্কস মাঝে ওজনপার্ক, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস প্রভৃতি এলাকায় দিন-রাত ছলছে উভয় প্যানেলের নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা। তবে সন্ধ্যাপর থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত জমে উঠছে নির্বাচনী সভা, বৈঠক। পাশাপাশি চলছে রং বে রং-এর পোস্টারিং আর স্ট্রীট জনসংযোগ। চলছে সর্বশেষ সভা-সমাবেশ। কোথাও কোথাও নির্বাচনী সমাবেশ 'জনসভায়' রূপ নিচ্ছে। গত ১৯ অক্টোবর, শনিবার সন্ধ্যায় 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল ব্রুকলীনের রাজপথে প্যান্ডেল তৈরী করে দেশীয় স্টাইলে সোসাইটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'নির্বাচনী জনসভা' করেছে। যা অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছে। শীতের ঠান্ডা উপক্ষো করে এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর অংশগ্রহণ ছিলো লক্ষণীয়।

নির্বাচন বিষয়ে প্রধান জামাল আহমেদ জনি ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, ৫টি ভোট কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হবে। কুইন্সে একাধিক ভোট কেন্দ্র ছাড়াও ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস আর ওজনপার্কে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, অতীতের মতো এবারের নির্বাচনও 'ফ্রি এন্ড ফেয়ার' হবে। এজন্য কমিশন সকল প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। চলছে পুলিং কর্মকর্তা নিয়োগ সহ অন্যান্য প্রস্তুতি। সবমিলিয়ে বলতে পারি সকল প্রস্তুতি-ই সম্পন্ন। উল্লেখ্য, ৭ সদস্যের কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল হাকিম মিয়া, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান বাদল ও আহবাব চৌধুরী খোকন।

উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে সোসাইটির ভোটার ছিলেন ২৭ হাজার ৫৫০জন। অতীতের মতো এবারের নির্বাচনেও বৃহত্তর সিলেটবাসী ও নোয়াখালীবাসী ছাড়াও চাঁদপুরবাসী, চট্টগ্রামবাসী ও মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরবাসী সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনগুলো নেপথ্যে ভূমিকাও গণ্য হচ্ছে। ফলে সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে দৃশ্যত বিভক্ত হয়ে পড়েছে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। সেই সাথে চলছে পাল্টাপাল্টি সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা আর পরষ্পর বিরোধী প্রচারণা।

সোসাইটিতে পরপর দুইবারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল। সোসাইটির বর্তমান সভাপতি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া সহ সোসাইটির বর্তমান, সাবেক কর্মকর্তা ও নতুন মুখ নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল।

'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল

'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সিনিয়র সহ সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ সভাপতি- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- জাহিদ মিন্টু, সহ সাধারণ সম্পাদক- সরওয়ার খান বাবু, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ এস সাদী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মনিকা রায় চৌধুরী, সমাজসেবা সম্পাদক- নাদির আহমেদ আইয়ুব, সমাজসেবা সম্পাদক- রোমানা আহমদ, ক্রিড়া সম্পাদক ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আলমগীর হোসেন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- শাহনাজ হোসেন। কার্যকরি কমিটির সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন- মোহাম্মদ রব মিয়া, মোহাম্মদ তাজু মিয়া, এমডি এন ইসলাম, রফিকুল ইসলাম ডালিম ও সাইফুল ইসলাম। পরিচয় পর্ব শেষে সকল প্রার্থী অতি সংক্ষেপে নিজেদের নাম ও পরিচয় তুলে ধরেন। এই প্যানেলের ট্রাম্প কার্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে তিন নারী প্রার্থীকে। এদের মধ্যে সমাজসেবা সম্পাদক রোমানা আহমদ হচ্ছেন বাংলাদেশ সোসাইটির মরহুম সভাপতি কামাল আহমেদের কন্যা।

নির্বাচন প্রসঙ্গে রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও জাহিদ মিন্টু বলেন, সবার সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান 'বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন ও কমিউনিটি সেন্টার' প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

অপরদিকে বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে 'সেলিম-আলী' প্যানেল। এই প্যানেলেও রয়েছে সোসাইটির বর্তমান, সাবেক কর্মকর্তা ও নতুন মুখ।

'সেলিম-আলী' প্যানেল

'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজজামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশরাফ আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- হাসান জিলানী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ সাদিক, আবুল কাশেম চৌধুরী, মনসুর আহমেদ, আল হারুন, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী ও হাসান খান।

নির্বাচন প্রসঙ্গে আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির নির্বাচনে আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের সাথে সোসাইটির সেতু বন্ধন সুদৃঢ় করে গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা।

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ১০ ব্যাংকে নতুন এমডি নিয়োগ

(প্রথম পাতার পর)

অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেপলমেন্ট ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংক- এ রাষ্ট্রায়ত্ত ১০ ব্যাংকে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেপলমেন্ট ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকে চুক্তিভিত্তিক নতুন এমডি ও সিইও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এ চার প্রতিষ্ঠানে এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়ে। উপব্যবস্থাপনা (ডিএমডি) পরিচালক থেকে এমডি পদে পদোন্নতি ও পদায় দিয়ে সোমবার (২১ অক্টোবর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জরি করা হয়েছে। আর বাকি ৬ ব্যাংকের এমডি নিয়োগের সুপারিশ করে পরিচালনা পর্ষদকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এমডি মো. শওকত আলী খান। জনতা ব্যাংকের ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদে নিয়োগ পেয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি মো. মজিবর রহমান। অগ্রণী ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যাংকটির সাবেক ডিএমডি মো. আনোয়ারুল ইসলাম। রূপালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদে নিয়োগ পেয়েছেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ডিএমডি মো. আ. রহিম। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এমডি ও সিইও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি মো. জসীম উদ্দিন এবং বেসিক ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদে নিয়োগ পেয়েছেন জনতা ব্যাংকের আরেক সাবেক ডিএমডি মো. কামরুজ্জামান।

এছাড়া সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি মীর মোফাজ্জল হোসেনকে আনসারি-ভিডিপি ব্যাংকের এমডি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি সালমা বানুকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের এমডি, সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি সঞ্চিতা বিনতে আলীকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এমডি এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি চানু গোপাল ঘোষকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি হিসেবে পদোন্নতি ও পদায়ন করা হয়েছে। এর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকে শেখ হাসিনা সরকারের সময় তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এমডি ও সিইওদের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে সরকার। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এসব ব্যাংকের এমডিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করতে চেয়ারম্যানদের চিঠি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। তারপর থেকে এসব ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদ শূন্য ছিলো। যোগাযোগ করা হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্ব পালন করা অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, ৪টি ব্যাংকের ডিএমডি-কে পদোন্নতি দিয়ে এমডি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। আর বাকি ৬টি ব্যাংকের এমডি নিয়োগের জন্য সুপরিশ করে ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এখন পরিচালনা পর্ষদ তাদেরকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেবেন।

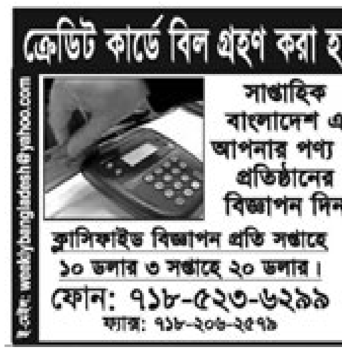

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

মধ্যপ্রাচ্য নীতি ডেমোক্রেটদের জন্য কাল হতে পারে

(শেষ পাতার পর)

আগেও পত্রিকাটি অনুরূপ জরিপ পরিচালনা করেছিল। তখন যে জরিপ চালানো হয়েছিল,তখন বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝে যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে বর্তমানে সেটি আদৌ নেই। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কারণে অনেক বাংলাদেশী ভোটাররা ভোটদানের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। টেলিফোনে ও ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত এবারের জরিপ পরিচালনা করেছেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর বিশেষ প্রতিবেদক মোহাম্মদ আজাদ। নিচে বাংলাদেশী ভোটারদের মতামত সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী: অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত এবং দলটির ডিষ্ট্রিক্ট লিডার। তিনি নিজে তার দলের পক্ষে নির্বাচনী কর্মতৎপরতায় ব্যস্ত। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে নির্বাচনে তার দলের প্রার্থী কমালা হ্যারিসই জয়ী হবেন।

মোর্শেদ আলম: মোর্শেদ আলম নিউইয়র্ক স্টেটের সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি সরাসরি বলেন যে তিনি কামালা হ্যারিসকেই ভোট দেবেন। তার মতে 'আমি এবং আমরা তো এদেশে মাইনরিটি। কমালাও একজন মাইন-রিটি কমিউনিটির সদস্য। তিনি আমাদেও কথা যতটা ভাববেন, মেজরিটিরা তা ভাববে না। আমি সবসময় মাইনরিটি কমিউনিটির ভোটারদের অনুরোধ করব কামালা হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার জন্য।

গিয়াস আহমেদ: গিয়াস আহমেদ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির একজন পরিচিত মুখ। তিনি বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এবং ব্যবসায়ী। তিনি ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমকেয়ারের চেয়ারম্যান ও সিইও। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি ৫ নভেম্বর কাকে ভোট দিতে যাচ্ছেন। উত্তরে তিনি বলেন, কাকে ভোট দেব, এটা এখনো বলতে পারছি না। ভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যার দিক থেকে ইহুদিদের চেয়ে মুসলমানরা বেশি। কিন্তু এখানকার ইহুদিরা আমেরিকার নির্বাচনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড ঐক্য, যা মুসলমানদের মধ্যে নেই। মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো, তাহলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিরাট ফ্যাক্টর হতে পারতো।

ড. আবু জাফর মাহমুদ: বাংলা সিডিপেপ এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদকে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি বলেন, আমি কামালা হ্যারিসকে ভোট দেব। কেন তাকে ভোট দেবেন সেই যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, কামালা হ্যারিস সকল জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপারে সহনশীল। এছাড়া তিনি মেডিকেইড-মেডিকেয়ারসহ হোমকেয়ারের বিষয়টি সহজলভ্য করে দেবেন বলে আমরা মনে করি।

মির্জা আবু জাফর বেগ: নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় মসজিদ জ্যামাইকা মুসলি সেন্টারের ইমাম ও বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুপরিচিত। তিনি এবার কাকে ভোট দেবেন জানতে চাওয়া হলে বলেন, প্রার্থীদের মধ্যে একজন মন্দ এবং একজন মন্দের ভালো। আমরা তো ইমিগ্রান্ট। ইমিগ্রান্টদের জন্য মন্দের ভালোটাই বেছে নেয়া উত্তম বলে আমি মনে করি। মন্দের ভালো হিসেবে আমি কামালা হ্যারিসকে বেছে নেব।

মোহাম্মদ তুহিন: মোহাম্মদ তুহিন একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তার কাছেও জানতে চাওয়া হয়েছিল যে তিনি কাকে ভোট দেবেন। তিনি বলেন, দেখুন, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ট্রাম্প আবারও ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্ম মধ্যপ্রাচ্যে গণহত্যার জন্য ডেমোক্রেটদের উপর ক্ষুব্ধ। ট্রাম্প ছাড়া অন্য যেকোনো রিপাবলিকানকে ভোট দিতে আমার আপত্তি নেই। আমি ট্রাম্পকে ভোট দিতে পারি না।

এম এ সালাম: নব্বইয়ের দশকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজ-নীতিতে এম এ সালাম অত্যন্ত সরব ছিলেন এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট। ভোট কাকে দেবেন জানতে চাওয়া হলে তিনি সরাসরি বলেন যে তিনি কমালা হ্যারিসকে ভোট দেবেন। তিনি বলেন, আমাদের মতো মাইনরিটি বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ডেমোক্রেটদের পলিসিই উত্তম বলে মনে করি। অপরদিকে ট্রাম্প আমেরিকান ধনী ওবণিক শ্রেনির প্রতিনিধি। তার কথা হচ্ছে তেলা মাথায় আরো তেল দাও। ট্রাম্পের ট্যাক্স কাট ধনাঢ্যদের আরো ধনী করবে।

এম ডি আলী রেজা: আলী রেজা একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি বস্টনে বাস করেন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে নির্বাচনে তিনি কাকে ভোট দেবেন। উত্তরে তিনি বলেন যে এখনও তিনি স্থির করেননি যে কাকে ভোট দেবেন। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো কমালাকেই দেয়া হতে পারে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালাজি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আরব-আমেরিকানদের মধ্যে এগিয়ে ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

ভোটারদের বেশ ভালো প্রভাব আছে। গাজা যুদ্ধের কারণে এসব ভোটারের সমর্থন আদায়ে পিছিয়ে পড়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। আরব নিউজ ও ইউগভ গত ২১ অক্টোবর একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে দেখা গেছে, আরব-আমেরিকান ভোটারদের ৪৫ শতাংশ ট্রাম্পকে সমর্থন দিচ্ছেন। আর ৪৩ শতাংশ সমর্থন দিচ্ছেন কমলা হ্যারিসকে। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর দুই সপ্তাহ পরই দেশটির ভোটাররা পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরাসরি কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের রায় দেবেন। ওই জরিপে দেখা গেছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের প্রশ্নেও কমলা হ্যারিসের তুলনায় এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। এ ক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ ট্রাম্পের পক্ষে আর ৩৩ শতাংশ কমলার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত সফলভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের প্রতি বেশি আস্থা রাখছেন ভোটাররা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে কে বেশি ভালো করবেন-জরিপের এমন প্রশ্নে দুই প্রার্থীই ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আরব-আমেরিকানদের কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় কোনটি। এ ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতকে বেছে নিয়েছেন। ২১ শতাংশ বলেছেন অর্থনীতি ও জীবনযাপনের ব্যয়ের কথা। আর ১৩ শতাংশ বেছে নিয়েছেন বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিষয়টি। জরিপের তথ্যমতে, আরব-আমেরিকানদের মধ্যে ট্রাম্প এগিয়ে থাকলেও ইসরায়েলের বর্তমান সরকারের প্রতি কমলা হ্যারিসের তুলনায় তাঁর সমর্থনই বেশি। গাজা যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নির্বাচনে জয়ের আশাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে বলে ওই জরিপে ডেমোক্র্যাটদের সতর্ক করা হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে আরব-আমেরিকান ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত অন্য একটি জরিপে দেখা গেছে, আরব-আমেরিকানদের সমর্থন আদায়ে ট্রাম্প ও কমলার অবস্থান প্রায় কাছাকাছি। ৪২ শতাংশ ভোটার ট্রাম্পকে ও ৪১ শতাংশ ভোটার কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করছেন। ওই জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের প্রতি আরব-আমেরিকানদের যতটুকু সমর্থন ছিল, সে তুলনায় এ বছর কমলার হ্যারিসের প্রতি তাঁদের সমর্থন ১৮ পয়েন্ট কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রের দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো ভোটের ফলাফল নির্ধারণে বড় প্রভাব রাখবে। এসব রাজ্যের একটি মিশিগান। সংখ্যায় বেশি হওয়ায় সেখানকার আরব-আমেরিকান ভোটারদের কমলা হ্যারিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচনী সমাবেশ

(শেষ পাতার পর)

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘সেলিম-আলী’ পরিষদ। নিউইয়র্ক সিটির গুলশান ট্যারেসে গত ২০ অক্টোবর রোববার রাতে অনুষ্ঠিত প্যানেলটির সর্বশেষ নির্বাচনী সমাবেশে কর্মী-সমর্থকদের সবাইকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্যানেলের সকল প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজের সভাপতিত্বে এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা আহসান হাবীবের যৌথ পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আজমল হোসেন কুনু।

বিশেষ অতিথি ও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক উপদেষ্টা আলী ইমাম শিকদার, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সাবেক কর্মকর্তা কাজী আজহারুল ইসলাম মিলন, আকতার হোসেন, সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুর হাসান, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ছদরুন নূর, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মোসাব্বির, রাজনীতিক আব্দুল হাসিব মামুন, শেখ আতিকুল ইসলাম, আব্দুর রহমান, এবাদ চৌধুরী, কবি-গীতিকার গৌস খান, সাঈদ তারেক, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী, ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মাহবুব আলম, সাবেক আহ্বায়ক জুনেদ চৌধুরী, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মকবুল রহিম চুনই, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আবু নাসের, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবিব, শামস উদ্দিন, গহর কিনু চৌধুরী, আমীন মেহদৌ বাবু, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, রেজাউল আলম অপু, জাহাঙ্গীর সরকার, ইশতিয়াক রুমী, কাজী আসাদ উল্লাহ, হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

সমাবেশে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সমাজ কল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী জামিল আনসারী। এছাড়াও পবিত্র গীতা ও বাইবেল থেকেও পাঠ করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ বলেন, আমি দীর্ঘ্যদিন কমিউনিটি সেবায় নিয়োজিত। কোন দিন কারো কাছে কিছু চাইনি। কমিউনিটির কাছে এখন আমার একটি মাত্র চাওয়া। তা হচ্ছে সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন। এ জন্য সবার সহযোগিতা ও ভোট চাই।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আজমল হোসেন কুনু ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের সকল প্রার্থীকে যোগ্য পার্থী হিসেবে উল্লেখ করে তাদের নির্বাচিত করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বক্তারা ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল নির্বাচিত হলে মূলধারায় সহযোগী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা সহ কমিউনিটিকে কাঙ্খিত লক্ষে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সোসাইটিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে একমাত্র সক্ষম প্যানেল নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল। সোসাইটিকে গণ মানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের বিকল্প নেই।

সমাবেশে কর্মী-সমর্থকদের সকল ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী হবে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল। বক্তারা বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ কার্যকর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেবেন এ প্রত্যাশা সকলের। এ প্যানেল নির্বাচিত হলে অনিয়ম-দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ সোসাইটি হবে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কোটি টাকার স্পন্সর পেলো বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৯৮৫-৮৬ মৌসুমের পর এবার প্রথমবারের মতো ঢাকা প্রথম থেকে তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেটে স্পন্সর পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গত ২২ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি জানায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেটের জন্য ১ কোটি টাকার বিনিময়ে স্পন্সর হয়েছে মেঘনা ব্যাংক। কয়েকদিন আগে ২ কোটি টাকায় জাতীয় ক্রিকেট লীগের স্পন্সর হয় মধুমতি ব্যাংক। অথচ গত মৌসুম পর্যন্ত মাত্র ২০ লাখ টাকাতেও জাতীয় ক্রিকেট লীগের স্পন্সর নিয়েছে বিসিবি। এবার এক লাফে সেটা বেড়ে গেল কয়েকগুণ। স্পন্সর ঘোষণা অনুষ্ঠানে বিসিবি'র পরিচালক ফাহিম সিনহা, মেঘনা ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিমিওয়া সাদাত এবং ব্যাংকটির মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান মোয়াজ্জম হোসেন জুয়েল উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২৫শে অক্টোবর থেকে শুরু হবে ঢাকা তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগ। শেষ হবে ২০শে নভেম্বর। ২০টি দলের এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ হবে ১২৪টি। খেলা হবে পিকেএসপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মিরপুর সিটি ক্লাব গ্রাউন্ড ও নারায়ণগঞ্জে। আর দ্বিতীয় বিভাগ লীগ শুরু হবে ২০শে নভেম্বর, শেষ হবে ১০ই জানুয়ারি। ২৪ দলের এই লীগে ম্যাচ হবে ১৬৮টি। আগামী বছরের ২৫শে জানুয়ারি পর্দা উঠবে প্রথম বিভাগের। ২০ দলের অংশগ্রহণে এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ হবে ১২৪টি। একই অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে ফাহিম সিনহা ডিপিএল টিভিতে দেখানোর ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'আমরা এটা (লাইভ সম্প্রচার) নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি। এবার ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ লাইভ টেলিকাস্টে যাচ্ছি। তবে একটা চ্যানেল তো আর ৪টি ম্যাচ দেখাতে পারবে না একসঙ্গে। সেক্ষেত্রে বাকি ৩টি ম্যাচ আমরা লাইভ স্ট্রিমিং করবো। তবে ব্রডকাস্টিংয়ের মান একই থাকবে।'

স্পোর্টস ডেস্ক : আল হিলালের মূল একাদশে জায়গা পাননি নেইমার। নেমেছেন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে। কিন্তু তাতে কী! ভক্ত-সমর্থকদের চোখ তো ছিল তাঁর ওপর। ৩৬৯ দিন পর মাঠে ফিরে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেটা দেখতেই অপেক্ষায় ছিলেন অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী। হাজ্জা বিন স্টেডিয়ামে গত রাতে নেইমারের আল হিলাল এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলেছে আল আইনের বিপক্ষে। ৭৭ মিনিটে আল হিলালের মিডফিল্ডার নাসের আল দাওসারির বদলি হিসেবে নামেন নেইমার। বদলি হিসেবে নেমে তিনি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন ৮৮ মিনিটে। আলেক্সান্দার মিত্রোভিচের পাস রিসিভ করে আল আইনের লক্ষ্য বরাবর শট নিলেও নেইমার ঠিকমতো লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। এখানে নেইমারের গোলটা আল আইন গোলরক্ষক খালিদ এইসা প্রতিহত করেন দারুণভাবে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১৬ মিনিটেও গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন নেইমার। তবে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড ম্যাচে একটা গোলও করতে পারেননি। নেইমারের ফেরার ম্যাচে হয়েছে গোলবন্যা। ৯ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে আল হিলাল, আল আইন দুই দলই হ্যাটট্রিক করেছে। আল হিলাল ৫-৪ গোলে হারিয়েছে আল আইনকে। আল হিলালের ফরোয়ার্ড সালেম আল দাওসারি হ্যাটট্রিকের প্রথম গোলটি করেন প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ের ৫ মিনিটে। দাওসারি নিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল করেন ৬৫ ও ৭৫ মিনিটে। আল আইনের হ্যাটট্রিক করা ফুটবলার সুফিয়ান রাহিমি। ৩৯ ও ৬৭ মিনিটে নিজের প্রথম গোল দুটি করেন রাহিমি।আল আইন ফরোয়ার্ড হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে।

কমনওয়েলথ গেমসে থাকছে না ক্রিকেট, হকিসহ ৯ খেলা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ডিসিপ্লিন বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই গেমসের ডিসিপ্লিনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সে তালিকায় ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টনসহ ৯টি খেলার নাম নেই। ২০২২ সালের বার্মিংহ্যাম গেমসে ১৯টি ডিসিপ্লিন থাকলেও এবার সে সংখ্যা নেমে এসেছে ১০-এ। আর ডিসিপ্লিনের সংখ্যা কমিয়ে আনায় উপমহাদেশের দেশগুলোর পদক জয়ের সম্ভাবনা কমে যেতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া শহরে; কিন্তু তারা জানিয়ে দেয় আর্থিক সমস্যার কারণে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব না। যে কারণে, ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের সুযোগ পায় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো। ১২ বছর পর স্কটল্যান্ডের এই শহরে ফিরছে কমনওয়েলথ গেমস; কিন্তু মাত্র ১০ ধরনের খেলা আয়োজন করতে পারবে তারা। আর্থিক কারণেই কম খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে বাদ পড়েছে ক্রিকেট, হকির মতো খেলা। এছাড়া বাদ দিতে হয়েছে ব্যাডমিন্টন, শুটিং, কুস্তিও। এই খেলাগুলো থেকে ভারতেরই সবচেয়ে বেশি পদক জয়ের সম্ভাবনা ছিল। গ্লাসগোতে ২০২৬ সালে কমনওয়েলথ গেমসে যেসব ডিসিপ্লিন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স, ট্র্যাক সাইক্লিং, নেট বল, ভারোত্তোলন, বক্সিং, জুডো, বাস্কেটবল এবং লন বল খেলা হবে। মোট চারটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে খেলাগুলো। সাধারণত এই ধরনের গেমসগুলোতে খেলোয়াড় এবং স্টাফদের জন্য গেমস ভিলেজ থাকলেও গ্লাসগোতে সেটিও থাকছে না। খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের রাখা হবে হোটেলে।

টেস্টে বৈষম্য দূর করতে আইসিসির নতুন পরিকল্পনা

স্পোর্টস ডেস্ক : নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই দুবাইয়ে বোর্ড সভায় বসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। এই সভায় ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ টেস্টকে ঢেলে সাজাতে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা আইসিসির রয়েছে বলে জানা গেছে। আইসিসির ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শেষ হচ্ছে আগামী বছরের জুনে। লর্ডসের ফাইনাল শেষে দুই বছর মেয়াদী নতুন চক্র (২০২৫-২৭) শুরু হবে দ্রুতই। নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে কমপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে আইসিসির এক সূত্র জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে। কারণ ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া-ক্রিকেটের তিন মোড়ল যখন নিজেদের মধ্যে টেস্ট সিরিজ খেলে, তখন দুইয়ের বেশি ম্যাচ থাকে সিরিজে।যেখানে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু হয়েছে পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজ দিয়ে। এ বছরের শুরুতে ভারত-ইংল্যান্ড খেলেছে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত আবার খেলবে ৫ টেস্ট।

'তিন মোড়লের' মতো এক সিরিজে ৫ টা টেস্ট খেলার সুযোগ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলো পায় না বললেই চলে। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে আইসিসির এক সূত্র বলেছেন, 'কিছু দল যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা বেশির ভাগ সময় দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে। শুধুমাত্র ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘ সিরিজের টেস্ট খেলছে। টেস্টের প্রসারে এটা তেমন একটা উপকারী না।' টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সবাই সমান ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় না। সেক্ষেত্রে শতকরা হিসেবে পয়েন্ট টেবিলে অবস্থান ঠিক করে আইসিসি। এক ম্যাচ জিতলে পাবে ১২ পয়েন্ট। টাই ও ড্রয়ের জন্য পয়েন্ট ৬ ও ৪। পয়েন্ট বণ্টন পছন্দ হয়নি আইসিসির সেই সূত্রের, 'পয়েন্ট বণ্টনের ব্যাপারও খুবই দৃষ্টিকটু। সুপারিশগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে এমন বৈষম্য দূর করতে।'

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে বাংলাদেশেরও একজন

স্পোর্টস ডেস্ক : মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পেল নতুন চ্যাম্পিয়ন। দুবাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হলো নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা। কুড়ি ওভারের নবম বিশ্বকাপর সেরা একাদশ প্রকাশ করল আইসিসি।

একাদশে সুযোগ পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। দল ভালো না করলেও ব্যক্তিগত অর্জনে উজ্জ্বল ছিলেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয় বাংলাদেশ। তবে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১০ বছরের জয়ের গেরো খোলে তারা। দলগত পারফরম্যান্স ভালো না হলেও আইসিসি জ্যোতিকে রেখেছে উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে। বিশ্বকাপে চার ম্যাচে বাংলাদেশ অধিনায়ক করেছেন ১০৪ রান, গড় ৩৪.৬৬। উইকেটকিপার হিসেবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ৭টি ডিসমিসাল করেছেন জ্যোতি। এর মধ্যে ৬টি স্টাম্পিং ও একটি ক্যাচ।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় এশিয়া কাপ থেকে বাংলাদেশের বিদায়

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন কিছুতেই কাটাতে পারছে না বাংলাদেশ দল। বড়দের মতো ছোটদের অবস্থাও একই রকম। আর এই ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণেই এবার ইমার্জিং এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে বাংলাদেশ 'এ' দলকে। বাঁচা-মরার ম্যাচে শ্রীলংকা 'এ' দলের বিপক্ষে ১৬২ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ ম্যাচ হেরেছে ১৯ রানে। আর তাতে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের। জায়গা হয়নি সেমিফাইনালেও। অথচ, ফাইনালের স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছিল অধিনায়ক আকবর আলির দল। ম্যাচটিতে নাটকীয়তা হয়েছে ১৮তম ওভারে। লংকান পেসার এহসান মালিঙ্গার প্রথম বলে স্ট্রাইকে থাকা আবু হায়দার রনি ছয় হাঁকালেও, সেটিকে ডেড বল ঘোষণা করেন আম্পায়ার। যা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আপত্তি জানায় বাংলাদেশ দল। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সেই দাবি মানা হয়নি। ফলে শেষ দুই ওভারে বাংলাদেশের জয় পেতে দরকার ছিল ৩১ রান। এর মধ্যে প্রথম ওভারে ৮ রান এলেও, ২০তম ওভারে রনিরা সর্বসাকুল্যে ৩ রান তুলতে পারে। ফলে তাদের হারতে হয় ১৯ রানে। তবে এর আগে রনির ব্যাটিংয়েই ব্যবধান কমায় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকা এই টেল-এন্ডার ব্যাটার ২৫ বলে ৩৮ রান করেন।

এর আগে ওমানের আল আমেরাত স্টেডিয়ামে লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা দারুণ ছিল বাংলাদেশের। পাওয়ার প্লেতেই তারা ১ উইকেটে ৫৯ রান তোলে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পায়ের পেশিতে টান পড়ায় উঠে যেতে হয় সাইফ হাসানকে। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে ক্রিজ ছাড়ার আগে ২০ বলে ২৯ রান করেন তিনি। এর আগে ঝোড়ো শুরুর পর ১০ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান পারভেজ হোসেন ইমন। তবে মিডল অর্ডার ব্যাটাররা ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যথ। তিন ম্যাচের মধ্যে প্রথমবার একাদশে সুযোগ পেয়ে নাঈম শেখ ১৫ বলে করেন মাত্র ৮ রান। এ ছাড়া তাওহীদ হৃদয় ১২, আকবর আলি ৯, শামিম পাটোয়ারী ৪ ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি ৭ রানে আউট হলে বাংলাদেশ 'এ' দলের হার একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষকে রনির লড়াইটি ছিল কেবলই ব্যবধান কমানোর। নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেটে ১৪২ রান করে বাংলাদেশ। লংকানদের হয়ে সবের্াচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন দুশান হেমন্ত।

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্নভঙ্গ কাপ নিউজিল্যান্ডের ঘরে

স্পোর্টস ডেস্ক : এবার হাসি মুখেই ঘরে ফিরছে নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা। কিউই মেয়েরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি সাথে নিয়েই দেশে ফিরছে। দুবাইয়ের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুললো কিউইরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুবার ফাইনালে উঠলেও (২০০৯ ও ২০১০) ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের। ১৪ বছর পর সেই আক্ষেপ ঘুঁচেছে। তবে এবার মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার রানার্সআপ হওয়ার যন্ত্রণা পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। টসে হেরে ব্যাটিং পাওয়া নিউজিল্যান্ড করেছিল ৫ উইকেটে ১৫৮ রান। রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ১২৬ রানে থেমেছে।

ফিফাকে সৌদির সঙ্গে চুক্তি বাদ দিতে বলছেন নারী ফুটবলাররা

স্পোর্টস ডেস্ক : সৌদি আরবের তেল কোম্পানি আরামকোর সঙ্গে চুক্তির শুরু থেকেই ফিফাকে নিয়ে সমালোচনা। এবার বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থাকে সৌদি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে বলছেন নারী ফুটবলাররা। এরই মধ্যে একটি চিঠিতে স্বাক্ষরও করেছেন নারী ফুটবলাররা। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (বিবিসি) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ১০০ এর বেশি নারী ফুটবলার অ্যারামকোর সঙ্গে চুক্তি বাতিলের ব্যাপারে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন। ২৪ দেশের ফুটবলাররা অ্যারামকোর সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারটা নতুন করে ফিফাকে ভাবতে বলেছে। ম্যানচেস্টার সিটির স্ট্রাইকার ভিভিয়েন মিদিমা চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশ সিরিজের জন্য আফগানিস্তানের দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৯ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। এই সিরিজে দলে ফিরেছেন প্রতিভাবান চায়নাম্যান বোলার নুর আহমেদ। তবে চোটের কারণে স্কোয়াডে নেই নিয়মিত ব্যাটার ইব্রাহিম জাদরান ও তারকা স্পিনার মুজিব উর রহমান। ইব্রাহিম জাদরান সম্প্রতি গোড়ালির চোটের কারণে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন এবং এখনো পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি। অন্যদিকে মুজিবও চোটে ভুগছেন, ফলে তাদের কেউই সিরিজে অংশ নিতে পারছেন না। ইব্রাহিমের পরিবর্তে দলে জায়গা পেয়েছেন বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটার সাদিকুল্লাহ অটল, যিনি ইমার্জিং এশিয়া কাপে বাংলাদেশ 'এ' দলের বিপক্ষে অপরাজিত ৯৫ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে আলোচনায় আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আফগানিস্তানের শেষ সিরিজ থেকে খুব বেশি পরিবর্তন আনেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। নুর আহমেদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া দল প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির নেতৃত্বে খেলবে দলটি, সহ-অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন রহমত শাহ।

রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহার

(শেষ পাতার পর)

রূপরেখা প্রকাশ করেছে। গত ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জাহিদ মিন্টু এই রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা যদি জয়লাভ করি, তাহলে বাংলাদেশ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমরা যদি পরাজিতও হই তাহলেও এই প্রজেক্ট আমরা বাস্তবায়ন করবো যারা জয়ী হবেন তাদের সহযোগিতায়। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা ৫ মিলিয়ন ডলার বাজেট করেছি। আমাদের প্যানেল থেকে আমরা অর্থ দেবো, সোসাইটির ব্যাংক একাউন্টে অর্থ আছে, তা নিয়ে যাত্রা শুরু করবো। আবার অনেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা এবং কম্যুনিটির বিশিষ্টজনদের কাছে যাবো এবং সবার সহযোগিতায় এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করবো। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান ভবন বিক্রি কোন প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সদস্যরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এই প্যানেলের নির্বাচনী ইশতেহার হচ্ছে-

১. প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ‘বাংলাদেশ কমপ্লেক্স’। আমরা শুধু একটি ভবন চাই না, চাই বাংলাদেশ কমপ্লেক্স। যেটা হবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। থাকবে অফিসসহ সার্বক্ষণিক হেল্প ডেস্ক, পার্কিং লটসহ কয়েক শত আসনের অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। ইতিমধ্যেই এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নে রুহুল-জাহিদ পরিষদ তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন।

২. অনলাইনে নতুন সদস্য গ্রহণ এবং সদস্য পদ নবায়ণের ব্যবস্থা করা।

৩. প্রবাসীদের দেশে ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, কন্স্যুলেটের মাধ্যমে প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) প্রদান, নিউইয়র্ক - ঢাকা- নিউইয়র্ক রুটে বাংলাদেশ বিমান চালু, দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, সম্পত্তি রক্ষা।

৪. প্রবাসী বাংলাদেশীদের ইমিগ্রেশন সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ সব সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখা ও সচেতনতা তৈরিতে কাজ করা।

৫. নতুন প্রজন্মের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা করা। নতুন প্রজন্মকে যদি খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে তাদের মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করা যাবে।

৬. বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইমিগ্রেশন, মাদক এবং মানষিক সমস্যা সক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে নিয়মিত সেমিনারের ব্যবস্থা করা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সভাপতি প্রার্থী রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জে মোল্লা সানি, মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, মোহাম্মদ টি মোল্লা, এম বাসেত রহমান, শাহাদাত হোসেন, জাহাঙ্গীর হাসাইন ও বদরুল হক আজাদ।

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"
রুহুল-জাহিদ
পরিষদ
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
B2
ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT
B3
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT
B5
সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
B6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B7
মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY
B8
মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY
B10
নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY
B11
রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY
B12
আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY
B13
শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
B14
আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER
B15
মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER
B16
নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
B17
রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER
B18
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL
রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

Immigrant Elder Home Care LLC.

Home Care

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT
MLTC CONTACT
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

পিপল আপ'র বর্ণাঢ্য নির্বাচনী সমাবেশ

(শেষ পাতার পর)

ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক প্লাটফর্ম পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস পিপল আপ বাংলাদেশী আমিরকানসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের বিভিন্ন পর্বের প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ডেমোক্রেটিক প্রার্থীদের পক্ষের প্রচারণায় ডাইভার্সিটি প্লাজা এখন এক অনন্য ক্ষেত্র। জাতীয় নির্বাচনের ১৬ দিন সামনে রেখে শনিবার সন্ধ্যায় নির্বাচনী সমাবেশ বা জিওটিভি র ্যালীর আয়োজন করলেন পিপল আপ প্রসিডেন্ট, আসন্ন নির্বাচনে কুইন্স কাউন্টি কমিটি মেম্বার প্রার্থী স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে আমেরিকার রাজনীতি ও নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্য পৌছে দেয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। আমেরিকায় সাধারণ জনগণের পক্ষে রাজনীতি, ভোট ও প্রার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কোনো সুযোগ নেই। একজন ভোটার শুধু ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, কিন্তু যাকে ভোট দিলেন তার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ গড়ে উঠলো না। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

তিনি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন, সকল শ্রেণীর মানুষ কেন ভোট দেবেন ডেমোক্রেট প্রার্থী কমালা হারিসকে। তিনি বলেন, কামালা হারিস জো বাইডেন সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ পর্যন্ত যত উদ্যোগ নিয়েছেন তার সবগুলিই আমেরিকার সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক। সর্বশেষ এক সপ্তাহ আগে ঘোষণা করেছেন, যাদের মেডিকেয়ার থাকবে, তারাই হোম কেয়ার সেবা পাবেন। আমরা মনে করি, এটি এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ভাইস প্রেসিডেন্ট যেভাবে আমাদের বৃদ্ধদের জন্য, গরীবদের জন্য, মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পআয়ী মানুষদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন আমরা সবাই ভোট দিয়ে তার প্রতি সমর্থন জানাবো। তিনি বলেন, যারা লুটেরা তারা পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় লুট করে চলেছে, তারা স্পষ্টভাবে বলেছে, ক্ষমতায় আসলে এদেশ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে। অতীতেও অনেক রকম আস্ফালন করেছিল। সে কারণেই আমাদের সবাইকে সজাগ হতে হবে।

তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আমরা যত বেশি ভোট প্রদানে আগ্রহী হব, তত বেশি আমাদের নাগরিক মর্যাদা বাড়বে।

তিনি বলেন, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমালা হারিস এবার জিতবেন। জনগণের ভোট, ইলেক্টরাল ভোট ও উচ্চ পর্যায়ের সমঝোতায় আগাম ফলাফল আমরা পেয়েছি, তাতে কমালা হারিসের জয় সুনিশ্চিত।

তিনি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ব্যালটের ডেমোক্রেটিক লাইনের প্রত্যেক প্রার্থীকে ভোট প্রদানের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা যখন সিটিজেন হয়েছি, আমরা অঙ্গীকার করেছি আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণ করবো। পৃথিবীর যেখানেই হোক আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করে চলতে হবে আমাদের। আমেরিকার বৈদেশিক নীতি, আমেরিকার অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছুর সঙ্গে নিজেদের বোঝাপড়া একীভূত করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে বিশ্বনেতৃত্বের শক্তি উপলব্ধি করতে হবে। আমেরিকায় থেকে যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখছেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তারা বিশ্বাসঘাতক। এটি কখনোই বিশ্বাসী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ নাগরিকের কাজ নয়। খোলা প্রাঙ্গনে ঝলমলে আলো আর এলইডি মনিটরে তথ্যবহুল প্রচারণায় সাধারণ মানুষের জন্য ছিল অনেক প্রাপ্তির উপকরণ। ছিল প্রামাণ্যচিত্র, কেন ভোট দেবেন ডেমোক্রেট প্রার্থীদের।

একে একে নির্বাচিত কর্মকর্তারা এসে যোগ দেন এই আয়োজনে। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা বলেন, এটিই প্রথম অফিশিয়াল কোনো নির্বাচনী সমাবেশে তার যোগদানের কথা। তিনি পিপল আপ বাংলাদেশি তথা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য কী কী কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেসব বিষয় তুলে ধরে বলেন, এই সংগঠন নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে, তারা ভূপৃষ্ঠের অতিতাপ নিয়ে কাজ করছে, তারা সশস্ত্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কাজ করছে, এখানকার ছাত্রদের অধিকার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পক্ষে কাজ করছে, নাগরিকদের হোম কেয়ার ও সিডিপ্যাপ সেবা অব্যাহত রাখার জন্য কাজ করছে, সকল নাগরিকের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, আবু জাফর মাহমুদ এখানে অসাধারণ নেতৃত্বের এক দৃষ্টান্ত। আমরা এই সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছি।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস তুলে ধরেন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব। তিনি বলেন, একজন নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার আছে, এটি তার ক্ষমতা। একইভাবে যিনি ভোটার নয়, তার ক্ষমতাও কম নয়। তিনি অবশ্যই প্রতিটি নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেবেন, প্রতিবেশির দুয়ারে দুয়ারে যাবেন এবং ভোট চাইবেন। সবকছুর সঙ্গেই তার অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে। প্রত্যেকেই এই ক্ষমতা প্রেয়োগ করার জন্য আহ্ববান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান এও-সি'র নির্বাচনী কর্মকর্তা পিয়া রহমান, ও অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগার চিফ অফ স্টাফ ভিক্টোরিয়া লেহী, ডেমোক্রেট রাজনীতিক, আগামীর কাউন্সিল ওম্যান প্রার্থী (ডিস্ট্রিক্ট ২১) এরিকা মনটাইয়া।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্রেট প্রার্থীদের পক্ষে এমন নির্বাচনী সমাবেশের আয়োজনকে সময়োপযোগী বলে জানান, স্থানীয় সাংবাদিক ও সুধ ীবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, গ্লোবালটাইমস এর সম্পাদক রিমন ইসলাম, এনওয়াই কাগজ এর সম্পাদক মনওয়ারুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মহিবুল্লাহ পলাশ প্রমুখ। তারা তুলে ধরেন নির্বাচনী সমীকরণ ও ডেমোক্রেট প্রার্থীদের জয়লাভের সম্ভাবনার কথাও।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল খোলা আকাশের নীচে মুক্তমঞ্চে সঙ্গীত আয়োজন। শীতের রাতে তরুণ শিল্পী আলভানের কন্ঠের গানের মুর্ছনা মুগ্ধ করে দর্শকদের। পরে বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের মাটির সুর নিয়ে আসেন বাউল শিল্পী কালা মিয়া।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিলন রহমান ও জয় বাংলাদেশ মিডিয়ার সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

ASAAL is of the community and for the community

P.O. Box 1698, New York, NY 10008 Phone: 1-800-464-7370; E-mail: asaal@asaal.org; Website: www.asaal.org

Date: Saturday, Nov. 2, 2024
Time: 6:30 PM- 9:30 PM

Dear Leaders, Members, Family and Friends:

The Alliance of South Asian American Labor, ASAAL Ozone Park Chapter, would like to invite you to attend pre-convention and introduction of the new Executive Board Committee for the 2025-2026. This will help us in the life membership drive and form a contingent to attend our National Convention to be held at Sheraton Pentagon City on December 13-14, 2024.

We will host this event at 1203 Liberty Avenue, Ozone Park, NY 11208, on Saturday, November 2, 2024 from 7:00 PM to 10:00 PM. Please RSVP as soon as possible, as we appreciate your participation.

We are happy that both King & Queens Borough Presidents and ASAAL's Founder and National President Maf Misbah Uddin, and National Secretary Mohammed Karim Chowdhury, will be among other guests at this event.

President Anthony Reynoso, Kings
President Donovan Richards, Queens

In Solidarity

Venue : 1203 Liberty Avenue, Ozone Park NY 11208

A.S.N Maiyen uddin
President
(347) 327-6348

Dibakor Sen
Executive Vice President
(718) 207-9475

Mashud Rana Topan
Convener
(347) 345-8057

Santanu Barua
Secretary
(646) 203-4826

MD Maleq Khan
Vice President

Nazma Begum
Women's Committee Chair

Urmi Barua
Women's Committee Co Chair

GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
Special Fare
September - October - November
$500 + Tax
One-Way
$900 + Tax
Round Trip
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
* Minimum $10000 cash
purchase required
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

লক আউটের ফাঁদে সিটির উবার ও লিফট ড্রাইভাররা

(শেষ পাতার পর)

‘লক আউট’ করছে। উবার ও লিফট কর্তৃক ইচ্ছামতো আরোপিত ড্রাইভারদের ‘লক আউট’ তাদের কাজের প্রবেশাধিকার এবং আয় থেকে বঞ্চিত করছে। এই লক আউট পদ্ধতি ড্রাইভারদের ন্যূনতম বেতন আইনের ফাঁকফোকর এড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে ও চালকদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা এবং মানসিক চাপ তৈরি করছে। ড্রাইভাররা আগামী বছরে শত শত মিলিয়ন ডলার আয় থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। গত ১৭ অক্টোবর সিটি কনট্রোলারের অফিস, ১ সেন্টার স্ট্রিটে এক প্রতিবাদ সভার অয়োজন করেন। নিউইয়র্ক সিটি কনট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার এবং নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স (টিডব্লিউএ) একসঙ্গে উবার ও লিফটের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তারা দাবি করছেন যে, উবার ও লিফটের এই শোষণমূলক কৌশলের অবসান ঘটাতে হবে এবং ড্রাইভারদের ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করতে হবে।

উবার এবং লিফটের ড্রাইভারদের ‘লক আউট’ করার নিষ্ঠুর পদ্ধতির অবসান দাবি করছেন। এই লক আউট সিস্টেম ড্রাইভারদের অ্যাপ থেকে কাজ করার প্রবেশাধিকার থেকে ইচ্ছামতো বঞ্চিত করে। উবার এবং লিফট এই লক আউটগুলো চালকদের ন্যূনতম বেতনের নিয়ম থেকে বাঁচতে ব্যবহার করছে। ফলে চালকদের ট্রিপের মধ্যে অপেক্ষার সময়ের জন্যও বেতন দেওয়ার নিয়ম তৈরি করেছে।ব্লুমবার্গের নিউজের এক তদন্তে জানা গেছে যে, এই লক আউটের কারণে চালকদের আয় কমে গেছে। ফলে চালকদের কম আয়ের জন্য দীর্ঘসময় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে ড্রাইভাররা ভাড়া এবং বিল পরিশোধ করতে অক্ষম হচ্ছে। তাদের ক্রেডিট কার্ডের ঋণ বাড়ছে এবং মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। উপরন্তু, উবার এবং লিফট তাদের ‘ব্যবহারের হার’ কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে ড্রাইভারদের ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

কনট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডারবলেন, ‘আমি গর্বিত যে আমি নিউইয়র্ক শহরের প্রথম ন্যূনতম বেতন আইনের প্রণেতা ছিলাম, যা চালকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বেতন নিশ্চিত করে। কিন্তু আমরা চুপ করে থাকবো না, যখন উবার এবং লিফট চালকদের শোষণ করে তাদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য লক আউটের মাধ্যমে আমাদের নিয়মগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে।নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভৈরবী দেসাই বলেন, এই লক আউটের কারণে চালকরা আগামী বছরে ৫ হাজার ডলার থেকে ৮ হাজার ডলার আয় থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা এটি মেনে নেবো না এবং মাসব্যাপী প্রতিবাদের পর আমরা আর একা নই। আমাদের সঙ্গে কনট্রোলার আছেন, যাতে চালকদের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

নিউইয়র্ক শহরের ন্যূনতম বেতন আইন ২০১৮ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল, যার ফলে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সম্প্রতি লক আউটের মাধ্যমে উবার এবং লিফট এই আইন লঙ্ঘন করছে। লক আউটের মাধ্যমে চালকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, যা তাদের আয়কে কমিয়ে দিচ্ছে।ল্যান্ডার এবং নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স একসঙ্গে কাজ করে টিএলসির নিয়ম পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স টিএলসিকে লক আউটের সময়ের ভুল ডাটা বাতিল করে চালকদের প্রকৃত ব্যবহারের হার এবং বেতন নির্ধারণ করতে দাবি জানিয়েছে।

নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের আইনজীবী জুবিন সোলেইমানি বলেন, উবার এবং লিফট লক আউটের মাধ্যমে টিএলসি চালকদের বেতন নির্ধারণে ব্যবহার করে ডাটাসেটকে বিকৃত করেছে। এটি ডিজিটাল সমতুল্য, যেখানে আপনার বস আপনার সময় কার্ড নিয়ে কাজ করার সময় আপনাকে বাহিরে নিয়ে আসছে। কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ বলেন, ব্রুকলিনের লিটল বাংলাদেশ এলাকা, যেখানে শত শত শ্রমজীবী অভিবাসী ট্যাক্সিচালক বসবাস করে, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিল সদস্য হিসেবে আমি উবার এবং লিফটের অন্যায় লক আউট এবং ডিঅ্যাকটিভেশন পদ্ধতিতে ক্ষুব্ধ। চালকদের কষ্টার্জিত মজুরি থেকে বঞ্চিত করার এ কৌশলগুলো একেবারে শোষণমূলক।

এই লক আউট পদ্ধতি চালকদের জীবিকা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি আঘাত হানছে, যা ন্যূনতম বেতন আইনের মূল লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। উবার এবং লিফটের এই শোষণমূলক কার্যক্রমের অবসান ঘটানো প্রয়োজন, যাতে চালকরা তাদের প্রাপ্য ন্যায্য আয় নিশ্চিত করতে পারেন। ব্র্যাড ল্যান্ডার এবং নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের যৌথ প্রচেষ্টা চালকদের অধিকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং টিএলসির মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।

বসবাসের জন্য উপযোগী সেরা ১০ রাজ্যের মধ্যে নিউইয়র্কের স্থান নবম

(শেষ পাতার পর)

এই তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ টি রাজ্যের বাসস্থানের খরচ, আয় বৃদ্ধি, শিক্ষার হার এবং হাসপাতালের গুণমানসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। নতুন গবেষণায়, বসবাসযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বসবাসের জন্য নিউইয়র্ককে নবম সেরা রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সমীক্ষাটি বিশেষভাবে পঁাচটি মূল মাত্রা জুড়ে ৫০ টি রাজ্যের তুলনা করেছে। সেগুলো হলো- ক্রয়ক্ষমতা, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান এবং নিরাপত্তা।

ওয়ালেট হাব বিশ্লেষক ক্যাসান্দ্রা হ্যাপ্প এক বিবৃতিতে বলেন, "স্থানান্তর করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, আপনাকে প্রথমে জীবনযাত্রার খরচ, আবাসনের দাম এবং কাজের প্রাপ্যতার মতো আর্থিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। অনেক রাজ্যেরই শক্তিশালী অর্থনীতি রয়েছে, তাই আপনার অন্যান্য বিষয়গুলিও বিবেচনা করা উচিত, যেমন আপনি কোথায় থাকেন তা আপনার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে এবং আপনি যে কার্যকলাপগুলি উপভোগ করেন তাতে আপনার পর্যাপ্ত অ্যাক্সেস থাকবে কিনা। আপনার যদি সন্তান থাকে, তাহলে একটি শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ।"বসবাসের জন্য সেরা দশটি রাজ্য হলো যথাক্রমে- ম্যাসাচুসেটস, ফ্লোরিডা, নিউজার্সি, উটাহ, নিউ হ্যাম্পশায়ার, আইডাহো, পেনসিলভেনিয়া, উইসকনসিন, নিউইয়র্ক ও ওয়াইমিং।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ জনবহুল শহর কোনগুলো

বিশ্বের জনসংখ্যা ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর ৮০০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করে। মানুষের সংখ্যা বাড়ার এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা কতটা সময় ধরে অব্যাহত থাকবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো কোনো গবেষণা বলছে, চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে জনসংখ্যা বাড়ার প্রবণতা কমতে শুরু করবে। তবে তার আগেই বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮৮০ কোটি। জাতিসংঘের অনুমিত হিসাব বলছে, ২০৮০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা ১ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এর ফলে শহরগুলো ব্যাপকভাবে জনবহুল হয়ে পড়ছে। কিন্তু অধিকাংশ শহরে মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। গত জানুয়ারিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০ জনবহুল শহরের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে বিবিসি সায়েন্স ফোকাস সাময়িকী। এতে শহরগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এই ১০ শহরের মধ্যে ৭টিই এশিয়ার। ভারত, চীন ও জাপানে রয়েছে দুটি করে শহর। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাও আছে এই তালিকায়। উল্টোক্রমে শহরগুলো একনজরে দেখে নেওয়া যাক-

১০. ওসাকা : জাপানের ওসাকা শহরের বাসিন্দা ১ কোটি ৯২ লাখ। জাপানের ঐতিহাসিক এই শহর দেশটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও শিল্পনগরী। জাপানের অনেক বড় বড় কোম্পানির প্রধান কার্যালয় এ শহরে অবস্থিত। খাবারদাবার, আধুনিক স্থাপত্যের কারণে ওসাকা পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। শহরটির মেট্রোব্যবস্থা বছরে ৯০ কোটির বেশি মানুষ পরিবহন করে।

৯. বেইজিং : চীনের রাজধানী বেইজিং বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটির বাসিন্দা ১ কোটি ৯৪ লাখ। বিপুলসংখ্যক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় বেইজিংয়ে অবস্থিত। গত ৫০ বছরে বেইজিংয়ের জনসংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। প্রতি কিলোমিটারে বাস করে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ জন। বেইজিংয়ে জনসংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি এখানকার অনেক বাসিন্দার ধনসম্পদ-প্রাচুর্য বেড়েছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধনকুবের বসবাস করেন বেইজিংয়ে। তবে শিল্পদূষণের পাশাপাশি ঘন ঘন ধূলিঝড় ও গাড়ির কার্বন নিঃসরণের কারণে বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহরের তকমাও জুটেছে বেইজিংয়ের। স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় শহরটির বাসিন্দাদের প্রায় সময় ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়। বেইজিংয়ের পাতালরেল-ব্যবস্থা চমৎকার। বাইসাইকেল জনপ্রিয় করার জন্য ঋণের নানা প্রকল্পও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বেড়েই চলছে।

৮. মুম্বাই : সাতটি দ্বীপ নিয়ে ভারতের মুম্বাই শহর গঠিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প বলিউড এ শহরে অবস্থিত। শহরটির প্রাণবন্ত সংস্কৃতির খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুম্বাই ভারতের বাণিজ্যিক ও আর্থিক রাজধানী। দেশটির প্রায় সব বড় কোম্পানির প্রধান কার্যালয় এখানে রয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশটির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিদিন দলে দলে মানুষ ঢুকছে এই শহরে। ২ কোটি ১ লাখ মানুষের এই শহরের সামগ্রিক আবাসনসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিম্নমানের। শহরটির জন্য বিষয়টি মাথাব্যথার একটি বড় কারণ। শহরটির কিছু সড়ক বিশ্বের ব্যস্ততম হিসেবে পরিচিত। এ শহরে যানজট লেগেই থাকে।

৭. ঢাকা : ঢাকা সম্পর্কে বিবিসি সায়েন্স ফোকাস সাময়িকীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রাজধানী শহরটি দ্রুতগতিতে বাড়ছে। চারদিকে বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের ছড়াছড়ি। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এ শহরের বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২ লাখ। শহরে বছরজুড়ে নানা ধরনের উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান লেগে থাকে। শহরটির লালবাগ দুর্গ, নিমতলী দেউড়ি, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, আহসান মঞ্জিল পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকা শহরে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। শহরটির যানজটের পরিস্থিতি ভয়াবহ। পরিবহনব্যবস্থা নিম্নমানের।

৬. কায়রো : প্রাচীন নানা স্থাপত্যকর্ম ও পিরামিডের জন্য মিসরের রাজধানী কায়রো বিশ্ববিখ্যাত। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যুক্ত দেশটির এই শহরের বাসিন্দাসংখ্যা ২ কোটি ৪ লাখ। পরিসংখ্যান বলছে, দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ রাজধানী কায়রোতে বাস করে। কায়রোর সড়কে বেশ যানজট থাকে। তাই শহরটিতে সম্প্রতি দুটি মনোরেল-ব্যবস্থা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কায়রোয় মাঝেমধ্যে ধূলিঝড় দেখা দেয়।

৫. মেক্সিকো সিটি : মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ২৪০ মিটার উঁচুতে। এটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীনতম শহর। নানা ধরনের জাদুঘর, খাবারের দোকান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় শহরটিতে বিপুল পর্যটকের সমাগম ঘটে। মেক্সিকো সিটির বর্তমান জনসংখ্যা ২ কোটি ১৬ লাখ। অথচ ১৯০০ সালে শহরটির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫ লাখ। ১৯৭০-এর দশকে শহরটির জনসংখ্যা ৯০ লাখে পৌঁছায়। এরপর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। শহরটির নানা জায়গায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য বস্তি।

৪. সাও পাওলো : একদিকে চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে ধনসম্পদের চাকচিক্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরটি বিশেষভাবে পরিচিত। এই বাণিজ্যকেন্দ্রটিতে যেমন আকাশচুম্বী ভবন আছে, তেমনি আছে বস্তিও। শহরটির জনসংখ্যা ২ কোটি ১৮ লাখ। শহরটির বড় সমস্যা পানি সরবরাহব্যবস্থা। একসময় অপরাধ চক্রের জন্য কুখ্যাতি ছিল শহরটির। তবে সম্প্রতি তা কমতে শুরু করেছে।

৩. সাংহাই : চীনের ইয়াংজি নদীর দক্ষিণ মোহনায় অবস্থিত সাংহাই একসময় ছিল ছোট একটি গ্রাম। তখন এটি জেলেদের গ্রাম হিসেবেই পরিচিত ছিল। পরে চীনের বৃহত্তম শহরে পরিণত হয় সাংহাই। শুধু তা-ই নয়, এটি বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলোর একটি। এই শহরে ২ কোটি ৬৩ লাখ মানুষের বসবাস। শহরটির সড়কের ধারে গড়ে ওঠা সারি সারি দোকানে দৈনিক ১০ লাখ মানুষ কেনাকাটা করে। প্রথাগত ও আধুনিক-উভয় ধরনের দোকানই এখানে রয়েছে।

২. নয়াদিল্লি : ভারতের রাজধানী শহর নয়াদিল্লি। জনসংখ্যার দিক দিয়ে নয়াদিল্লি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। নয়াদিল্লিতে ২ কোটি ৯৩ লাখ মানুষ বাস করে। দুই হাজার বছরের বেশি সময় আগে শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। শহরটির অবকাঠামো পুরোনো। তবে সাম্প্রতিক সময়ে শহরটির জন্য অনেক নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লির নানান সমস্যা আছে। এর মধ্যে গাড়ি ও শিল্পদূষণ বড় সমস্যা। আছে যানজটের সমস্যাও। শহরের প্রায় ৫০ শতাংশ বাসিন্দা নিম্নমানের বাসস্থানে বসবাস করে বলে ধারণা করা হয়।

১. টোকিও : জাপানের রাজধানী টোকিও। এটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর। টোকিওতে ৩ কোটি ৭৪ লাখ মানুষ বাস করে। টোকিওর জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের চেয়ে চার গুণ বেশি। শহরটির আয়তন ১৩ হাজার ৪৫২ বর্গকিলোমিটার। বৃহত্তর টোকিও মহানগর এলাকার প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ২ হাজার ৬৪২ জন মানুষ বাস করে। শহরটিতে বাসাবাড়ির তীব্র সংকট রয়েছে। এ কারণে বাসাভাড়া অনেক বেশি। এর ফলে শহরটির তরুণদের মধ্যে ৯ বর্গমিটারের ছোট ছোট বাসা জনপ্রিয় হচ্ছে। টোকিও শহরের সড়কগুলোতে প্রায় সময় ভিড় থাকে। গণপরিবহন জনাকীর্ণ ও ব্যয়বহুল। তবে গণপরিবহনগুলো ঠিক সময়ে আসা-যাওয়া করে।

ঢাকায় যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ঢাকা সফরে আসছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেলেন লাফেভ। ২৩ অক্টোবর (বুধবার) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতে এ তথ্য জানান তিনি। এ সময় মার্কিন কর্মকর্তা হেলেন লাফেভ জানান, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করবে। সফরে কী কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে- তা নিয়ে আজ আলোচনা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, তারা পারস্পরিক স্বার্থের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত যেসব সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে সে বিষয়ে কথা বলেছেন ড. ইউনূস। ড. ইউনূস আরও উল্লেখ করেছেন, ৬টি বড় সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে তাদের কাজ শুরু করেছে এবং তারা দেশের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546

সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ

ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)

917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন কেমন হবে?

(শেষ পাতার পর)

একজন মন্দ লোক এসে সুযোগ বুঝে চেয়ারে বসে পড়বে, তখন আবার একটা দানব তৈরি হবে, আবার একটা ফ্যাসিস্ট তৈরি হবে। সংস্কার হলো চেয়ারটাকে এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করা যাতে মন্দ লোকেরা নতুন চেয়ারটিতে বসতেই না পারে।প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে সংখ্যানুপাতিক ভোটের প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন ব্যবস্থা হলে কেমন হয়? এই বিতর্ক উঠেছে। আনুপাতিক ভোটের নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করে পৃথিবীর ৯৯টি দেশ। এটিকেই সবচেয়ে আধুনিক এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মনে করা হয়। বিজ্ঞজনেরা নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। কম্যুনিস্ট পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কিছু ইসলামিক দল, জাতীয় পার্টি এই পদ্ধতির পক্ষে। যতদূর জানি বিএনপি এই পদ্ধতির পক্ষে না। এই পদ্ধতিতে ছোটো দলগুলো বেশি লাভবান হবে, মোট গৃহীত ভোটের ৫১% ভোট না পেলে কোনো দল এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না, তাই এই ব্যবস্থা বিএনপির পছন্দ না হবারই কথা।

অন্যদিকে এই মুহূর্তে প্রচলিত ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে যেতেও পারে, অনেকে মনে করছেন হয়ত ১০/১২টা আসনের বেশি পাবে না। কিন্তু সংখ্যানুপাতিক ভোটের নির্বাচন হলে ওরা যদি ১৫% ভোটও পায় তাহলে ৪৫টি আসন পেয়ে যাবে। এইসব বিবেচনা করে অনেকেই এই ব্যবস্থার বিপক্ষে। কেউ কেউ অতীতের ভোটের হিসেবও করছেন। সেই হিসেব অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়ও এসে যেতে পারে। কারণ অতীতের ভালো নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই গৃহীত ভোটের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের আশেপাশে ভোট পেয়েছে। ২০০৮ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি আসন পেলেও মোট ভোট পেয়েছিল ৩৯ শতাংশ এবং বিএনপি মাত্র ৩০টি আসন পেয়ে মোট ভোট পেয়েছিল ৩০.২০ শতাংশ। যদি সেই নির্বাচনটি সংখ্যানুপাতিক ভোটের নির্বাচন হতো তাহলে আওয়ামী লীগ পেত ১৪৭টি আসন, এবং বিএনপি পেত ৯০টি আসন। এখানেই পার্থক্যটা। এর আগে ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৪১.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ২০০টি আসনে জয়লাভ করেছিল, প্রায় সমান সংখ্যক, ৪০.০২ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল মাত্র ৬২টি আসন। অথচ সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হলে বিএনপি পেত ১২৩ টি আসন আর আওয়ামী লীগ পেত ১২০টি আসন।

অতীতে যেহেতু কোনো দলই ৫১% ভোট পায়নি তাই অনেকেই ধরে নিচ্ছেন এই পদ্ধতিতে কেউই এককভাবে জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে পারবে না। কিন্তু তারা এটা ভাবছেন না, নতুন ব্যবস্থায় ভোটের হিসেব পাল্টেও যেতে পারে। এখন প্রার্থীরা নিজের নির্বাচনী এলাকায় নিজের জয়ের জন্য কাজ করে, তখন সারাদেশে তারা দলের জয়ের জন্য কাজ করবে। নির্বাচনের আগে অন্য দলের সঙ্গে ভোটের ঐক্য হতে পারে। নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের ঐক্যও হতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থায় নির্বাচন তো আমরা অনেক তো দেখলাম, এবার নতুন ব্যবস্থায় দেখি না কী হয়। একটা বিষয় নিশ্চিত করেই বলতে পারি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত পার্লামেন্টে একটা ইতিবাচক ভারসাম্য থাকবে, যা সরকারেও প্রতিফলিত হবে। চাইলেই হুটহাট নিজেদের সুবিধার জন্য যা খুশি আইন পাশ করে ফেলতে পারবে না কোনো দল। এই ব্যবস্থায় ফ্যাসিস্ট সরকার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা একদনই কমে যাবে। ২০২৪-এর বিপ্লবের এটাই তো মূল লক্ষ্য, দেশে এমন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো ফ্যাসিস্ট তৈরি হতে না পারে।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের কয়েকটা বড়ো সুবিধার কথা বলি। যেহেতু একক কোনো ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে না তাই কারো কোনো নির্বাচনী এলাকা থাকছে না। ফলে নির্বাচনী এলাকায় টাকার ছড়াছড়ি বা পেশিশক্তির মহড়া বন্ধ হয়ে যাবে। ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দলগুলো সারা দেশ থেকে যদি ১ শাতংশ ভোটও পায়, মানে প্রায় ১০ লক্ষ ভোট, তাহলে তারা সংসদে ৩টি আসন পেয়ে যাবে। এতে করে সংসদে বহুদলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, একটি বৈচিত্রপূর্ণ বা বলা যায় সর্বদলীয় সংসদ হবে। এমনও হতে পারে তখন সব দল মিলে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি কোনো দল গঠন করতে চায়, তারাও সংসদে আসন পেয়ে যাবে। আমি মনে করি দুই প্রতিনিধির মধ্যে এলাকা ভিত্তিক মারামারি বন্ধ হওয়া, শত শত কোটি কালো টাকার ছড়াছড়ি বন্ধ হওয়া এগুলোও খুব বড়ো গুণগত পরিবর্তন।

এই পদ্ধতির একটি বড়ো অসুবিধা হলো কেউ এককভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে না, তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো নিবন্ধিত দলে যোগ দিতে হবে এবং সেই দলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আসন বন্টন নিয়ে যে সমস্যাটা হতে পারে তা হলো ফ্রাকশনের হিসেবটা কীভাবে হবে। যদি এই ব্যবস্থায় আমরা যাই তাহলে এই সমস্যা সমাধান করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এমন হতে পারে, একটি দলকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে হলে কমপক্ষে ১ শতাংশ ভোট পেতে হবে, এর নিচে পেলে সেই ভোটগুলো বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং এই সুবিধাটা সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দল পাবে। হিসেবটা এমন হতে পারে, ধরুন এ, বি, সি, ডি, ই পাঁচটি দল নির্বাচনে অংশ নিল। তারা যথাক্রমে ৪৫.০২, ৪০.৫৮, ৮.৪০, ৫.১০ এবং ০.৯০ শতাংশ ভোট পেল। এবার আসন বন্টন হবে ছোটো সংখ্যা থেকে। ই দল যেহেতু ১ শতাংশের কম ভোট পেয়েছে তাই কোনো আসন পাবে না। ডি দল পাবে [৩০০x৫.১০%] ১৫টি আসন, সি দল পাবে [৩০০x৮.৪০%] ২৫টি আসন, বি দল পাবে [৩০০x৪০.৫৮%] ১২১টি আসন এবং বাকি ১৩৯টি আসন পাবে এ দল। এই হলো ৩০০ আসনের হিসেব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই আসনগুলো দল কীভাবে বন্টন করবে? আমার প্রস্তাব, প্রতিটি দল তাদের ৩০০ জন প্রার্থীর তালিকা নির্বাচনের আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেবে। যে কয়টা আসন দল পাবে সেই আসনগুলো তালিকা থেকে যারা প্রথমে আছে তাদের মধ্যে বন্টন করা হতে পারে। অথবা ৫০% তালিকার ক্রমানুসারে বাকি ৫০% দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্টন করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই দলকে সাংসদ নির্বাচন করতে হবে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তালিকা থেকেই। নতুন করে কোনো নাম যুক্ত করতে পারবে না। অথবা পুরো সিদ্ধান্তটাই দল নিতে পারে তবে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অ্যান্ডোর্স করা তালিকার বাইরে যাওয়া যাবে না। কারণ নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই জমাকৃত তালিকার প্রার্থীদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে অ্যান্ডোর্স করেছে।

হোক না একটা নতুন কিছু। আমার তো মনে হয় ভালোই হবে। যেহেতু পৃথিবীর প্রায় ১০০ দেশ এই আনুপাতিক ভোটের নির্বাচন বা Proportional Representation [PR] পদ্ধতি অনুসরণ করে সুফল পেয়েছে, পাচ্ছে এবং এটিকেই সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গণতন্ত্র বলা হচ্ছে, নীরিক্ষার খুব একটা ঝুঁকি আমাদের নিতে হচ্ছে না।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২১ অক্টোবর ২০২৪।

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না

অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্নী

কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।

প্রয়োজনে আমরাই পৌছে যাব আপনার কাছে

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস

Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368

The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT

Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept

37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

হাসিনার পদত্যাগপত্র কী খুব জরুরি?

(প্রথম পাতার পর)

কাটলো তাদের। তারপরও হাসিনার পদত্যাগপত্র কী খুব জরুরী? হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন উৎকণ্ঠিত দেশবাসীকে এমন সুখবর দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান। ৫ আগষ্ট দুপুরেই তিনি নিশ্চিত করেন স্বৈরাচার পতনের বিষয়টি। সেদিন রাত ১১টা ২০মিনিটে বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধানের উপস্থিতিতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু পুনরাবৃত্তি করেন হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি। পরে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত গ্রহণ করেন চুপ্পু। আদালতের সম্মতিতেই ৮ আগষ্ট গঠন করা হয় ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার। একটি মহল অন্তবর্তীকালীন সরকারের বৈধতা নিয়ে তারপরও প্রশ্ন তুলছেন। কথা চালাচালি করছেন হাসিনার পদত্যাগের সত্যতা নিয়ে। এমন একটি পর্যায়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার আমলে নিপীড়নের শিকার খ্যাতিমান সাংবাদিক মানবজমিন পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমানকে রাষ্ট্রপতি জানান-'হাসিনার পদত্যাগপত্রের দালিলিক কোন প্রমাণ নেই।'

জনতার চোখ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সংবাদটি মুর্হুতেই ভাইরাল হয় সোস্যাল মিডিয়ায়। পরিণত হয় টক অব দ্যা কান্ট্রিতে। রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর এমন মন্তব্যে ব্যাপক সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠে দেশজুড়ে। তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অন্তবর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুল। চুপ্পুর মন্তব্যকে তিনি মিথ্যাচার এবং রাষ্ট্রপতির শপথ লংঘনের শামিল বলে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয় তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন রাষ্ট্রপতি পদ ধরে রাখার ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা নিয়ে। আইন উপদেষ্টা রাষ্টপতিকে স্মরন করিয়ে দেন জাতির উদ্দেশ্যে তার প্রদত্ত ভাষণের কথা। তিনি চুপ্পুর স্ববিরোধীতাকে রাষ্ট্রীয় অসদাচরণ, এমনকি তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি তিনি উপদেষ্টামন্ডলীর সভায় উত্থাপনের ঘোষণা দেয়ায় মুখ খুলেছেন চুপ্পু। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে শেখ হাসিনার পদত্যাগ একটি মীমাংসিত বিষয় বলে এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর আহ্বানেই কি সব বিতর্কের অবসান ঘটবে। রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে তার মন্তব্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। চুপ্পু কোনভাবেই চুপ রাখতে পারেননি নিজেকে। ধর্মের কল যেমন বাতাসে নড়ে উঠে চুপ্পুও নিজের অজান্তেই এমন আওয়াজ দিয়েছেন।

দেশে প্রতিবিপ্লব আসন্ন। পতিত স্বৈরাচার আবার ফিরছে। বিভিন্ন স্থানে ফ্যাসিবাদের দোসররা চেষ্টা করছে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে। হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির পর একধরণের অস্থিরতা বিরাজ করছে ফ্যাসিস্ট শক্তির মাঝে। প্রবাসী সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখছে তারা। চুপ্পু হয়তো বা সে স্বপ্নে বিভোর হয়েই এমন কথা বলেছেন। চুপ্পুকে বঙ্গভবনে বসিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সহজ হবে না। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তাও রক্ষিত হবে না তার দ্বারা। পতিত হাসিনার অতিশয় অনুগত ও সার্টিফাইড দুর্নীতিবাজ চুপ্পুকে যত দ্রুত সরিয়ে দেয়া যাবে রাষ্ট্রের জন্য ততই হবে তা মঙ্গলজনক। হাসিনা পলায়নের আগে পদত্যাগ করেছেন কি, করেন নাই গণঅভ্যুত্থানের পর নুতন বাংলাদেশে এটা কোন আলোচ্য বিষয় নয়। দেশের জনগণ বিতাড়িত করেছে তাকে। জুলাই আগষ্টের গণঅভ্যুত্থান সংবিধান মেনে হয়নি। নতুন সরকার, নতুন সংবিধান, নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যই হয় অভ্যুত্থান-বিল্পব। এখানে অন্তবর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন অবান্তর। যারা এখন সংবিধান ও বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন তারা এতো বছর কোথায় ছিলেন? একটি অনির্বাচিত, অবৈধ মাফিয়া চক্র যখন দেড় দশক ধরে দেশকে একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে তখন তাদের কোন উদ্বেগ ছিলো না। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, মানবিক মর্যাদা সবকিছু লংঘন করে হাসিনা এতোদিন বজায় রেখেছেন অবৈধ শাসন। দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুটপাটকারীদের হয়নি শেষ রক্ষা। গণঅভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়ে দলে দলে পালিয়েছে তারা। ফ্যাসিবাদের নেত্রী হাসিনা দলের নেতাকর্মীদের এতিম বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। নেতাদের অনেকে ভারতের এতিমখানায় নাম লিখাচ্ছে এখন। আর সেখানে বসে চেষ্টা করছে কলকাঠি নাড়ার।

হাসিনা গণহত্যার আসামী। মূল পরিকল্পনাকারী। হাসিনা পারেন না এমন কোন অপকর্ম নেই। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অর্থপাচার, গুম, অপহরণ সবধরণের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। হাসিনা ৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীণ চট্টগ্রামে এক সমাবেশে একটি লাশের পরিবর্তে দশটি লাশ ফেলার হুকুম দেন। হাসিনার এক সময়ের ঘনিষ্ট ও বিশ্বস্থ সহচর মতিয়ুর রহমান রিন্টু "আমার ফাঁসি চাই' বইয়ে হাসিনা যে বস্তাভরা টাকা গ্রহণে অভ্যস্থ এমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এছাড়া বেফাঁস কথা বলার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী থাকাবস্থায় উচ্চ আদালত তাকে মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে মন্তব্য করেন। ওয়ান ইলেভেন সরকার শেখ হাসিনাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি ঘোষণা করে। ২০০7 সালের ২৩ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেসনোট জারি করে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। যাতে তিনি বিদেশী কোন বিমানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরতে না পারেন। পরবর্তীতে একই বছর জুলাই মাসে চাঁদাবাজি ও ঘুষ গ্রহণ সহ ডজনখানেক মামলায় গ্রেফতার করা হয় তাকে। এসবই ছিলো তখনকার সময়ের ঘটনাবলী। গণঅভ্যুত্থানে চিরতরে পালিয়েছেন হাসিনা। এবারের টিকিট তার ওয়ানওয়ের।"বঙ্গবন্ধু কন্যা পালায় না" বলে দলীয় নেতাকর্মীদের ধোঁকা দিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি। পলাতক স্বৈরাচার কখনোই নিজ দেশে ফিরতে পারে না। হাসিনাও পারবেন না। এপ্রসঙ্গে একটি জনপ্রিয় গান-"আমায় ডেকোনা ফেরানো যাবে না; ফেরারী পাখীরা কুলায় ফেরেনা-এর মর্ডান প্যারালাল-হাসিনাকে ডেকোনা ফেরানো যাবে না, পলাতক স্বৈরাচার দেশে ফেরে না।" শেখ হাসিনা এখন শেষ হাসিনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষয়িত একটি নাম। তার শাসনামল ছিলো একটি কলংকিত অধ্যায়। প্রাকৃতিক নিয়মেই এর যবনিকাপাত ঘটেছে। নতুন বাংলাদেশে চুপ্পুরা বিষয়টি আমলে নিয়ে সতর্ক হয়ে যাবেন এমন প্রত্যাশাই দেশবাসীর।

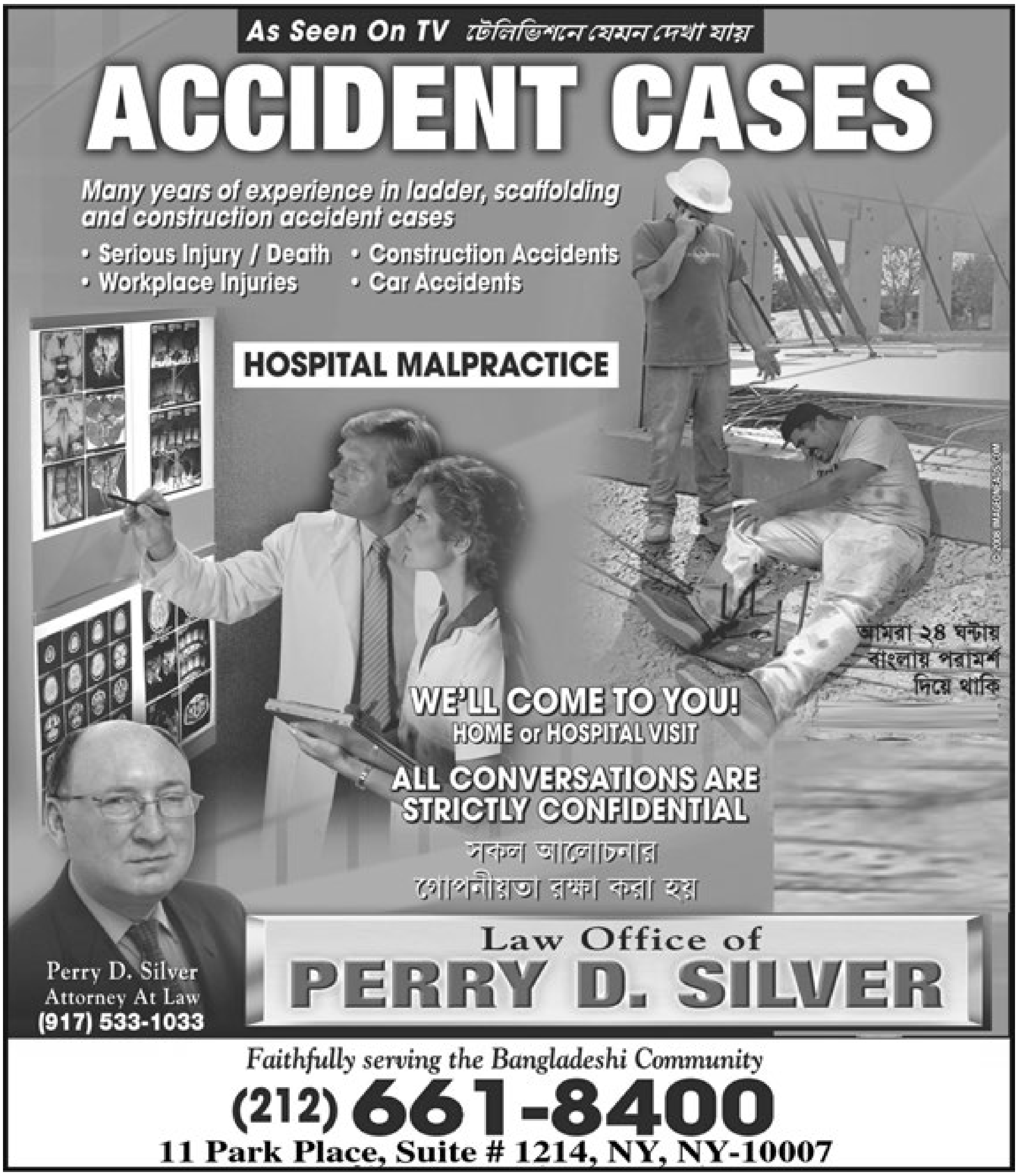

৪৭০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ মামলার মুখোমুখি বিএইচপি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ব্রাজিলের ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয়ের অন্যতম ধরা হয় মারিয়ানা বাঁধের ধস। ২০১৫ সালের ওই ঘটনায় লন্ডন হাইকোর্টে শুনানির মুখোমুখি হয় মাইনিং জায়ান্ট বিএইচপি। এ মামলায় ভুক্তভোগীরা ৩ হাজার ৬০০ কোটি পাউন্ড বা ৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। খবর রয়টার্স। বিএইচপি ও খনিজ সম্পদ খাতের আরেক কোম্পানি ভ্যালের যৌথ মালিকানাধীন সামারকো কোম্পানিকে দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলের এ বাঁধ ধসের জন্য দায়ী করা হয়। মামলায় বাদী পক্ষে রয়েছে ছয় লাখের বেশি স্থানীয় অধিবাসী, ৪৬টি স্থানীয় সরকার ও প্রায় দুই হাজার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। বাঁধধসের কারণে স্থানীয় জলধারায় টেলিং নামে পরিচিত খনিজ বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষাক্ত তরলের কারণে ১৯ জন নিহত হন। গৃহহীন হয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। বনাঞ্চলে প্লাবনের পাশাপাশি ডোস নদীর বড় একটি অংশ দূষণের শিকার হয়। এ নদী আদিবাসী গোষ্ঠী ক্রেনাকদের কাছে পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাজারমূল্যের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম খনি কোম্পানি বিএইচপি। তাদের বিরুদ্ধে লন্ডনের করা মামলা ইংলিশ আইনের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম ক্ষতিপূরণের মামলা। এরই মধ্যে একই বিষয়ে ব্রাজিলে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন ভুক্তভোগীরা, যা রায়কে প্রভাবিত করতে পারে। নিজেদের দায় স্বীকার করে বিএইচপি কর্তৃপক্ষ বলেছে, ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রেনোভা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় ৮০০ কোটি ডলার দেয়া হয়েছে। খনি শ্রমিকরা জানিয়েছেন, বিএইচপি, ভ্যালে ও সামারকোর সঙ্গে প্রায় ৩ হাজার কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে ব্রাজিল সরকার। অবশ্য যুক্তরাজ্যে দাবিদারদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনি সংস্থা পোগাস্ট গুডহেড বিবৃতিতে বলেছে, লন্ডনের স্থানীয় আইনে করা মামলাটি 'সত্যিকারার্থে বিএইচপিকে জবাবদিহি করানোর একমাত্র উপায়।' পোগাস্ট গুডহেডের সিইও টম গুডহেড বলেছেন, 'মামলাটি অবশেষে বিএইচপিকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে যে তাদের ব্রাজিলে আরো কিছু করার দরকার ছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত চুক্তিটি শুধু ক্ষতির অর্ধেক বিবেচনা করেছে।'

‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ হলো ছাত্রলীগ

(প্রথম পাতার পর)

অঙ্গসংগঠন ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে আসছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এরই প্রেক্ষিতে দেশের সবচেয়ে পুরোনো ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো। সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে গত ১৫ বছরে স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, গণরুমকেন্দ্রিক নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নসহ নানাবিধ জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতাকর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে।

সেখানে আরও বলা হয়, ‘১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করে শতশত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিদের হত্যা করেছে এবং আরও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে। সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।’

‘সেহেতু সরকার “সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯” এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন “বাংলাদেশ ছাত্রলীগ”-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল এবং উক্ত আইনের তফসিল-২ এ “বাংলাদেশ ছাত্রলীগ” নামীয় ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করিল।’ এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের খবরে ঢাবিতে আনন্দ মিছিল : ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।২ ২৩ অক্টোবর (বুধবার) রাত সাড়ে নয়টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবন থেকে আনন্দ মিছিল বের করেন। টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে এসে মিছিল শেষ করে তাঁরা সমাবেশ করেন। ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের কথা ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। এই কর্মসূচির জন্য রাত সোয়া নয়টার দিকে নেতাকর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার খবর পান তাঁরা। তখনই আনন্দ মিছিল শুরু করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। তাঁরা মিছিলে ‘এই মুহূর্তে খবর এল/ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হলো’, ‘ছাত্রলীগ জঙ্গি/খুনি হাসিনার সঙ্গী’, ‘দিয়েছি তো রক্ত/আরও দেব রক্ত’, ‘ছাত্রলীগ গর্তে/খুনি হাসিনা ভারতে’, ‘দিল্লি না ঢাকা/ঢাকা ঢাকা’ প্রভৃতি স্লোগান দেন। মিছিল শেষে রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বক্তব্যের শুরুতে সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ‘আজকে বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কমুক্ত হলো।’ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নুসরাত তাবাসসুম বলেন, ‘আমরা আজীবন এই সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।’ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

হিউম্যান সাপোর্টে কর্পোরেশনের বার্ষিক কর্মসূচি ২৬ নভেম্বর

নিউইয়র্ক: হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, বাংলাদেশী আমেরিকান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ইউএসএ ইনক’র সভাপতি, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোঃ সোলায়মান আলীর উদ্যোগে আগামী ২৬ নভেম্বর ১২তম বার্ষিক টিকাদান কর্মসূচি জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারের ২য় তলায় হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন ফ্রি ফ্লু ভাইরাস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলবে। প্রতি বছরের মতো এবারও ওয়ালগ্রিন ফার্মাসিস্ট ফার্মাসী ম্যানেজার মিস কর্টিজা শাহ ও ফার্মাসি টেকনিশিয়ান হাসিনা আক্তার নিজে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি ফ্লু ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা প্রদান সম্পন্ন করবেন ৷৷

প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় উত্তর আমেরিকায়। মানুষ মানুষের জন্য শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিউম্যান সাপোর্টে কর্পোরেশনের এই মহতী উদ্যোগ যদি একটি জীবনও রক্ষা করা যায় সেই লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পালিত একযুগ যাবৎ। ‘নিজে ফ্লু ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা নিন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন’ –এ কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করতে সাংবাদিক, সমাজসেবী, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক ও পেশাজীবীসহ সকল সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি মোঃ সোলায়মান আলী। ভ্যাকসিন নেয়া অধিক জরুরি প্রয়োজন বলে টিকাদান ক্যাম্পেইন বা এর প্রয়োজনীয়তা কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে মিডিয়া প্রতিনিধিসহ সকল সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা রয়েছে।

বিশ্বের ব্যস্ততম ১০বিমানবন্দর

(শেষ পাতার পর)

প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন বিমানবন্দর দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করে। বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ও বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিমানবন্দর। যাত্রী পরিবহনের দিক থেকে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দরগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস ইন্ডিয়া। এ ক্ষেত্রে পোর্টস অথরিটি অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউজার্সির তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। যাত্রী পরিবহনের দিক থেকে বিশ্বের ব্যস্ততম ১০ বিমানবন্দর হলো-

১. হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর : হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ১০ কোটি ৪৬ লাখ ৫৩ হাজার। ২. দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর : দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ৮ কোটি ৬৯ লাখ ৯৪ হাজার। ৩. ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর : ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ১৭ লাখ ৫৫ হাজার। ৪. হিথ্রো বিমানবন্দর : হিথ্রো বিমানবন্দর যুক্তরাজ্যে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৯১ লাখ ৮৩ হাজার। ৫. টোকিও হানেদা বিমানবন্দর : টোকিও হানেদা বিমানবন্দর জাপানে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার। ৬. ডেনভার ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর : ডেনভার ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৩৭ হাজার। ৭. ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর : ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর তুরস্কে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬০ লাখ ২৭ হাজার। ৮. লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর : লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫০ লাখ ৫০ হাজার। ৯. ও’হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর : ও’হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৩৮ লাখ ৯৪ হাজার। ১০. ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর : ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ২২ লাখ ১৪ হাজার।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জটিলতা

(শেষ পাতার পর)

সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সবাই সন্তুষ্ট হলেও গোল বেঁধেছে ৬টি চ্যালেঞ্জ ভোট নিয়ে। যে কারণে ভোট গণণা শেষেও নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে পারেননি।রোববার নিউইয়র্কে দুটি, পেনসিলভেনিয়ায় একটি এবং কানেকটিকাটে একটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। বিপুলসংখ্যক নারী ও পুরুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে সমিতির কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৩৮জন প্রার্থী দুটি প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্যানেল দুটি হলো মাকসুদ-মাসুদ ও তাহের-আরিফ প্যানেল। নির্বাচনে দুই প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই হয়েছে। ভোট গণনায় দেখা যায়- দুটি প্যানেলের একই পদের একাধিক প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান ৩ থেকে ১৫ ভোটের ব্যবধান।

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটের কার্যক্রম হলেও ভোট শেষে ব্রুকলিন কেন্দ্রে সকল ভোটের তথ্য গণনার সময় রাতে জটিলতা দেখা দেয়। ভোট গণনায় সভাপতি পদের দুই প্রার্থী মধ্যে 'মাকসুদ-মাসুদ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী ও 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রর্থী মোহাম্মদ আবু তাহেরের ভোটের ব্যবধান দেখা যায় মাত্র ২টি। এই গণনায় মাকসুল হক চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ১,০২৮। অন্যদিকে মোহাম্মদ আবু তাহেরের প্রাপ্ত ভোট ১,০২৬। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ভোটের সংখ্যা ছিলো ৬টি। এই ৬ চ্যালেঞ্জ ভোটের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া কেন্দ্রে ৪টি এবং জ্যামাইকা ও ব্রুকলিন কেন্দ্রে একটি করে ভোট রয়েছে। ফলে চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণায় দেখা দেয় জটিলতা। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন চ্যালেঞ্জ ভোট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চুড়ান্ত বা প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা না করে অন্তবর্তী ফলাফল ঘোষণা করেন। এতে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের প্রার্থীরা সভাপতি পদসহ ১৩টি পদে এবং তাহের-আরিফ প্যানেলের প্রার্থীরা সাধারণ সম্পাদক পদ সহ ৬টি পদে জয়ী হয়েছেন।এ পর্যন্ত ফলাফল অনুযায় মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের এগিয়ে থাকা প্রার্থীরা হলেন- সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মুক্তাদির বিল্লাহ, সহ-সভাপতি আলী আকবর বাপ্পী ও মোহাম্মদ আইয়ুব আনসারী, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ হারুণ মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, দপ্তর সম্পাদক শিমুল বড়ুয়া, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ আকতার হোসাইন এবং কার্যকরী সদস্য নূরুস সাফা, মোহাম্মদ শাহ আলম ও মোহাম্মদ শওকত আলী।

তাহের-আরিফ প্যানেলের এগিয়ে থাকা প্রার্থীরা হলেন- সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, সহ-কোষ্যধ্যক্ষ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, সহ-দপ্তর সম্পাদক ইমরুল কায়সার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ জবের শফি এবং ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ ঈসা।

নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র শাহাব উদ্দিন জানান, পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেফিয়ার আপার ডারবি কেন্দ্রের চারটি, কানেকটিকাটের স্ট্যামফোর্ড কেন্দ্রে একটি এবং নিউইয়র্কের কুইন্স কেন্দ্রে একটি ভোটসহ মোট ছয়টি ভোট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই ছয়টি ভোট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং খামবন্দি আছে। নির্বাচন কমিশন শিগগির তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। একটি সূত্র জানায়, ফল ঘোষণার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু মাকসুদ-মাসুদ প্যানেল ফিলাডেলফিয়ার চারটি ভোটের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। তারা বলছেন, নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী- নো আইডি, নো ভোট বলা হয়েছে। অথচ বিধিমালা ভঙ্গ করে ওই চারটি ভোট নেওয়া হয়েছে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

এদিকে, ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেছে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেল। মাকসুদ-মাসুদ প্যানেল ফিলাডেলফিয়ার চারটি ভোট বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

অন্যদিকে, তাহের-আরিফ প্যানেল দাবি করছে, ফিলাডেলফিয়ার চারটি ভোটসহ ছয়টি ভোট বৈধ। নির্বাচন কমিশনকে ছয়টি ভোটসহ চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করতে হবে। দুই প্যানেলের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে বিপদে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন।

মাকসুদ-সিরাজী প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

মাকসুদ-সিরাজী প্যানেল সংবাদ সম্মেলন করেছে। ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়-আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন গত ২০ অক্টোবর রোববার প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। উক্ত নির্বাচনের ফলাফল এবং বেশ কিছু অনিয়ম নিয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। আমাদের বিশ্বাস আপনাদের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকার সকল চট্টগ্রামবাসী আমাদের বক্তব্য জানতে পারবেন।

২০ অক্টোবর নির্বাচন হয়েছে মোট চারটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে একটি ব্রুকলীন, একটি কুইন্সের জ্যামাইকাতে বাকি দুইটির মধ্যে একটি কানেক্টিকাটের স্টামপোর্ডে এবং অপরটি পেনসিলভেনিয়ার আপার ডারবিতে। নিউ ইয়র্কে ভোট শুরু হয় সকাল নয়টায় এবং শেষ হয় সন্ধ্যা সাতটায়, নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট গুলোতে শুরু হয় সকাল দশটায় এবং শেষ হয় বিকাল ছয়টায়। ভোট গ্রহণ শেষ করে প্রতিটি কেন্দ্রের ফলাফল কেন্দ্র ভিত্তিক ঘোষণা করা হলেও চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করার ক্ষেত্রে গড়িমসির করতে থাকে, নিউইয়র্ক নিউজার্সী, কানেক্টিকাট ও পেনসেলভিনিয়াসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে শতশত চট্টগ্রামবাসী যখন চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিল, ঠিক তখনি বলা হলো পেনসিলভেনিয়াতে চারটি চ্যালেঞ্জ ভোট রয়েছে এবং ঐ ভোট গুলো গণনা করতে হবে, যা আমাদের প্যানেলের প্রতিনিধির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, আমরা যখন জানতে চাই কেমন চ্যালেঞ্জ ভোট তারা জানাই ঐ চারটি ভোট যারা দিয়েছেন তারা আইডি দেখাতে পারেনি তাই চ্যালেঞ্জ ভোট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তখন শতশত চট্টগ্রামবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে, আমাদের অপেক্ষার পালা বেড়ে যেতে থাকে, রাত তখন আনুমানিক ১১ টার কাছাকাছি তখন পেইজ বুক লাইফের মাধ্যমে দেখতে পেলাম নির্বাচন কমিশনার ফলাফল ঘোষণা করছেন এবং ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সভাপতিসহ মাকসুদ মাসুদ প্যানেলের ১৩ জন প্রার্থী এবং সাধারণ সম্পাদকসহ তাহের আরিফ পরিষদের ৬ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। তখন চট্টগ্রামবাসী বিজয় উৎসব করতে থাকে। এবং মিছিল সহকারে পুরো চার্চ ও ম্যাকডোনাল্ড প্রদক্ষিণ করে। পরক্ষণেই জানতে পারলাম গুটি কয়েক ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে ধরেছে এবং বলেছে এই নির্বাচনের ফলাফল তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন! কারণ তারা চাই পেনসিলভেনিয়াতে অবৈধ ভাবেগ গ্রহণ করা চারটি ভোট গণনা করতে হবে। নির্বাচন শেষ হয়েছে প্রায় ৪৮ ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেনি! যা উত্তর আমেরিকার সকল চট্টগ্রামবাসীদের চরমভাবে হতাশ করেছে।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত বিধিমালাতে স্পটভাবে বলা আছে নো আইডি, নো ভোট। প্রতিটি কেন্দ্রের বাইরে বিশাল আকারে একাদিক সাইন ছিল। তাহলে আইডি ছাড়া ভোট গ্রহণ কেন? নির্বাচন কমিশন নিজেরাই নিজেদের দেয়া বিধিমালা ভঙ্গ করেছেন।

দীর্ঘ দশ বছর চট্টগ্রাম সমিতিতে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি এবং গত ৮ বছর কোন নির্বাচন হয়নি, সংগঠনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের গ্রুপিংকে বন্ধ করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয় এবং এই অন্তবর্তীকালীন কমিটি দীর্ঘ ১৮ মাস কাজ করেছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনটিকে গতিশীল করার জন্য। এই নির্বাচন কমিশনার ৫ মাসের ও বেশী সময় নিয়ে নির্বাচন করেছে, তাদের এত সময় ক্ষেপণ করার পরও অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে পুনরায় প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য প্যানেলের আজ্ঞাবহ আরেকজন নির্বাচন কমিশনার নতুন ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়েছেন। আমরা গত দুদিন ধরে অপেক্ষা করেছি নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা শুনার জন্য কিন্তু কোন ঘোষণা এখনো শুনতে পায়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ আপনাদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল চট্টগ্রামবাসীদের জানাতে চাই তাদের আসল চরিত্র।

মেশিনের যে ফলাফল এবং নির্বাচনের দিন কমিশনের পক্ষ থেকে যে ফলাফল আমাদেরকে হস্তগত করা হয়েছে তাতে আমরা বেসরকারিভাবে ১৩টি পদে জয়ী হয়েছি, অপর প্যানেল ৬ টি পদে জয়ী হয়েছেন।আমরা আপনাদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করতে চাই চট্টগ্রামবাসী দীর্ঘদিন ভোট দিতে পারিনি এবং গত ২০ অক্টোবর অনেক উৎসাহভাবে ভোট দিয়েছে বিশেষ করে নিউইয়র্কে। সুতরাং মানুষের দেয়া গণতান্ত্রিক রায় পরিবর্তনের কোন রকম চেষ্টা করবেন না।

তাহের-আরিফ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলনে তাহের-আরিফ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষে কামাল হোসেন মিঠু ও জাহাঙ্গীর আলম জানান, মোট চারটি কেন্দ্রে ভোটের ফলাফলে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং দপ্তর সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের প্রার্থীরা মাত্র দুই থেকে তিন ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকলেও এখনো প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাননি। নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ ভোটের বিধান রয়েছে। যে কোনো যৌক্তিক কারণে একটি ভোটকে চ্যালেঞ্জ ভোট হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এটি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ ভোট হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রোববারের নির্বাচনে ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট গ্রহণ করা হয়। তিনটি পদে ভোটারের পার্থক্য দুই অথবা তিনজন। সুতরাং ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট নির্বাচনী ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করলেও চ্যালেঞ্জ ভোটের সংখ্যার এবং ভোটের পার্থক্যের সংখ্যা ফ্যাক্টর হবার কারণেই ফাইনাল রেজাল্ট ঘোষণা করেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ২১টি চ্যালেঞ্জ ভোট হয়েছিলো এবং সেই নির্বাচনেও ভোটের পার্থক্যের সংখ্যা চ্যালেঞ্জ ভোটের সংখ্যার চাইতে কম হওয়াতে বর্তমান সভাপতি প্রার্থী মোহাম্মদ আবু তাহের চূড়ান্ত ভোট গণনায় তখন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এবারের নির্বাচনে তাহের-আরিফ প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মোহাম্মদ আবু তাহেরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদুল হক চৌধুরীর ভোট সংখ্যার পার্থক্য মাত্র দুই ভোট। গণনার অপেক্ষায় রয়েছে ছয় ভোট। একই অবস্থা বিরাজ করছে কোষাধ্যক্ষ এবং দপ্তর সম্পাদক পদেও। আমরা মনে করি- এই ছয়টি ভোট সঠিকভাবে গণনা করা হলে আমাদের প্রার্থী বিজয়ী হবেন। পাশাপাশি অন্যান্য পদেও প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ধনাত্বক তারতম্য হবে। নির্বাচন কমিশন প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার কাছাকাছি সময় অতিবাহিত হলেও এখনে পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোন ফল ঘোষণা করেননি। এই বিলম্বের সুযোগ নিয়ে একটি মহল গায়ের জোরে, হাস্যকরভাবে নানা মাধ্যমে তাদের কিছু প্রার্থীকে বিজয়ী বলে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং চট্টগ্রামবাসীর আমানতের প্রতি চরম প্রতারণা। এমতাবস্থায় আমরা অনতিবিলম্বে জনগনের আমানতের প্রতিটি ভোট, মেশিনে এবং ব্যালটে, চ্যালেঞ্জ ভোটসহ পূর্ণাঙ্গ একটি গণনার মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণার জোর দাবি জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফেসবুকে নানারকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে। চট্টগ্রামবাসীকে যে কোন ধরনের মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ফলাফল ঘোষণা না করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।

ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯

ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

আট বছরের সাজা থেকে খালাস পেলেন বাবর

ঢাকা : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় আট বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে বাবরের করা আপিল মঞ্জুর করে ২৩ অক্টোবর (বুধবার) রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় দুটি ধারায় বাবরকে ৫ বছর ও ৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর রায় দিয়েছিলেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৭-এর বিচারক মো. শহিদুল ইসলাম। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর আপিল করেন বাবর। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে আজ রায় দেওয়া হলো।

আদালতে বাবরের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী এ কে এম ফজলুল হক। পরে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, 'হাইকোর্ট লুৎফুজ্জামান বাবরের করা আপিল মঞ্জুর ও বিচারিক আদালতের দেওয়া সাজার রায় বাতিল করে রায় দিয়েছেন। ফলে তিনি সাজা থেকে খালাস পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরও ১৩টি মামলা রয়েছে। তাই তিনি এখনই কারামুক্তি পাচ্ছেন না।'

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৮ সালের ১৩ জানুয়ারি বাবরের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলাটি তদন্ত করে একই বছরের ১৬ জুলাই দুদক বাবরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। ২০০৮ সালের ১২ আগস্ট অভিযোগ গঠন করেন আদালত। বিএনপি সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর ২০০৭ সাল থেকে কারাগারে আছেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায়ও তিনি ফাঁসির আসামি।

এবার জ্যাকসন হাইটে আমাদের নতুন অফিসে আপনাকে স্বাগতম
Northwell Health
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Root canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
হাসপাতালে যে কোন ডাক্তারের রোগী ভর্তি করে থাকি
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
▪ Bankruptcy
▪ Divorce
▪ Major Accident Cases
▪ Business, Incorporation
▪ Investment
▪ Estate, Litigation
▪ Landlord & Tenant Commercial
▪ Real Estate Closing
▪ Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
23-52, 31st Street, Astoria, NY 11105

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা
যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭৯৩-১২৮৫
kousholyema@gmail.com

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
We Accept all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

EMPIRE STATE INSURANCE & EXPRESS DMV SERVICE
Plates & Registration For (TLC, Regular, Commercial, Vehicles)
Plate Surrender, Duplicate Tittle & Registration
Address Change, Title Only, Replace lost Plates
WE INSURE AUTO, HOME BUSINESS, TLC (UBER & LYFT), GENERAL LIABILITY, WORKERS COMPENSATION, DISABILITY, BONDS.
আপনার সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্সের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
Shipping Services Domestic And International (Fedex, DHL), Money Transfer
6 Hours DDC.
CALL: 718-297-3100
Free Quotes At
www.wmpirestate168.com
8752 168Th St. 2nd Fl.
Jamaica, NY 11432

অতীতে যেভাবে বিদায় নেন রাষ্ট্রপতিরা

(প্রথম পাতার পর)

ওপর ভিত্তি করে কিছু রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, কেউ পদ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, আবার কখনো তাদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের মানসিক দূরত্বের কারণে পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে।

আবু সাঈদ চৌধুরী : আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডন থেকে ফিরে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। তখন শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সময় নানা বিষয় নিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরীর মধ্যে মনোবেদনা তৈরি হয়। তার এসব মনোবেদনার কথা রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। চৌধুরী মনে করতেন তাকে অবহেলায় রাখা হয়েছে এবং তিনি দেশের কোন কাজে লাগছেন না। তাছাড়া বঙ্গভবনে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তখন বঙ্গভবনে কর্মরত ছিলেন মাহবুব তালুকদার, যিনি পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন। বঙ্গভবনের নানা ঘটনা নিয়ে মাহবুব তালুকদার 'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। সে বইতে তালুকদার লিখেছেন, প্রথম দিকে কয়েকজন মন্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে আসলেও কালক্রমে দেখা গেল প্রায় সবাই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় রাষ্ট্রপ্রধানকে পরিহার করেছেন। 'রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনকালে তিনি স্বভাবতই আশা করেছিলেন মন্ত্রীরা নিয়মানুযায়ী তার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করে নিজ নিজ মন্ত্রনালয়ের বিষয় ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন।' এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার নানা ইস্যু এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নানা সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আর কিছুদিন গেলেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার মানসিক দুরত্ব জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যেতো। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর গণতন্ত্রের মূলধারা থেকে অনেক সরে আসেন। এটাও রাষ্ট্রপতির জন্য সহজে গ্রহণীয় ছিলনা। অনেকদিন তিনি আমাকে বলেন, গণতন্ত্র ও জাতির জনকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে।' 'আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রখর ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য অনেক সময় বিব্রতকর মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে বলে আমার ধারনা,' লিখেছেন মাহবুব তালুকদার। এমন প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর।

মুহম্মদুল্লাহ : আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি করা হয় মুহম্মদুল্লাহকে। তিনি ছিলেন তৎকালীন জাতীয় সংসদের স্পিকার। মাহবুব তালুকদারের মতে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আবু সাঈদ চৌধুরী এবং মুহম্মদুল্লাহর মধ্যে অনেক ফাঁরাক ছিল। তাকে নিয়ে সরকারের সাথে কখনো টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়নি। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ নিজেও এসব বিষয় নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতেন না। 'রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহর বঙ্গভবনে অধিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুকে স্বস্তি ও আরাম দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। নতুন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহকে যা কিছু বলা হতো, তিনি তা করতেন,' লিখেছেন মাহবুব তালুকদার। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহকে খুব একটা মূল্যায়ন করা হতো না। এবং এ বিষয়টি নিয়ে তিনি বিচলিত ছিলেন না। এ রকম একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন মাহবুব তালুকদার। ১৯৭৫ সালের ৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির কর্মসূচি অনুযায়ী নেপালের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে আসার কথা। এজন্য রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ নিজেও তৈরি ছিলেন। কিন্তু সকালে পত্রিকা মারফত তিনি জানতে পারলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী আজ ঢাকায় আসছেন না। ঢাকায় আসার তারিখ তিনি দুদিন আগেই পিছিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতিকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহর মেয়াদও শেষ হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান : ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার। এর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় রাষ্ট্রপতি হন। শেখ মুজিবুর রহমানের যে পদক্ষেপ নিয়ে এখনো সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়, সেটি হচ্ছে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই শাসন ব্যবস্থা বাকশাল নামে পরিচিত। এই শাসন ব্যবস্থা শেখ মুজিবুর রহমান খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি। বাকশাল প্রবর্তনের মাত্র সাত মাসের মাথায় সেনাবাহিনীর তৎকালীন কিছু কর্মকর্তা তাকে হত্যা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন খন্দকার মোশতাক আহমদ।

খন্দকার মোশতাক আহমেদ : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। তিনি মোট ৮১ দিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় তিনি বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরে তাকে বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের গঠিত বাকশালে খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর

জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম : খন্দকার মোশতাক আহমেদ ক্ষমতাচ্যুত হবার পরে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি। তিনি রাষ্ট্রপতি হলেও তখন রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল কার্যত সেন-প্রধান জিয়াউর রহমানের হাতে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ছিলেন 'ক্ষমতাহীন' রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সংসদ ও মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দিয়ে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। এ বিষয়টিকে অনেকে নজিরবিহীন বলে বর্ণনা করেন। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং বেসামরিক রাষ্ট্রপতি কীভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হতে পারেন সেটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠানে অপারগতার জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহামানের উচ্চাকাঙ্খাকে। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগের পর অবসর জীবনে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম একটি বই লিখেছেন 'অ্যাট বঙ্গভবন: লাস্ট ফেইজ'। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে যান। মূলত; তাৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান চাননি যে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম আর রাষ্ট্রপতি থাকুক। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। যদিও সায়েমের পদত্যাগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের বিষয়টি।

জিয়াউর রহমান : ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম সরিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জিয়াউর রহমান উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে প্রধান করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। এ নির্বাচন নিয়ে বেশ বিতর্ক ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে 'প্রহসনের নির্বাচন' বলে অভিহিত করেন। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ না ছেড়েই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি গঠন করেন। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে একদল সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়।

আব্দুস সাত্তার : জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সহ-সভাপতি পদে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৬৬% ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন। যদিও সে নির্বাচন নিয়ে বেশ বিতর্ক ছিল। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাপ্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন।

আহসান উদ্দিন চৌধুরী : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। এর তিনদিন পর, অর্থাৎ ১৯৮২ সালের ৩০ মার্চ জেনারেল এরশাদ আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে বসান। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরীর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব ছিল না, কারণ ঘোষিত সামরিক আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা ছিল যে সিএমএলএর উপদেশ বা অনুমোদন ব্যতীত প্রেসিডেন্ট কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। আহসান উদ্দিন চৌধুরী ২০ মাসের মতো রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এক পর্যায়ে জেনারেল এরশাদ আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতি হন।

এইচ এম এরশাদ : রাষ্ট্রপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে অপসারণ করে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকার সময় দুটো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একটি ১৯৮৬ সালে এবং আরেকটি ১৯৮৮ সালে। এদুটি নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক ছিল। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার সময় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে সোচ্চার হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে সবগুলো বড় রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন জেনারেল এরশাদ।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ : নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর আন্দোলনকারী তিন জোটের অনুরোধে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করা। বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ একই সঙ্গে প্রধান নির্বাহী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৯১ সালের সে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরল সমঝোতায় দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর উত্তরসূরি নির্বাচন করেই তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে সুপ্রিম কোর্টে ফিরে গিয়েছিলেন। নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের পর শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালের ১০ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ফিরে যান। ১৯৯৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস : ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন আব্দুর রহমান বিশ্বাস। আব্দুর রহমান বিশ্বাস বরিশালে আইন পেশা এবং রাজ-নীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বরিশাল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্বাস আব্দুস সাত্তার সরকারের মন্ত্রিসভায়ও ছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মূলত রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এরপর ৪ এপ্রিল ১৯৯১ তিনি জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৬ সালের ৮ অক্টোবর তার মেয়াদ শেষ হয়।

সাহাবুদ্দিন আহমদ : ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সাহাবুদ্দিন আহমদকে আবারো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে সংসদের মাধ্যমে। সে বছরের ৯ অক্টোবর থেকে ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি আহমেদ। তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর 'জননিরাপত্তা আইন' নামে একটি বিতর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সই করতে অস্বীকৃতি জানান। সেকারণে তার সঙ্গে তৎকালীন সরকার এবং আওয়ামী লীগের তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। তখন থেকে সেই সম্পর্কে আর উন্নতি হয়নি। ২০০১ সালে নির্বাচনে পরাজিত হবার পর আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি সাহাবউদ্দিনের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ এনেছিলেন। সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অতি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার পাঁচ বছরের মেয়াদে সাহাবুদ্দিন আহমেদ তার নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য প্রশংসিত ছিলেন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের ১৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট হবার পর এমন নাটকীয় পদত্যাগের ঘটনা আর ঘটতে দেখা যায়নি। ২০০২ সালের ২১ জুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে পদত্যাগ করেন চৌধুরী। সেসময় বিএনপি সংসদে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল। তার আগে বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠকে অনেক সংসদ সদস্য দাবি তোলেন যে রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী পদত্যাগ করুন। অন্যথায় তাকে ইমপিচ করার হুমকি দেন তারা। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র সাত মাস সাত মাসের মাথায় বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে কেন বিদায় নিতে হয়েছিল, তার নানাবিধ কারণ উল্লেখ করে তখনকার সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল। যেসব কারণের কথা ওইসব প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে: * জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে তার সমাধিতে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন না করা। * রাষ্ট্রপতির বাণীতে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ না করা। * বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনাকে মুন্সিগঞ্জে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতির ছেলে এবং সংসদ সদস্য মাহী বি. চৌধুরীর তোরণ নির্মাণ। * রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন বক্তব্যে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ব্যবহার না করা, কারণ 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বিষয়টি বিএনপি রাজনৈতিকভাবে ধারণ করে। এছাড়া বদরুদ্দোজা চৌধুরী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন। এটি নিয়ে বিএনপি বেশ নাখোশ ছিল।

ইয়াজউদ্দিন আহমদ : বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতির পদের জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে পছন্দ করা হয় অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ। ২০০২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বিএনপি ক্ষমতা ছাড়ার পর ২০০৬ সালে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বের সঙ্গেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্বও নেন, যা সেই সময় দেশের রাজনীতিতে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশের রাজনীতির এক উত্তাল সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেব দায়িত্ব নেন ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় ২০০৬ সালে তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানেরও দায়িত্ব নেওয়াটা তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয় এবং তার প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার পদ্ধতিটি কিছুটা নিয়মের লঙ্ঘন বলেও মনে করেন অনেকে। ইয়াজউদ্দিন আহমদ বিএনপির মনোনীত রাষ্ট্রপতি হলেও তাকে নিয়ে এক পর্যায়ে বিএনপি নেতারাও সমালোচনা করেছিলেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ২০০৭ সালে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ থামাতে তিনি কোন ভূমিকা রাখেননি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইয়াজউদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বিদায় নেন।

জিল্লুর রহমান : ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেছে নেওয়া জিল্লুর রহমানকে। ২০০৮ সালে জি-ল্লুর রহমান জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি নবম জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জিল্লুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ছিল সুদীর্ঘ। ২০১৩ সালের ২০ মার্চ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আব্দুল হামিদ : জিল্লুর রহমানের অসুস্থতার কারণে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন আব্দুল হামিদ। তিনি হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরপর দুই মেয়াদে দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। হামিদ প্রথম মেয়াদে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক লালন ও লোক উৎসব উদ্বোধন করবেন নীনা হামিদ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে দ্বিতীয় বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লালন ও লোক উৎসব। আগামী ২৬ অক্টোবর জ্যামাইকার মেরি লুইস একাডেমি হলে 'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যেদিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জাতি, গোত্র নাহি রবে' শ্লোগানে এই উৎসব উদ্বোধন করবেন লোকসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী নীনা হামিদ। গত ১৬ অক্টোবর লালন ফকিরের ১৩৪তম তিরোধান দিবসে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসবের ঘোষণা দেন লালন পরিষদ ইউএসএ-এর আহ্বায়ক মো. আব্দুল হামিদ। আয়োজকরা জানান, বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবধর্মের অনুসারী, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব লালন ফকিরের দর্শন-চিন্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই উৎসবের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে গান, নাচ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, চিত্রকলা, তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে লালনকে উপস্থাপন করা হবে।

উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ও বিজ্ঞানী ড. নূরুন নবী, সংগীতশিল্পী তাজুল ইমাম, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন হোম কেয়ারের কর্ণধার শাহনেওয়াজ ও উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল আমিন বাবু। বক্তব্য রাখেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক শাহনেওয়াজ, আহ্বায়ক মো. আব্দুল হামিদ, কমরেড জাকির হোসেন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লুৎফুন নাহার লতা, সংগীতশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, মেলাল শাহ, সমন্বয়ক গোপাল সান্যাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া ও সঞ্চালনা করেন মিডিয়া সমন্বয়কারী পিনাকী তালুকদার।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার • পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড • মগ
ক্যালেন্ডার • ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন • লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার • আইডি কার্ড
মেনু • টি-শার্ট
পত্রিকা এড • রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড • ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার • লেমিনেশন
ক্রেস্ট • ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN
PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কমলা!

(প্রথম পাতার পর)

আগে ৯টি নির্বাচনে সঠিক পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এ জন্য তাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির পূর্বাভাসের 'নস্ট্রাডামাস' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি বলেছেন, এবার নির্বাচনে কমালা হ্যারিসের পক্ষ থেকে বড় বিস্ময় বা সারপ্রাইজ আসছে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন এবার ৫ই নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকান ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নির্বাচনে খুব সম্ভব বিজয়ী হবেন কমালা হ্যারিস। যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন ইনকুইজিটর এ খবর দিয়েছে। এতে বলা হয়, লিচম্যান ইউটিউবে সরাসরি এক অনুষ্ঠানকালে এ দাবি করেছেন। ইমেইলে দেয়া কিছু রাজ্যের ভোট ডেমোক্রেট পার্টির বিজয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। নিউজউইকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, জবাবে লিচম্যান বলেছেন- আমি এটা বলতে পারি না যে- এর অর্থ ওইসব রাজ্য নীল (ব্লু) হয়ে যাবে। তবে এটা নিশ্চিত একটি চিহ্ন যে, এসব রাজ্য নীল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ডেমোক্রেটদের রং নীল বা ব্লু। তিনি ডেমোক্রেটদের জয় বোঝাতে নীল শব্দটি ব্যবহার করেছেন। লিচম্যান ২০১৬ সালে রিপাবলিকানদের অবমূল্যায়ন করেছিল। কিন্তু ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো- এবার ডেমোক্রেটদের ভোটের শক্তি কমে যাবে। সাম্প্রতিক জাতীয় পর্যায়ের জরিপে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অল্প ব্যবধানে এগিয়ে আছেন কমালা হ্যারিস। ফাইভ থার্টি এইটের তথ্যমতে, গত বুধবার সকালে দুই প্রার্থীর এই ব্যবধান ছিল মাত্র ২.৪ পয়েন্ট। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিচম্যান উদাহরণ হিসেবে জর্জ স্যান্তোসের কংগ্রেসনাল আসনের বিশেষ নির্বাচনের কথা তুলে ধরেছেন। সেখানে ডেমোক্রেট প্রার্থী চূড়ান্ত ভোটে মাত্র সাত পয়েন্টে জয়ী হয়েছেন। বিশেষ ওই নির্বাচনে স্যান্তোসের আসন পেয়েছেন ডেমোক্রেট টম সুজি। একসময় এই আসন তারই দখলে ছিল। লিচম্যান তার পূর্বাভাসে বলেন, যদিও জরিপে এক বা দুই পয়েন্টে হেরফের হচ্ছে, তবু জরিপের চেয়ে তারা এক বা দুই পয়েন্ট বেশি ভাল করবে। তারা পেনসিলভ্যানিয়াতে ভালোভাবে জিতবে। উল্লেখ্য, অ্যালান লিচম্যান আমেরিকান ইউনিভার্সিটির একজন সম্মানিত প্রফেসর। তিনি 'কীজ টু দ্য হোয়াইট হাউস' পূর্বাভাস বিষয়ক মডেল সৃষ্টির জন্য সুপরিচিত। এর মধ্য দিয়ে তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে সঠিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঠিক পূর্বাভাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, তার মডেলের অত্যাবশ্যকীয় ১৩টি সূচকের মধ্যে যদি ৬ বা তারও অধিক ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষে যায়, তাহলে নির্বাচনে তারা সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত হয়। অন্যদিকে, কিন্তু যদি ৬টির কম সূচক তাদের বিপক্ষে যায় তাহলেই তাদের জয়ের খুব ভাল সম্ভাবনা থাকে। এসব সূচককে ইংরেজিতে 'কীজ' আখ্যায়িত করে তিনি বলেছেন, এগুলো নির্ভুলভাবে কাজ করবে। এসব সূচক হচ্ছে রাজনৈতিক পূর্বাভাসে নর্দার্ন স্টারের মতো ধ্রুব। ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে পূর্বাভাসে তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন কমালা হ্যারিস। তবে এ বিষয়ে ভোটারদের রায়ই চূড়ান্ত।

আট রাজ্যের ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে আছেন কমলা

৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসকে ঘায়েলে প্রায়ই নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন তিনি। এবার কমলা হ্যারিসকে খ্রিস্টধর্মের শত্রু হিসেবে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, কমলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে খ্রিস্টানরা। স্থানীয় সময় সোমবার নর্থ ক্যারোলিনায় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ দাবি করেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাতটি স্যুইং স্টেটের অন্যতম নর্থ ক্যারোলিনার কনকোর্ডে টানা ১১ ঘণ্টার বৈঠকে ধর্মীয় নেতাদের ট্রাম্প বলেন, ধর্মের জন্য তিনি (কমলা) ভয়ংকর হুমকিস্বরূপ। তিনি খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং ইভানজেলিক্যাল ও ক্যাথলিক চার্চের জন্যও খুবই ক্ষতিকর একজন। নির্বাচনি প্রচারে নর্থ ক্যারোলিনায় এটি ছিল ট্রাম্পের তৃতীয় সমাবেশ।

সেখানে ট্রাম্প কমলার প্রতি ইঙ্গিত করে আরও বলেন, খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধ কুৎসা রটনাকারী এবং ধর্মের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিবেচিতদের দমনে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। তবে এ টাক্সফোর্সের ধরন কেমন হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাইডেন প্রশাসনের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের মা হিন্দু এবং বাবা ছিলেন খ্রিস্টান। তিনি বিয়ে করেছেন একজন ইহুদিকে। নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের চার্চে। অন্যদিকে ট্রাম্প বড় হয়েছেন খ্রিস্টান হিসেবে। তবে নিয়মিতভাবে চার্চে যান না। অবশ্য ট্রাম্প কিংবা কমলা ধর্মভীরু কি না এ ব্যাপারে কখনোই কিছু বলেননি। এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে কদিন ধরেই ট্রাম্প এবং কমলা চষে বেড়াচ্ছেন স্যুইং স্টেটগুলো। মিশিগান, অ্যারিজোনা, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, পেনসিলভেনিয়া, উইসকনসিন, নেভাদা- এ সাত স্টেটের ভোটেই ফলাফল নির্ধারিত হয়। এ সাত রাজ্যের সঙ্গে ফ্লোরিডাকে যুক্ত করে 'রেডফিল্ড অ্যান্ড উইলটন' পরিচালিত জরিপে ট্রাম্প ও কমলার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে। ২১ অক্টোবর প্রকাশিত এ জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী, জনপ্রিয়তার হিসাবে আরিজোনায় কমলার চেয়ে ৩ শতাংশের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প, যা ৪৯%-৪৬%। ফ্লোরিডায় ট্রাম্প ৪৯% এবং কমলা ৪৫%, জর্জিয়ায় ট্রাম্প ৪৮% এবং কমলা ৪৭%, নেভাদায় ট্রাম্প ৪৭% এবং কমলা ৪৬%, নর্থ ক্যারলিনায় ট্রাম্প ৪৮%, কমলা হ্যারিস ৪৫% ভোটারের সমর্থন পাচ্ছেন। জরিপ অনুযায়ী মিশিগান, উইসকনসিন এবং পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পের তুলনায় কমলা মাত্র ১ শতাংশ বেশি (৪৭%-৪৬%) সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আছেন। তবে এ আট রাজ্যের ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস। এ জরিপেও কমলার চেয়ে ট্রাম্পের প্রতি পুরুষ ভোটারের ঝোঁক বেশি বলে উঠে এসেছে। পুরো আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারের মধ্যে পরিচালিত অন্য জরিপেও পুরুষ ভোটারের মাঝে কমলার চেয়ে ট্রাম্পের পাল্লা ভারী বলে উঠে এসেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.co

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বনাম বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

(প্রথম পাতার পর)

ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান শিবিরের ভোটার ও সমর্থকরা প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে যার যার অবস্থান থেকে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভিবাসী আমেরিকানরাও মাঠে নেমেছে তাদের স্বার্থ ও অস্থিত্বের প্রশ্নে। নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের নির্বাচনমুখী কর্মকান্ড ততই বাড়ছে। যুক্তরাষ্টের আভ্যন্তরীন ও চলমান অস্থির বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মুসলিম অভিবাসীদের জন্য। এসব নিয়ে শুধু আমেরিকানরাই নয় গোটা বিশ্ববাসী রয়েছে ভীষন উদ্বেগ-উৎকন্ঠায়। কে হচ্ছেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট।

এমন একটি সময় নিউইয়র্কের বাংলাদেশী আমেরিকানদের একটি অংশ নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে স্থানীয় সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী প্রচারণায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এক সপ্তাহ পূর্বে ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে চলছে ভিন্নতর একটি উন্মাদনা। দু'বছর মেয়াদের ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করার জন্য গঠিত হয়েছে দু'টি প্যানেল। অতীতের ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য প্রার্থী ও তাদের সমর্থকগণ বানিয়েছেন নিজ নিজ ভোট ব্যাংক। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে মাসাধিককাল ধরে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেলের প্রার্থী, সমর্থক ও কথিত মুরুব্বিরা। নিবন্ধিত ১৮ সহস্রাধিক ভোটারের দ্বারে দ্বারে এখন ঘুরছেন তারা। গভীর রাতে রবোফোনে ভোটারদের জাগিয়ে তুলে ভোট চাচ্ছেন। এসব নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছেন ভোটাররা। নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকাগুলো সয়লাব পোষ্টার লিফলেটে। নরসুন্দরখানা, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, গ্রোসারী, রাস্তায় পাশের দেয়াল, ল্যাম্পপোস্ট, গাছপালা সর্বত্রই শোভা পাচ্ছে প্রার্থীদের ছবি সম্বলিত বিভিন্ন আকারের পোষ্টার-ব্যানার। পথচারীদের কৌতুহলের শেষ নেই এসব দৃশ্য দেখে। সভা সমাবেশ চলছে রাজকীয় ধাঁচে। রাস্তায় মিছিল চলছে বিভিন্ন এলাকায়। এমন ভাবে প্রচারণা চলছে যেন সিটির তিন লাখ বাসিন্দার সবাই সোসাইটির ভোটার। যারা ভোটার নয় এমন অনেকে এক প্যানেলের সমাবেশে অ্যাপিটাইজার খেয়ে অন্য প্যানেলের সভায় গিয়ে ডিনার সারছেন।

উভয় প্যানেলই মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করছেন নির্বাচনী প্রচারণায়। প্যানেলের কথিত মুরব্বিরা ছক আঁকছেন নানারকম কৌশলের। সমর্থিত প্যানেল বিজয়ী হলে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য অনেকে মোটা অংকের অর্থ বিনিয়োগ করেছেন এমন খবরও আছে বাজারে। নির্বাচনী প্রচারণায় প্যানেলের পক্ষ থেকে এজেন্ডার কথা জানানো হচ্ছে। যার মধ্যে ইহকালের চেয়ে যেমন পরকাল প্রাধান্য পাচ্ছে, তেমনি আমেরিকান হিসেবে এদেশের সুযোগ-সুবিধার চেয়ে বাংলাদেশে কি সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে দেয়া হচ্ছে সেসব বয়ান।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী প্রচারণার কারণে চাপা পড়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব। বাংলাদেশী অভিবাসীরা কোন দল বা প্রার্থীকে ভোট দিবে এবং ভোট দেয়ার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত কোন আলোচনা নেই কমিউনিটিতে। যারা বিভিন্ন সময় মূলধারার রাজনীতিতে নিজেদের নেতৃত্বের কথা জাহির করেন তাদেরকেও দেখা যাচ্ছে না মূলধারার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়। শুধু প্রেসিডেন্ট নয় হাউজ অব রিপ্রেসেন্টেটিভসের সবগুলো আসন সহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৫ নভেম্বর। নানা কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। এই নির্বাচনে বাংলাদেশী আমেরিকানরা যদি তাদের নাগরিক শক্তি প্রদর্শন না করতে পারে, অসম্পৃক্ত থেকে যায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে তাহলে তারা বরাবরই থেকে যাবে অবহেলিত।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের দিন-তারিখ যুক্তরাষ্টের জাতীয় নির্বাচনের মৌসুমে জুড়ে দেয়া কতোটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। আমেরিকান সমাজে মূলধারার রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে শামুকের মতো গুটিয়ে রেখে আর যাই হোক নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত কল্যাণের দোহাই দেয়া যাবে না। বাংলাদেশী আমেরিকান নতুন প্রজন্ম তাদের অভিভাবকদের দেশীয় স্টাইলের রাজনীতি নির্বাচন নিয়ে নাখোশ। নিউইয়র্ক সিটিতে তিন শতাধিক সংগঠন থাকলেও এসবের সাথে সম্পৃক্তি নেই তাদের।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরী এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া সহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণ করতে হলে এদেশের মূল স্রোতধারায় থেকেই তা আদায় করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের রয়েছে বড় ধরণের তহবিল। নিউইয়র্ক সিটির ১১৩ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের বড় একটি অংশ ব্যয় করা হয় বিভিন্ন কমিউনিটির সেবায়। শুধুমাত্র সঠিক নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার অভাবে এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত বাংলাদেশী কমিউনিটি। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে কমিউনিটিতে কোন ধরণের সভা সমাবেশ প্রচারণার উদ্যোগ আয়োজন নেই কোথাও। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীরা ভিন্ন কোন গ্রহের বাসিন্দা। সাধারণ প্রবাসীদের মাঝের এসব নিয়ে রয়েছে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোতে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি বিনষ্টের কারণ বলে মনে করেন তারা। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ঘিরে অতীতে প্রায়ই আইন-আদালত করতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে। কমিউনিটির সিংহভাগ সংগঠনের নির্বাচন ও নেতৃত্বের লড়াইয়ে বিরাট অংকের অর্থের অপচয় পরিণত হয়েছে একটি প্রচলিত-রীতিতে। নেতৃত্ব ও আর্থিক হিসেব-নিকেষের কারণে সংগঠন ভেঙ্গে হচ্ছে খান খান। বাংলাদেশ সোসাইটি বিগত অর্ধ শতাব্দীতে ভালো কোন কাজ করেনি তা বলা যাবে না। তবে আরো অনেক ভালো কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এবারের নির্বাচনে উভয় প্যানেলেই কয়েকজন প্রার্থী আছেন যারা কমিউনিটির কল্যাণে অবদান রাখার যোগ্যতার অধিকারী। এমনকি জানামতে সদিচ্ছাও আছে তাদের। তবে নেতৃত্বের গন্ডীকে করতে হবে আরো প্রসারিত। বাংলাদেশী কমিউনিটি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভেবেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে বাড়াতে হবে অংশীদারিত্ব।

ফেসবুকের হিরো থেকে জিরো তারা

(প্রথম পাতার পর)

মিডিয়ায় জনপ্রিয় একটি প্লাটফর্ম ফেসবুক। যে প্লাটফর্মে দেশের শহর থেকে গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ সংযুক্ত। প্রায় সববয়সী মানুষ এখন খবর কিংবা বিনোদন পেতে ফেসবুককে বেছে নিয়েছেন। এই ফেসবুকের কল্যাণে এখন খুব সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব। তবে সেই জনপ্রিয়তা কতটা দীর্ঘমেয়াদী তা নিয়ে এখন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ছাত্র-জনতা আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ফেসবুকে দেশজুড়ে জনপ্রিয় কয়েকজন আড়ালে চলে গেছেন। এমনি কয়েকজন হচ্ছেন হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন, চট্টগ্রাম-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ফারাজ করিম চৌধুরী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি। এই তিনজনেই মানবসেবাসহ সমাজের নানা অসঙ্গতি নিয়ে ফেসবুকে সরব ছিলেন। দেশজুড়ে যাদের অগনিত ভক্ত ছিল। কিন্তু গত ৫ আগস্ট পর থেকে তাদের নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়েছে। ফলে ফেসবুক কার্যক্রম থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন। এক সময়ের ফেসবুকের হিরো, পটপরিবর্তনের হাওয়ায় এখন জিরোতে বলে মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা। এছাড়াও তাদের কার্যক্রম লোক দেখানো বলে অনেকেই মন্তব্য করছেন।

যেভাবে উত্থান ঘটে ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমনের : হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন ফেসবুকে ব্যাপক জনপ্রিয় মুখ। তিনি নিজ এলাকার ছোট ছোট সমস্যা নিজের অর্থায়নে সমাধান করতেন। সেসব কর্মকান্ড ফেসবুকে লাইভ করার মাধ্যমে ফেসবুকে তার উত্থান ঘটে। দেশে নানা অনিয়মের মধ্যে তার এসব কর্মকান্ড তরুণ প্রজন্মসহ সবাই ভালোভাবে নিতেন। এভাবে তিনি দেশজুড়ে খ্যাতি লাভ করেন। দুর্নীতি-অনিয়মের বিপক্ষে কথা বলার পাশাপাশি তিনি ফুটবল খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নিজের নামে নিজ এলাকায় একটি ফুটবল একাডেমিও আছে তার। সেই একাডেমির খেলোড়ারদের নিয়ে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন। সেই খেলাগুলো হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হতেন। বলা চলে ব্যারিস্টার সুমন যেখানেই যায় সেখানেই মানুষের ঢল নামে। সেই জনপ্রিয়তা তাকে সংসদ সদস্যও বানায়। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তা এখন শূণ্যের কোঠায় পৌঁছেছে। দেশে জুলাই-আগস্টে চলা ছাত্র আন্দোলনে শুরুর দিকে নিরব ছিলেন ব্যারিস্টার সুমন। পরে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে তিনি মুখ খুলেন। সেই আন্দোলনে ছাত্রদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে তার জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পালানোর পর ব্যারিস্টার সুমন ফেসবুক প্রচারণা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সবশেষ গত সোমবার তিনি লাইভে আসেন। পরে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, এখন তিনি রিমান্ডে আছেন। ফেসবুকে ব্যাপক জনপ্রিয় সুমন এখন জিরো হিসেবে মূল্যায়িত হচ্ছেন। তাকে নিয়ে নেটিজেনরা নানা কটাক্ষ করে পোস্ট দিচ্ছেন।

ফেসবুকে মানবতার ফেরিওয়ালা ছিলেন ফারাজ করিম : চট্টগ্রামের রাউজানের সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর ছেলে ফারাজ করিম। যাকে ফেসবুকে মানুষ মানবতার ফেরিওয়ালা বলেন। চট্টগ্রামের রাউজানে যিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন। বিশেষ করে সন্তানের দ্বারা বাবা-মা নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত কয়েকটি ভিডিও ফেসবুকে শেয়ার করার মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এছাড়াও বন্যার সময় অসহায় মানুষদের সহযোগিতা, কোরবানি ও ঈদে অস্বচ্ছলদের মাঝে আর্থিক অনুদানসহ ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি সহযোগিতা পাঠিয়েছিলেন। এসব কর্মকান্ডের ভিডিও তিনি তার নিজ ফেসবুক পেজে শেয়ার করতেন। এসব ভিডিওয়ের মাধ্যমে তিনি দেশজুড়ে মানবতার ফেরিওয়ালা উপাধি পান। কিন্তু গত ৫ আগস্ট পর তিনি ফেসবুক পেজে নিষ্ক্রিয় পাশাপাশি নিজেও আত্মগোপনে গেছেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শতশত শিক্ষার্থী নিহত হলেও ফারাজ করিমকে কোন মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। অথচ ফেসবুকে তিনি সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আন্দোলন চলাকালেই তরুন সমাজ তাকে প্রত্যাখান করে। দেশজুড়ে জনপ্রিয় ফারাজ করিমের এই অবস্থা হওয়ার পিছনে ভয়ংকর কিছু কর্মকান্ড রয়েছে। গত ৫ আগস্ট পর সেই কর্মকান্ডগুলো সামনে এসেছে। রাউজানে তার বাবার বিরুদ্ধে কথা বললেই 'আয়নাঘরে' নিয়ে নির্যাতন করতেন ফারাজ করিম। এছাড়াও জমি দখলও নানা অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ফেসবুকের এক সময়ের হিরো ফারাজ এখন ক্ষমতার পালাবদলে আত্মগোপনে রয়েছেন। তার ফেসবুক পেজটিও এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একসময়ের ফেসবুকের রাজাকে এখন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

তরুণ-তরুণীদের আইকনখ্যাত তৌহিদ আফ্রিদি আড়ালে কেন? : ফেসবুকে তরুণ কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে অন্যতম তৌহিদ আফ্রিদি। এক শ্রেণির তরুণ-তরুণীদের কাছে তার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেই হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তার সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমনকি বিভিন্ন বিষয়ে করা তার ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হতো। কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে শতশত শিক্ষার্থী ও জনতা পুলিশের গুলিতে নিহত হলেও তিনি চুপ ছিলেন। ফলে আন্দোলন চলাকালেই ছাত্র-জনতা তাকে বয়কট করেন। গত ৫ আগস্টের পর তৌহিদ আফ্রিদি ফেসবুকে নিজের কর্মকান্ড থেকে সরে এসেছেন। এখন আগের মতো তাকে কার্যক্রম করতে দেখা যাচ্ছে না। এই তিনজনসহ আরও অনেক ফেসবুক সেলিব্রেটিকে গত ৫ আগস্ট পর থেকে ফেসবুকে হিরো থেকে জিরো হতে দেখা গেছে। নেটিজেনরা বলছেন, 'ফেসবুকে সহজেই যেমন জনপ্রিয় হওয়া যায়, তেমনি যেকোনো সময় হিরো থেকে জিরো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক এমনটিই ঘটছে তাদের ক্ষেত্রে।

ইতিহাসের কাঠগড়ায় মুজিব

শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমেদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, অলি আহাদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মো. নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া, মাহফুজ আলম

(প্রথম পাতার পর)

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে আওয়ামী লীগের উদ্দেশে স্ট্যাটাসে আরো লেখেন- 'যাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই গণহত্যা নিয়ে, তাদের সাথে নো-রিকন্সিলিয়েশন। আগে বিচার, তারপর সমঝোতা!' মুজিববাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের এই ঘোষণা কি সময়োপযোগী? রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে দীর্ঘ ১৫ বছর শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু, মুজিববাদ, শেখ মুজিবুর রহমান 'বন্দনা' করতে পুরো জাতিকে বাধ্য করেছেন। হাজার বছরের পুরোনো বাঙালি জাতির ঘাড়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' ও 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' পাথর চাপিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পালিয়ে যাওয়ার আগে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কায়দায় ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও অনুগত পুলিশ দিয়ে গণহত্যা করেছেন। হিন্দুত্ববাদী ভারতে আশ্রয় নেয়া মুজিববাদের কর্ণধার হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুরু হয়ে গেছে। বিগত ১৫ বছর দেশ ছিল 'মুজিবময়'। সেই শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। হাসিনা রেজিমে মুজিবকেন্দ্রিক সব কিছু হয়েছে। মুজিবের নাম জপতে জাতিকে বাধ্য করা হয়েছে। বই-পুস্তক, টাকা-পয়সা, স্কুল-কলেজ-মাদরাসা, মসজিদ-মন্দির– সর্বত্রই করতে হয়েছে 'মুজিব বন্দনা'। দেশকে মুজিবময় করতে এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে, চণ্ডিদাসের 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কবিতা বদলে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে শেখ মুজিব সত্য, তাহার উপরে নাই'। হাসিনাকে খুশি করতে একজন ব্যবসায়ী তো ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'পৃথিবীতে থাকব, মরণের পরও আপনার সাথে থাকব'।

আল্লাহ, রাসূল (সা:), পবিত্র কুরআন নিয়ে কটুক্তিকে বড় অপরাধ হিসেবে দেখা হতো না, শেখ মুজিবের নামে কটাক্ষ বা অপ্রিয় সত্য কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে কারাগার, কারাবাস। মুজিবকে নিয়ে কেনো বিতর্ক সহ্য করত না আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব কী মানুষ ছিল না? মানুষের দোষ-গুণ ভুলত্রুটি থাকতে পারে না? নাকি শেখ মুজিব ফেরেশতা বা শয়তান ছিলেন? ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেয়া শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে নির্বাচন করে প্রথম এমপি এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হয়ে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে দুই বছর কারবাস করেন। অতঃপর দীর্ঘ ১০ বছর জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া এবং স্বাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তারই নেতৃত্বে হয়েছিল। মূলত আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়ায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেন শেখ মুজিব। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ সত্তরের নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভূমিধস বিজয় পায়। অতঃপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমশি করায় মুজিবের নেতৃত্বেই তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় গণহত্যার পর ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ইতিহাসে প্রচার রয়েছে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতারা যখন পালিয়ে ভারতে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করেন, তখনো দলটির নেতারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীসহ সাধারণ তরুণ, কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুররা অংশ নেয়। পাকিস্তান বাহিনী যখন কোণঠাসা মুক্তিযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ ওসমানির কব্জায় যাচ্ছে, তখন ভারত চাণক্যনীতি গ্রহণ করে অক্টোবর মাসে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে। এ মুজিব বাহিনী দুই মাস পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বদলে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাধারণ যোদ্ধাদের উপর আঘাত করেছে বেশি।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক আমলনামা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়ার বক্তব্য থেকে। আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানকে মানুষ জাতির পিতা মানলে ৫ আগস্ট ভাস্কর্য ভেঙে ফেলত না।' নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'অর্ন্তবর্তী সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মনে করে না।' দুই উপদেষ্টার এই সময়োপযোগী বক্তব্য কেউ কেউ ঔদ্ধত্য বললেও সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নেটিজেন লিখেছেন, 'এরা সময়ের সাহসী সন্তান। শেখ মুজিবকে 'মহান নেতা' বানাতে গিয়ে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউল গণি ওসমানী, জিয়াউর রহমানের অবদানকে কার্পেটের নিচে চাপা দেয়া হয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে খাটো করছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক দুই তরুণ উপদেষ্টা 'শেখ মুজিব জাতির পিতা নন' এমন সাহসী বক্তব্যের উষ্মা প্রকাশ করে একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক লিখেছেন "হাসিনার দুঃশাসনের মাপকাঠিতে বঙ্গবন্ধুকে বিচার করা ঠিক হবে না।' তিনি হাসিনার শাসনামলের নিষ্ঠুরতা, একপক্ষীয় ইতিহাস চর্চা এবং ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের পাতানো নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনা যে তার পিতার পথ অনুসরণ করে ১৫ বছর নিষ্ঠুরতা চালিয়েছেন, পাতানো নির্বাচন করেছেন, সেটি ওই সম্পাদকের পিতা আবুল মনসুর আহমদ 'আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর' বইয়ে পরিষ্কার করে লিখেছেন।"

প্রখ্যাত লেখক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন– 'শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সফলে গেলে কলকাতায় মুজিব-ইন্দিরা মৈত্রি চুক্তিত হয়। সেই চুক্তির মাধ্যমে বেরুবাড়ি ভারতকে দেয়া হলে দেশের বিরোধী নেতারা ওই চুক্তিকে গোলামির চুক্তি প্রচার করে। ওই চুক্তির মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা হয়নি। বইয়ের ৬২৬-২৭ পৃষ্ঠায় মুজিবের শাসনামলে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরে তিনি লিখেছেন– 'এমনিতেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ মেজরিজি পাবে। আওয়ামী লীগের পক্ষে বোধহয় উদার হওয়াটা সম্ভব ছিল না। আমি লেখালেখির মাধ্যমে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করার প্রস্তাব দেই। কিন্তু নির্বাচনে শেখ মুজিব ব্যাপক প্রচারণা চালালেও বিরোধী নেতাদের প্রচারণা চালাতে দেয়া হয়নি। ওই নির্বাচনে বিরোধী নেতা আতাউর রহমান খাঁ, প্রফেসর মোজাফফর হোসেন, ডা. আলীমুর আল রাযী, নূরুর রহমান, রাজশাহীর মিজানুর রহমান, অলি আহাদ, সলিমুল হক খান মিল্কী, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, জিল্লুর রহিম, হাজি মোহাম্মদ দানেশ, বজলুস সাত্তারকে জয়ী হতে দেয়া উচিত ছিল।' ওই নির্বাচনে কুমিল্লার জাসদ প্রার্থীর বিজয় ঠেকিয়ে হেলিকপ্টারে ব্যালট ঢাকায় এনে নৌকার প্রার্থী খন্দকার মোশতাক আহমদকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। অলি আহাদ 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫' বইয়ে লিখেছেন– নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর শেখ মুজিব ফোন করে বলেন, 'অলি আহাদ তুই এমপি হলি না?'

ঢাবিতে ১০ জনের ঝটিকা মিছিলে আওয়ামী স্লোগান

ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ১০ জনের একটি দল ঝটিকা মিছিল করেছে। মিছিলে তারা জয় বাংলাসহ, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনাকে নিয়ে স্লোগান দেয়। ২৩ অক্টোবর (বুধবার) ভোরে মধুর ক্যান্টিনের সামনে এই ঘটনাটি ঘটে। ঝটিকা মিছিল ও স্লোগানের ৪৬ মিনিটের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, ১০ জনের একটি দল মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ চত্বরের দিকে যায়। এ সময় তারা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা আসবে' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তাদের মাথায় কালো ক্যাপ ও মুখে কালো মাস্ক ছিল। এ জন্য তাদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।

তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঢাবি শিক্ষার্থীরা এই ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বলে দাবি করছেন। অনেকে তাদের ছাত্রলীগের জঙ্গি হিসেবে অভিহিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। এদিকে 'জয় বাংলা' স্লোগানকে ফ্যাসিবাদী স্লোগান উল্লেখ করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলে, ফাঁকা ক্যাম্পাসে মুখ লুকিয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

সাপ্তাহিক পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
নতুন ঠিকানায়
86-47 164th Street, Suite#BH
Jamaica, New York 11432
Tel : 917-304-3912, 718-523-6299
Fax : 718-206-2579
E-mail : weeklybangladesh@yahoo.com
Web : www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত

(প্রথম পাতার পর)

কে জিতবেন তা নিয়ে বিভিন্ন জরিপ চলছে। এসব জরিপে কখনো বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার কখনো এগিয়ে যাচ্ছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সামগ্রিকভাবে জরিপগুলোর ফলাফল বলছে, আসন্ন নির্বাচনে এ দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের হালহকিকত নিয়ে সর্বশেষ জরিপ পরিচালনা করেছে রয়টার্স/ইপসস। এই জরিপে দেখা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে অল্প ব্যবধানে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস। ব্যবধান এতটাই কম যে, কমলার পক্ষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই। জরিপের ফলাফল বলছে, অংশগ্রহণকারী মার্কিন ভোটারদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ কমলার পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, ৪৩ শতাংশ ভোটার। এক সপ্তাহ আগে রয়টার্স/ইপসসের আরেক জরিপেও কমলা হ্যারিস এগিয়ে ছিলেন ট্রাম্পের চেয়ে। সেবার কমলার পক্ষ নিয়েছিলেন ৪৫ শতাংশ ভোটার আর ট্রাম্পের পক্ষ নিয়েছিলেন ৪২ শতাংশ ভোটার। এবার জরিপে উভয় প্রার্থীর পক্ষে ভোটার বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবে যেহেতু একটি জরিপে মার্জিন অব এরর ৫ শতাংশের আশপাশে থাকে, তাই এটি বলাই যায় যে, কমলার এগিয়ে থাকার বিষয়টি একেবারেই দৃঢ় নয়। কারণ, সর্বশেষ দুটি জরিপেই কমলা মাত্র ৩ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্পের তুলনায়। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, মার্কিন ভোটাররা অর্থনীতি ও অভিবাসন বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন এবং এই ইস্যুগুলোতে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছেন তাঁরা। জরিপে অংশ নেওয়া নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই বলেছেন, তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় ঠিক পথে নেই। ৬০ শতাংশ বলেছেন, অর্থনীতি ভুল দিকে যাচ্ছে এবং ৬৫ শতাংশ বলেছেন, অভিবাসননীতি ভুল পথে আছে।

ভোটাররা আরও বলেছেন, অর্থনীতি ও অভিবাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন প্রার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়গুলোতে ভালোড়তখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে ট্রাম্প ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার সমর্থন পেয়েছেন আর কমলা পেয়েছেন ৩৮ শতাংশের এবং অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্প ৪৮ শতাংশ ও কমলা ৩৫ শতাংশের সমর্থন পেয়েছেন।

যে কারণে ট্রাম্পকেই চান আরবুআমেরিকান মুসলিম ভোট-াররারাযে কারণে ট্রাম্পকেই চান আরবুআমেরিকান মুসলিম ভোটাররাবিভিন্ন জরিপে কমলা ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও তা নির্বাচন জয়ের জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে। জাতীয় জরিপগুলো ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত প্রদান করেছে। তবে নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণ হবে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে, যেখানে সাতটি অঙ্গরাজ্য নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে। এই অঙ্গরাজ্যগুলোকে বলা হচ্ছে ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটস।

এর আগে, ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিভিন্ন জরিপে হিলারি ক্লিনটন ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে গড়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে থাকলেও ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। মূলত ইলেকটোরাল কলেজে এগিয়ে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। চলতি নির্বাচনের আগে হয়ে যাওয়া জরিপগুলো দেখিয়েছে, ব্যাটলগ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যগুলোতে কমলা ও ট্রাম্প প্রায় সমান সমান অবস্থানে আছেন।

রয়টার্স/ইপসসের জরিপ ইঙ্গিত দেয় যে, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা, বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটরা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ আগ্রহী। জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, নিবন্ধিত ভোটারদের ৭৯ শতাংশই জানিয়েছেন তাঁরা এবারের নির্বাচনে ভোট দেবেন বলে এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়েছেন।

ব্যাটেল গ্রাউন্ড মিশিগান, মুসলিম ভোট ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এবার : যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে এবার মিশিগান হয়ে উঠেছে ব্যাটেল গ্রাউন্ড। প্রার্থীদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের এই রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষাধিক মুসলিম ভোট। এই মুসলিম ভোটারদের মন-মর্জির উপর নির্ভর করছে হোয়াইট হাউসের চাবি। মিশিগানের ১৫ ইলেক্টোরাল ভোট জয়-পরাজয় নির্ধারণে মূখ্য ভূমিকা রাখবে– এমনটাই মনে করছে মার্কিন মিডিয়া ও নির্বাচনী বিশ্লেষকরা। গত ১৯ অক্টোবর ১৫টি জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা করে টু-সেভেন্টি টু উইন বলছে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও সাবেক প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের লড়াই হবে একেবারে হাড্ডাহাড্ডি।

জরিপের ফল বলছে, মিশিগানে দুই প্রার্থী ৪৭ দশমিক ৮ পয়েন্ট পেয়ে সমানে সমান। এমন অবস্থায় সুইং রাজ্য নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছেই। যদিও জাতীয় পর্যায়ে জরিপের ফলাফলে কমলা ২ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্পের চেয়ে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের সর্বশেষ জরিপ বলছে, ৭টি দোদুল্যমান রাজ্য বা সুইং স্টেটের মধ্যে কমলা হ্যারিস মিশিগান, উইসকনসিন, পেলসেলভেনিয়া ও নেভাদায় ১ পয়েন্টে এগিয়ে। পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া এবং অ্যারিজোনায় যথাক্রমে ১ ও ২ পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী।

তবে কমলা হ্যারিসকে নির্বাচনে জিততে হলে অবশ্যই ৭টি সুইং রাজ্যের কমপক্ষে ৩টি– পেনসেলভেনিয়া, মিশিগান ও উইসকনসিন জিতে আসতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে যা খুব কঠিন বলে মনে হচ্ছে।গত ১৮ অক্টোবর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মিশিগানে একাধিক সমাবেশে যোগ দিয়ে মিশিগানবাসীর মন গলাতে চেষ্টা করেন। কমলা হ্যারিস মিশিগানের মুসলিম ভোটারদের আস্থায় আনতে ক্লান্তিহীন দৌড়ঝাঁপসহ সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন।

যদিও অনেক আরব-আমেরিকান নেতারা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বিরতির অপেক্ষায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলাকে সমর্থন দেয়া স্থগিত রেখেছেন। তারপরও কমলা ওয়েইন কাউন্টির ডেপুটি এক্সিকিউটিভ আসাদ টারফের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, তার মতো আরব-আমেরিকান নেতার সমর্থনকে তিনি স্বাগত জানান।মিশিগানের প্রায় ৩ লক্ষাধিক মুসলিম ভোটার এবারের নির্বাচনে এক বিশাল শক্তি হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এদের ভোটই হয়তো নির্ধারণ করবে– কে হবেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট! ৮৩টি কাউন্টি নিয়ে গঠিত মিশিগান রাজ্যের সবচে জনবহুল কাউন্টি হচ্ছে ওয়েইন। তারপর ম্যাকম্ব এবং ওকল্যান্ড কাউন্টি। এই ৩টি কাউন্টিকে একত্রে মেট্রো ডেট্রয়েট বলা হয়। এই কাউন্টিগুলি মিশিগানে জয়-পরাজয় নির্ধারণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ম্যাকম্ব কাউন্টি দিয়ে বাজিমাত করেছিলেন।মুসলিম ভোটারদের উদ্দেশ্য করে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আরব-আমেরিকানদের এখানে শক্তিশালী শেকড় প্রোথিত আছে এবং এজন্য আমি গর্বিত।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে স্বৈরশাসকের ফেরা সহজ

(৬ পাতার পর)

পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশে যেসব নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছেন, সেগুলোর কোনোটিতেই শতাংশের হিসাবে বড় দুই দলের প্রাপ্ত ভোটের ফারাক এত বেশি হয়নি যে কোনো একটি দলের এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সক্ষম হতো। ফলে কোনো দল এককভাবে যেমন সংবিধান সংশোধনে সক্ষম হতো না, তেমনি প্রধানমন্ত্রীও স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠতে পারতেন না। ২০১৪ সালের বিনা ভোটের নির্বাচন কিংবা ২০২৪ সালের বয়কটপীড়িত একতরফা নির্বাচনী প্রহসনের অভিজ্ঞতার পর ওই যুক্তি কি আর খাটে? প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঠে যদি থাকতেই দেওয়া না হয়, তাহলে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে কোনো সমাধান নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের সংস্কার এবং সাংগঠনিক গণতন্ত্রায়ণ ছাড়া রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের আশা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

গণতন্ত্রের সফল নজির বা মডেল বলতে এখনো যে পার্লামেন্টকে মর্যাদা দেওয়া হয়, সেই ওয়েস্টমিনস্টার ব্যবস্থায় নির্বাচন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিজয় বা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে দুটি দলের মধ্যেই ক্ষমতার পালাবদল ঘটে, অর্থাৎ মূলত এটি একটি দ্বিদলীয় শাসনের চক্রেই আবর্তিত হচ্ছে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান পাওয়া দলগুলোর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের সঙ্গে জোট গঠনও প্রয়োজন হয়। আর সরকারের বাইরে থাকলেও ওই সব ছোট দলও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। পরিহাসের বিষয় হলো, যুক্তরাজ্য এখন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিরূপ ফল ভোগ করছে। যুক্তরাজ্য যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য ছিল, তখন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হতো আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। ইউরোপীয় নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য ন্যূনতম কত শতাংশ ভোট পেতে হবে, তা সদস্যদেশগুলো নিজেরাই ঠিক করতে পারত। সাইপ্রাসে ১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেলেই সে দেশের কোনো দল ইউরোপীয় পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ পেত। যুক্তরাজ্য তা ছিল ৫ শতাংশ। এই স্বল্প ভোটের সীমার সুযোগে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে উগ্র ডানপন্থী অভিবাসনবিরোধী জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিক নাইজেল ফারাজের ইউকিপ। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বরাদ্দ ও নানা রকম সুবিধা কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে তাঁর উত্থান ঘটে। নাইজেল ফারাজ তাঁর দলের নাম বদলে নতুন রূপে এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরও সদস্য হয়েছেন।

আইই ইউনিভার্সিটির মাইকেল বেখার, ফ্রান্সের তলুজের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের আইরিন মেনেন্ডেজ গনজালেজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক ইউনিভার্সিটির ড্যানিয়েল স্টেগমুলার তাঁদের এক যৌথ গবেষণায় দেখিয়েছেন, যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় নির্বাচনের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদীদের ভোট বেড়েছে প্রায় ১২ থেকে সাড়ে ১৩ শতাংশ (প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রাইট-উইং পপুলিজম: এভিডেন্স ফ্রম ইলেকটোরাল সিস্টেম চেঞ্জ ইন ইউরোপ, ব্রিটিশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, ২০২৩)।

প্রথম আলোর তথ্য অনুযায়ী, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০১৭ সালে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই আলোচনায় জাতীয় পার্টি, সিপিবি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলসহ (বাসদ) কিছু দল এই পদ্ধতিতে নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছিল (আলোচনায় আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন, ১৫ অক্টোবর, ২০২৪)। এসব দলকে হয়তো জনতুষ্টিবাদী বলা যাবে না, কিন্তু তারা যে ডান ও বামের প্রান্তিক দল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এসব প্রান্তিক দলের জাতীয় ভিত্তিতে প্রাপ্ত ভোটের হার অধিকাংশেরই এক শতাংশেরও কম। সিপিবির সামান্য বেশি হলেও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম দুই থেকে পাঁচ শতাংশ ভোটপ্রাপ্তির শর্ত আরোপিত হলেও তাদের কোনো লাভ হবে কি না, সন্দেহ। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য জামায়াতের সোচ্চার হওয়ার কারণ খুব একটা ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। তারা এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট লাভবান হতে পারে বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে বিএনপি এবং তার সমমনা অন্য দলগুলোর কাছে কমবেশি ভোটের ব্যবধানে জামায়াতের প্রার্থীদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। ঠিক একই কারণে বিএনপি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব সমর্থন করছে না।

এবারে আসি আরেকটি গবেষণার কথায়। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর মাইকেল আলবার্টাস এবং ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ভিক্টর মেনাল্ডো ১৮৭৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণে স্বৈরশাসকের বিচার হয়েছে কি না এবং হলে তা কীভাবে হয়েছে , আর না হলে কেন হয়নি, তা বিশ্লেষণ করেছেন। ১১৩টি রূপান্তর বা গণতন্ত্রে উত্তরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা, যার মধ্যে একই দেশে একাধিকবারের রূপান্তরের ঘটনাও আছে। বাংলাদেশের সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদও তাঁদের বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

‘ডিলিং উইথ ডিক্টেটরস : নেগোশিয়েটেড ডেমোক্র্যাটাইজেশন অ্যান্ড দ্য ফেট অব আউটগোয়িং অটোক্র্যাটস’ শিরোনামের ২০১৪ সালের এই গবেষণাপত্রের বিভিন্ন সারকথার অন্যতম একটি হচ্ছে, যেসব স্বৈরশাসক কঠোর সাজার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের রচিত বা পরিবর্তিত সংবিধানের অধীনেই সুবিধা পেয়েছেন। আবার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন ব্যবস্থাও তাঁদের জন্য সহায়ক হয়েছে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের পথ যে সুগম হবে, সে কথা সহজেই অনুমেয়। ভোটের শতাংশের হিসাবে আওয়ামী লীগ সংসদে যতটা আসন পেতে পারে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় তার তুলনায় যে সাফল্যের সম্ভাবনা নগণ্য হবে, তা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট হলে উচ্চকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্বের জন্য আনুপাতিক ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারে।

কামাল আহমেদ, সাংবাদিক।

চুক্তি মোতাবেক ভারত ক্যাপ্টেন (অব.)

(৬ পাতার পর)

ভারতের এই বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ভারত বাংলাদেশের ১৭ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছে। কারণ, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একটি নয়, দুটি নয়, শতাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই সমস্ত মামলা আইসিটির বিচারাধীন। আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর দাবি করেছেন যে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যাসহ অন্যান্য হত্যা, অপহরণ ও খুনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেসব অভিযোগের সপক্ষে আইসিটির কাছে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ জমা পড়েছে।

এখন এই বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভারত সমস্ত আইন-কানুনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শেখ হাসিনাকে ভারতেই রেখে দেবে। অথচ, ভারতের সাথে বাংলাদেশের Extradition Treaty বা প্রত্যার্পণ চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তি মোতাবেক ভারতে দীর্ঘকাল অবস্থান করা ক্যাপ্টেন (অব.) মাজেদকে ভারত কলকাতা থেকে ঢাকায় আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে সোপর্দ করে। কলকাতা থেকে ঢাকায় এনে ২০২০ সালের ১২ এপ্রিল ক্যাপ্টেন (অব.) মাজেদকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। একইভাবে ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার মুজিব হত্যার দায়ে মেজর (অব.) বজলুল হুদাকে থাইল্যান্ড থেকে ফেরত এনে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। একইভাবে একই অপরাধে মেজর (অব.) মহিউদ্দিনকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

ওপরে উল্লেখিত তিন ব্যক্তিকে বিদেশ থেকে ফেরত এনে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করলেও মুজিব হত্যার অপরাধে মেজর (অব.) শাহরিয়ারকে আমেরিকা থেকে আনা সম্ভব হয়নি। কারণ মেজর (অব.) শাহরিয়ার ততদিনে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে মেজর (অব.) নূরকেও কানাডা থেকে ফেরত আনা সম্ভব হয়নি। কারণ, কানাডায় মৃত্যুদণ্ড বলে কোনো আইন নাই। যেহেতু মেজর (অব.) নূরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাকে ফেরত আনার দাবি ছিল, তাই কানাডা সেই দাবি গ্রহণ করেনি।

শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন (অব.) মাজেদ নয়, বাংলাদেশ থেকেও ঐ প্রত্যার্পণ চুক্তির অধীনে ভারতের আসামের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের (উলফা) নেতা অনুপ চেটিয়াকে শেখ হাসিনার সরকার ভারতের বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। অনুপ চেটিয়া ছাড়াও উত্তর পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামী কয়েকজন নেতাকেও শেখ হাসিনা ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যার্পণ চুক্তির অধীনে যদি ক্যাপ্টেন মাজেদকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো যেতে পারে এবং অনুপ চেটিয়াকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরত পাঠানো যেতে পারে, তাহলে শেখ হাসিনাকে সেই একই প্রত্যার্পণ চুক্তির অধীনে ভারত বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে না কেন? শুধু শেখ হাসিনা নন, আরো কয়েকজন শীর্ষ নেতা ভারতে আছেন। তাদের বিরুদ্ধেও আইসিটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। তাদেরকেও ফেরত পাঠাতে হবে। যদি ভারত শেখ হাসিনাকে এবং অন্যান্য ওয়ান্টেড আসামিদের বাংলাদেশে ফেরত না পাঠায় তাহলে ভারতকে বৈরী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। কারণ, ভারত বাংলাদেশের ১৭ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে সরাসরি এবং প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছে।

সাবেক এমপি নিক্সন-মির্জা আজম এবং ওদুদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা : সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন, মির্জা আজম ও মো. আবদুল ওদুদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে নিক্সন চৌধুরীর স্ত্রী তারিন হোসেন ও ওদুদের স্ত্রী মর্জিনা ওদুদকেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৩ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এ ছাড়া পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কম্পানির এমডি ইউসুফ আলীসহ চারজন, প্রিমিয়ার প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট কম্পানির চেয়ারম্যান মঈন ইকবাল ও পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন উপ-পরিচালক মো. সালাউদ্দিন, সাবেক এমপি নিক্সন চৌধুরী ও মির্জা আজম এবং উপপরিচালক রেজাউল করিম সাবেক এমপি ওদুদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম ও মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন। নিক্সনের আবেদনে বলা হয়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নিক্সন চৌধুরী ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক তিন সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে ইতিমধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। জানা গেছে, নিক্সন চৌধুরী ও তার স্ত্রী তারিন হোসেন সপরিবারে গোপনে দেশ ত্যাগ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া সার্বিক অনুসন্ধানকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ সমূহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান কার্যক্রমের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন রহিত করা আবশ্যক।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর, রবিবার ২০২৪-এ
"আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতু বন্ধন সুদৃঢ় করে আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা"
সেলিম-আলী
পরিষদে ভোট দিন
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
Athaur Rahman Salim, President
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Ali, General Secretary
A2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
Md. Kamruz Zaman, Vice President
A5
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abul Kalam Bhulyan, Asst. General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
Mafijul Islam Bhulyan (Romee), Treasurer
A7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
A8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
নির্বাচিত
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sect.
A10
জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Md. Jamil Ansary, Social Welfare Secretary
A11
মো: আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Md. Akhter Babul, Literary Secretary
A12
আশ্রাব আলী লিটন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Md. Asrab Ali Khan, Sports & Ent. Secretary
A13
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammed Hassan, School & Edu. Secretary
A14
মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique, Executive Member
A15
হারুন চেয়ারম্যান
কার্যকরী সদস্য
Harun Chairman, Executive Member
A16
আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
Abul Kashem Chowdhury, Executive Member
A17
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
কার্যকরী সদস্য
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Executive Member
PLEASE VOTE FOR SALIM-ALI PANEL
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A18
মনসুর আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Mansur Ahammad, Executive Member
A19
হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
Hasan Khan, Executive Member
মেশিনের প্রথম সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (A1 থেকে A19) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
বিয়ে, জন্মদিন ,সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির কাটারীং করি
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

SYLHET MOTORS
Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
QUALITY PRE-OWNED VEHICLES
YOU WORK
YOU DRIVE
এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স
Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"
রুহুল-জাহিদ পরিষদের
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাঃ
বর্তমান বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ
সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক (২বার) বাংলাদেশ-আমেরিকান কার ও লিমোজিন এসোসিয়েশন, ইন্‌ক
সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদের সাথে ১৪ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পদে সম্পৃক্ত
সাবেক সাধারণ সম্পাদক (২বার) মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
সাবেক কার্যকরী সদস্য বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা
আজীবন সদস্য
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ
নর্থ ব্রঙ্কস জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার
রিয়াদুল জান্নাহ মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার (সাউথ জ্যামাইকা)
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, জ্যামাইকা
বায়তুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B6
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR NOASHED HOSSAIN TREASURER
নওশেদ হোসেন
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ বাংলাদেশ-আমেরিকান কার ও লিমোজিন এসোসিয়েশন, ইন্‌ক

শীর্ষ ধনী অভিনেত্রী জুহি চাওলার সম্পদ কত?

বিনোদন ডেস্ক : নব্বইয়ের দশকে বলিউডের বাজার অনেকটা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সিনেমার বাজেট যেমন কয়েক গুণ বেড়েছে ওই সময়, তেমনি তারকাদের পারিশ্রমিকও। অনেক তারকা সিনেমাপ্রতি এক কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিতে শুরু করেন। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচার ও প্রসারে তারকাদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। অনেক তারকা ব্যবসাও শুরু করেন। ফলে বলিউড তারকাদের মি-লিয়নিয়ার হতে বেশি সময় লাগেনি। বিশ্বের সেরা ধনী চলচ্চিত্র তারকাদের তালিকা করলে এখন বলিউডের অনেকের নামই উঠে আসে। কয়েক দশক আগেও সেটা অকল্পনীয় ছিল। এটা যে শুধু পুরুষ তারকাদের বেলায়, তা নয়; নারীরাও এগিয়ে গেছেন সমানতালে। সম্প্রতি বলিউডের অভিনেত্রীরা কে কত সম্পদের মালিক, তার একটি তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। হুরুন রিচ লিস্ট নামের ওই তালিকায় শীর্ষ স্থানে আছেন এমন একজন অভিনেত্রী, যিনি এখন সিনেমায় আগের মতো নিয়মিত নন। গত এক দশকে কোনো হিট সিনেমাও নেই তার। অথচ সেই জুহি চাওলাই এখন ভারতের শীর্ষ ধনী অভিনেত্রী। বলিউডের শীর্ষ ধনী অভিনেতা শাহরুখের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক পার্টনার তিনি।

টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, হুরুন রিচ লিস্টে নারী তারকাদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে আছেন নব্বই দশক কাঁপানো এই বলিউড সুইটহার্ট। হুরুন রিচ লিস্ট অনুযায়ী, সম্পদের দিক থেকে শাহরুখ খানের পরেই জুহির অবস্থান। বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ ৫৮০ মিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা ৪ হাজার ৬০০ কোটি রুপি। ঐশ্বরিয়া রাই আছেন দ্বিতীয় স্থানে আছেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই। এই নায়িকার সম্পদের পরিমাণ ৮৫০ কোটি রুপি। ৬৫০ কোটি রুপির মালিক হয়ে তিনি আছেন তৃতীয় অবস্থানে আছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। চতুর্থ অবস্থানে আছেন আলিয়া ভাট। সিনেমার পাশাপাশি এই অভিনেত্রো বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি সিনেমাও প্রযোজনা করেছেন। আলিয়ার সম্পদের পরিমাণ ৫৫০ কোটি রুপি। পঞ্চমে রয়েছেন শাহরুখ খানের একাধিক সিনেমার নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোন। ৫০০ কোটি রুপির মালিক তিনি।

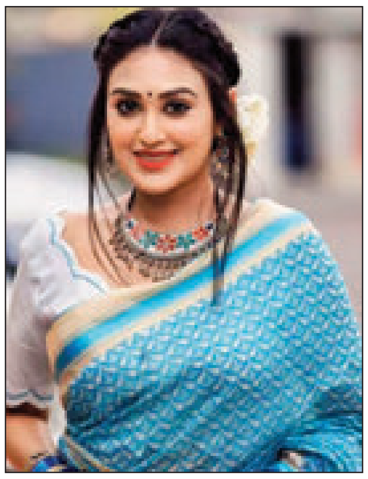

নিজের বয়স জানালেন কুসুম শিকদার

বিনোদন ডেস্ক : এক সময়ের শোবিজের ব্যস্ত তারকা কুসুম শিকদার। ক্যারিয়ারে গহীনে শব্দ, লাল টিপ, শঙ্খচিলের মতো চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন তিনি। এবার পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন কুসুম। ১১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে তার পরিচালিত ও অভিনীত চলচ্চিত্র 'শরতের জবা'। এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর দর্শকের সামনে এলেন কুসুম। নতুন করে তার সৌন্দর্য নিয়ে চর্চা হচ্ছে। তার চেহারায় নেই বয়সের ছাপ। তবে নিজের বয়স একদমই লুকাতে চান না এই সুন্দরী। কুসুম বলেন, 'নিজেকে নায়িকা, সেলিব্রিটি বা পাবলিক ফিগার হিসেবে দেখি না আমি। কাজের জন্য হয়তো পাঁচজন মানুষ আমাকে চেনেন। কোনো স্টারডম নিয়ে থাকতে হবে, কোনো এটিটিউড নিয়ে থাকতে হবে, এগুলো আমি বিশ্বাসই করি না।'

তিনি বলেন, এজন্য আমি কখনো বয়স লুকাই না। ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার বয়স কত বলে দেই। সঙ্গে আরও একটি বিষয়ও বলি, আমার মনের বয়স কত। আমার মনের বয়স কখনোই ১৮ এর বেশি না; এই মুহূর্তেও আমার মনের বয়স ১৮। কুসুম বলেন, আমার জন্ম ৮১ সালে (১৯৮১)। আমার পাসপোর্টে বা সার্টিফিকেটে আছে ৮৩। এখন আমার বয়স ৪৩ এর বেশি।

সোনালের নজরকাড়া ছবিতে মাতোয়ারা শাকিব ভক্তরা

বিনোদন ডেস্ক : শাকিবের প্যান ইন্ডিয়ান চলচ্চিত্র দরদ মুক্তি পাচ্ছে ১৫ নভেম্বর। বিশ্বব্যাপী এদিন দরদ মুক্তি দেওয়া হবে। ছবিটি নিয়ে দেশের দর্শকদের অপেক্ষা ছিল। কেননা এই ছবির মাধ্যমে শাকিব প্যান ইন্ডিয়ান চলচ্চিত্রে পা রাখেছেন। এই ছবিতে শাকিবের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন বলিউডের সোনাল চৌহান। যিনি ইমরান হাশমিসহ অনেকের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন। গত ২১ অক্টোবর সামাজিক মাধ্যমে শাকিবের এই নায়িকা বেশকিছুই ছবি শেয়ার করেছেন। সেসব ছবিতে উঠে এসেছে নানা মন্তব্য। একই সঙ্গে বাংলাদেশের শাকিব ভক্তদের প্রতিক্রিয়ায় রীতিমতো ভরে গেল সোনালের ছবিগুলো। মন্তব্য বাক্সে ভক্তরা বলছেন, 'বাংলাদেশ থেকে ভালোবাসা।' কেউ কেউ আবার শাকিব খান আর্মির পক্ষ থেকেও ভালোবাসা জানাচ্ছেন, দরদ চলচ্চিত্র নিয়েও কথা বলেছেন অনেকে। তবে সোনাল চৌহানের এই পোস্টজুড়ে বাংলাদেশি নেটিজেনদের উপস্থিতি তা চোখে পড়ার মতো।

এদিকে দরদ আগামী ১৫ নভেম্বর মুক্তি পেতে যাচ্ছে, ফলে ছবি মুক্তির প্রস্তুতি জোরেসোরে শুরু করে দিয়েছেন নির্মাতা অনন্য মামুন। ছবিটি মূলত বাংলা ভাষায় মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে হিন্দি ভাষায়ও ছবিটি মুক্তি দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন পরিচালক অনন্য মামুন। সামাজিক মাধ্যমে অনন্য মামুন জানালেন, হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষাতেই 'দরদ' মুক্তি দিতে চান তিনি। তবে এ নিয়ে জানতে চেয়েছেন অনুরাগীদের অভিমত। 'দরদ' ছবি মুক্তির আগেই দেখা যাচ্ছে একের পর এক চমক। প্রথমে ছবিটির পোস্টার, এরপর টিজার। ছবিটির অফি-সিয়াল আইটেম সং-এর ঝলকও প্রকাশ্যে। সাইকো থ্রিলার গল্পের এই সিনেমায় রোমান্সে জমে উঠবে শাকিব-সোনালের রসায়ন; পর্দায় দুলু ও তার স্ত্রী। ছবির ট্রেলার, গানের ঝলক দেখে এমনটিই অনুমান নেটিজেনদের। তাদের ধারণা, 'দরদ' অন্যতম একটি ব্লকবাস্টার ছবি হতে যাচ্ছে শাকিবের হাত ধরে।

বিতর্কিত সেই লাইভ নিয়ে মুখ খুললেন সাদিয়া আয়মান

বিনোদন ডেস্ক : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্রদের পক্ষে সরব থাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান।

পরে এক সাংবাদিক তার ভিডিও বিনা অনুমতি সামাজিক মাধ্যমে ছাড়ার পর ফেসবুকে সেটার সমালোচনা করে ফের একবার আলোচিত হন তিনি। সেবারও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলায় ভক্তরা প্রশংসায় ভাসান তাকে। তবে এবার সেই ভক্তদের মনেই 'কষ্ট' দিয়ে বসেছেন। একটি ওয়েব ফিল্মের প্রমোশন করতে গিয়ে বিভ্রান্তিকর এক ফেসবুক লাইভ করেন সাদিয়া আয়মান। যেখানে নিজের সমূহ বিপদের কথা বলে লাইভে কান্না করতে দেখা যায় তাকে। তার ১০ মিনিটের সেই ফেসবুক লাইভে ভক্তরাও ঘাবড়ে যান। ভক্তরা মনে করেন, হয়ত সাদিয়া সত্যিই বিপদে পড়েছেন।

তবে সে লাইভের কিছু সময় পরই ভক্তরা নিশ্চিত হন, আসলে সাদিয়া বিপদে পড়েননি। বরং সেটা ছিল একটি ওয়েব প্রজেক্টের প্রমোশন। এরপরই সাদিয়া আয়মানের ওপর ক্ষুব্ধ হন ভক্তরা। প্রচারণার এমন অপকৌশল নিয়ে সমালোচনায় মেতে ওঠেন তারা। অভিনেত্রীর কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করতে থাকেন। সমালোচ-নার মুখে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেট করে ফেলেন সাদিয়া। গত ২২ অক্টোবর একটি অনলাইন পোর্টালের সঙ্গে আলাপে সাদিয়া পুরো বিষয়টি নিয়ে অপরাধবোধে ভোগার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমি তো একজন শিল্পী, যেই ওয়েব ফিল্মে কাজ করেছি তারা আমাকে অনুরোধ করে এরকম একটি প্রচারণা চালানোর জন্য। প্রথমে আমি তাদেরকে না বলে দেই। পরে কাজটি করলেও আমার ধারণা ছিল, সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝবে, এটা কোনো সিনেমা বা নাটকের প্রচারণার অংশ।'

হত্যার হুমকি নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন সালমান

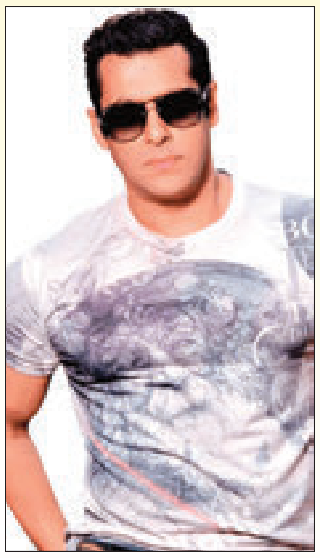

বিনোদন ডেস্ক : বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি নিয়ে আতঙ্কে বলিউড ভাইজান সালমান খান ও তার পরিবার। এই তারকা অভিনেতাকে অনেকদিন থেকে নিশানায় রেখেছে লরেন্স বিষ্ণোইর গ্যাং। যে কোনোভাবেই হোক, তাকে হত্যা করাই যেন বিষ্ণোইদের মূল লক্ষ্য। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যাকে কেন্দ্র করে তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন সালমান। বেশ কয়েকবার হুমকিও পেয়েছেন তিনি। সর্বশেষ গত এপ্রিলে অভিনেতার বাড়ির সামনে এসে প্রকাশ্যে গুলি চালায় গ্যাং প্রধান লরেন্স বিষ্ণোইয়ের লোকেরা। ফলে তার জীবন নিয়ে এখন দেখা দিয়েছে শঙ্কা। এতদিন বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছু না বললেও এবার মুখ খুললেন সালমান নিজেই। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি খুন হয়েছেন মহারাষ্ট্রের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকী। কারণ, তিনিসহ খুন হওয়া অন্যরা কোনো না কোনোভাবে সালমানের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

যেটা আমি করিনি সেটা আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে : কেয়া

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই ছবির নায়িকা সাবরিনা সুলতানা কেয়া। দর্শকের কাছে কেয়া নামেই পরিচিত তিনি। এক সময় মান্না, আমিন খান, শাকিব খানসহ জনপ্রিয় প্রায় সব নায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধেও কাজ করেছেন। অবশ্য আগের মতো এখন পর্দায় দেখা যায় না এই নায়িকাকে। নির্মাতা মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত 'কঠিন বাস্তব' ছবি দিয়ে চলচ্চিত্রের ক্যারিয়ার শুরু করেন কেয়া। খুব অল্প সময়ে বেশকিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন। এরপর হঠাৎই বড় পর্দা থেকে হারিয়ে যান এই অভিনেত্রী। তবে সিনেমা সংক্রান্ত নানা আয়োজনে দেখা মেলে কেয়ার। সামাজিক মাধ্যমেও সরব থাকেন নিয়মিত। এরই মধ্যে নিজেকে নিয়ে অপপ্রচারের অভিযোগ এনে বেশ চটলেন তিনি। ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। কেয়ার অভিযোগ, তার নামে বেশকিছু ফেসবুক পেজ, ইউটিউব এবং অনলাইন পোর্টালে ভিত্তিহীন খবর প্রচার করা হয়েছে। আর তাদের বিরুদ্ধেই আইনের পথে হাঁটবেন বলে জানালেন।

সুখবর দিলেন লরেন্স

বিনোদন ডেস্ক : সুখবর দিলেন অস্কারজয়ী মার্কিন অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্স। ৩৪ বছর বয়সে ফের মা হতে চলেছেন তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার মুখপাত্র। এ ছাড়াও গেল ১৯শে অক্টোবর রাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যানজেলেসে ডিনারের জন্য বের হন জেনিফার। সাদা টি-শার্টের সঙ্গে সোয়েটার পরেছিলেন তিনি। পোশাকের উপর দিয়ে তার বেবি বাম্প স্পষ্ট দেখা যায়। ২০১৮ সালের জুনে কুক ম্যারোনির সঙ্গে পরিচয় হয় জেনিফার লরেন্সের। একই বছর প্রেমে পড়েন এই জুটি। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আড়ালে রাখেন তারা। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাগদান সারেন। একই বছরের ১৯শে অক্টোবর বিয়ে করেন এই যুগল।

২০২১ সালে মুক্তি পায় জেনিফার লরেন্স অভিনীত 'ডোন্ট লুক আপ' সিনেমা। এর শুটিং চলাকালে দ্বিতীয়বার গর্ভপাত হয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। তার বয়স এখন দুই বছর। গর্ভপাতের মতো কঠিন সময় পার করার পর, বিষয়টি নিয়ে সামাজিকভাবে সচেতনতার জন্য কাজ করেন জেনিফার। গর্ভপাতবিরোধী আইনের প্রভাব নিয়ে 'জুরাউস্কি ভার্সেস টেক্সাস' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি হি-লারি ক্লিনটনের সঙ্গে প্রযোজনা করেন জেনিফার।

ঐশ্বরিয়াকে ঠকিয়ে অন্য প্রেমে মজেছেন অভিষেক!

বিনোদন ডেস্ক : অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের সম্পর্কে ফাটলের কথা বেশ কিছু দিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে নানা মাধ্যমে। কেন দূরত্ব তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধন্দ। তার পরই সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শোনা যাচ্ছে, অভিষেকের জীবনেই নাকি এসেছেন অন্য কেউ। অভিনেত্রী নিমরত কৌরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরেই নাকি সংসারে অশান্তি। 'দশভি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন অভিষেক ও নিমরত। এই ছবির শুটিং থেকেই মন দেওয়া-নেওয়ার শুরু। তার পরই নাকি বাড়ি ছেড়ে মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐশ্বরিয়া। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জুড়ে কেবলই অভিষেকের জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি নিমরতকে নিয়ে নানা চটুল মিম ঘুরছে। এর মাঝে মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা মিলল জুনিয়র বচ্চনের। আলোকচিত্রীদের দেখামাত্রই বিরক্ত হলেন তিনি। এমনিতে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ অভিষেক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ তাকে ট্রোল করলেও কখনও মেজাজ হারাতে দেখা যায়নি তাকে। কিন্তু এ বার কী এমন করে বসলেন অভিষেক?

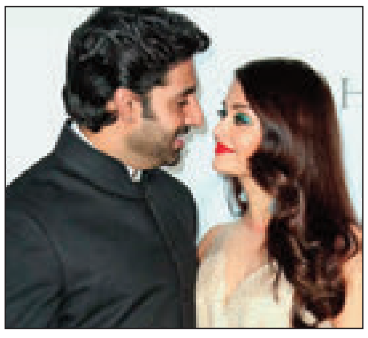

সম্প্রতি মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা যায় অভিষেককে। তিনি রওনা দিচ্ছিলেন লন্ডনের পথে, তার আসন্ন ছবি 'হাউসফুল ৫'-এর শুটিংয়ে। বিমানবন্দরে তাকে দেখামাত্রই যেন হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আলোকচিত্রীদের মধ্যে। তার হাঁটাচলা, অভিব্যক্তি ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তারা। এই ঘটনায় বেশ বিরক্ত হয়ে অভিষেক বলেন, "ব্যস ভাই, অনেক হয়েছে, বন্ধ করুন।" তত ক্ষণে অবশ্য তার দু'হাতের পাতা জড়ো হয়ে গিয়েছে। আপাত-ভদ্রতা ভুলতে পারেননি ছোট বচ্চন। 'হাউ-সফুল ৫' ছবিতে অভিষেক ছাড়াও দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, অনিল কাপুর, নানা পটেকর, চাঙ্কি পাণ্ডের মতো অভিনেতাদের। তবে সম্প্রতি তাকে নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে সেই বিষয়ে তিনি যে বেশ বিরক্ত, তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন অভিষেক।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৪
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর, রবিবার ২০২৪
সেলিম-আলী পরিষদের
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
সহ সভাপতি প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR SALIM-ALI PANEL A LINE
A3
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
নর্থবেঙ্গল ফাইন্ডেশন ইউএসএ ইনক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
সত্ত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ
রিলায়েবল হোম কেয়ার
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
সেলিম-আলী পরিষদকে A লাইনে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
A2
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
A6
A7
ডিউক খান
A8
অনিক রাজ
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
কার্যকরী সদস্য
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ হলে চলবে না

(৯ পাতার পর)

থেকে নিরাপদে থাকা, সড়ক দুর্ঘটনা, এমনকি সড়কের ট্রাফিক যন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকাও নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত। আশা করি, নতুন সংবিধানে নিরাপত্তার বিষয়টি তাই মৌলিক অধিকার হিসাবে স্থান পাবে। বুকভরা আশা নিয়ে বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে বাস করছি দুমাসেরও বেশি সময় ধরে-এবার হয়তো দেশটা সত্যিকার অর্থে ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু হতাশার ছাপ গ্রাস করছে আস্তে আস্তে চারপাশের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখে। উপদেষ্টাদের মধ্যে কজনের দেশ চালানোর যোগ্যতা রয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব যদি ঋণাত্মক হয়, তবে কেন তারা উপদেষ্টা হতে সম্মত হয়েছেন এবং তাদের নিয়োগের কারিগরই বা কারা; খুব জানতে ইচ্ছে করে, যদিও সে ইচ্ছা কখনো পূরণ হওয়ার নয়। ছাত্রদের, বিশেষ করে সমন্বয়কদের প্রতি আমি ও গোটা জাতি নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তারপরও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের পরিষদে যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী নই। সবচেয়ে ভালো হতো, এ আন্দোলনের মূল স্টেকহোল্ডার হিসাবে তারা যদি একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিত, যেখান থেকে বেশির ভাগ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হতো আর তারা ঐক্যবদ্ধ থাকত একটি ছায়া সরকার বা বিরোধী দলের ভূমিকায় এবং সার্বক্ষণিকভাবে গোটা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করত। এতে তাদের মধ্যে একতা ও বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতো, যা এ মুহূর্তে জাতির জন্য খুবই প্রয়োজন। হ্যাঁ, রাজপথের আন্দোলনের হিরো ছাত্ররাই এবং সেখানে তাদের কোনো বিকল্প নেই, যাকে বলে একেবারে সম্মুখসারির যোদ্ধা। কিন্তু দেশ পরিচালনা তো একটি অভিজ্ঞতারও ব্যাপার, তাই না? ছাত্রদের কি তা আছে বা আদৌ থাকার কথা? তা-ও আবার একেকজনকে একাধিক মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছে! খুব সহজ একটি প্রশ্ন। সাধারণ ক্ষেত্রে একেকটি মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি (রাজনৈতিক বা সাবেক আমলা/সামরিক কর্মকর্তা) দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার একই মন্ত্রণালয়ে একাধিক মন্ত্রী, প্রতি/উপমন্ত্রীও নিয়োজিত থাকেন। একজনই যদি, তাও আবার অনভিজ্ঞ উপদেষ্টা, একাধিক মন্ত্রণালয় পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থাকেন, তবে কেন এতসংখ্যক মন্ত্রী, প্রতি/উপমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে এতদিন জনগণের টাকা নষ্ট করা হয়েছে, সে প্রশ্ন করতেই পারি।

এ সরকার তো তত্ত্বাবধায়ক ধরনের কোনো সরকার নয় যে, তারা মাত্র তিন মাসের জন্য নির্বাচন পরিচালনা করতে এসেছেন এবং শুধু রুটিন কাজ সম্পাদন করবেন। বরং তারা এসেছেন বিপ্লবের বিপুল স্পৃহা থেকে আমূল সংস্কার সাধনের জন্য। কেউ যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকও হন, তার মানে এই নয় যে, তিনি ভালো করবেন, যদি না তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে থাকে। 'আইবিএ' দেশের সবচেয়ে বড় ও স্বনামধন্য ব্যবসায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সন্দেহ নেই, যারা সেখানে পড়ান, তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তার মানে কি এই যে, তাদের ব্যবসা করতে দিলে একেকজন সফল 'বিজনেস ম্যাগনেট' হয়ে যাবেন বা গেছেন? অপরদিকে দেখা যায়, যিনি বাস্তবেই একজন সার্থক ও সফল ব্যবসায়ী এবং হাজার কোটি টাকার মালিক, তিনি 'আইবিএ'তে শিক্ষকতা বা পড়া তো দূরে থাক, বারান্দাটাও কোনোদিন মাড়াননি। মেডিকেল কলেজের খুব ভালো লেকচারার কি খুব ভালো চিকিৎসা করতে পারেন বা তার কাছে কি সবচেয়ে বেশি রোগী চিকিৎসার জন্য যায়? উত্তর হলো, না। খুব ভালো ফলাফল না করেও প্র্যাকটিসিং একজন ডাক্তার বেশ স্বনামধন্য ও ভালো ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন এবং তার কাছেই মানুষ চিকিৎসার জন্য বেশি যায়। আইনের ক্ষেত্রেও তো তাই-ই হওয়ার কথা! আমি উপদেষ্টা পরিষদকে সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করার অনুরোধ জানাই।

যে কোনো বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা হবে-এটি খুবই স্বাভাবিক। তাই প্রথম পদক্ষেপ হবে তা কঠোর হস্তে দমন করা। গত ৫ অগাস্ট স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর যত অরাজকতা বা প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, যেমন-গণডাকাতি থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে আনসারদের বিক্ষোভ, আগাম বার্তা না দিয়ে উজান থেকে পানি ছেড়ে দেওয়া, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর দু-একটি পরিকল্পিত হামলা, পল্লীবিদ্যুৎ ও বায়তুল মোকাররম মসজিদ-কাণ্ড, মাজার ভাঙা, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম অস্থিতিশীল করার চেষ্টা, তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ, ঢাকাসহ সারা দেশে অসহনীয় মাত্রায় ট্রাফিক জ্যাম, চট্টগ্রাম বন্দরে পরপর তিনটি অয়েল ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ড-এসবই তো এক সুতায় গাঁথা। বর্তমান সরকার এর কোনোটিই কি কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হয়েছে? আর এ না হওয়াটাই হচ্ছে একের পর এক এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ।

এছাড়া বিগত ১৬ বছরের বঞ্চনার শিকার মানুষদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রত্যাশার চাপে সরকার যেন নিজেই দিশেহারা। তবে কি বিপ্লবোত্তর দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মকরামো হচ্ছে আর এর ভয়াবহ পরিণাম কি এ জাতি আবারও বহন করতে প্রস্তুত? এ সরকার ব্যর্থ হলে এ দেশ ও জাতির ভাগ্যে কী করুণ দশা নেমে আসবে, কেউ কি তা অনুধাবন করতে পারছেন? আমি মনে করি, সংস্কার করতে আসা উপদেষ্টা কমিটির আত্মসমালোচনা করা দরকার। শুধু তথাকথিত সুশীলদের কাছ থেকে মতামত ও সুপারিশ না নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মতামত নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলে বরং অনেক ভালো ও কার্যকর পরিষদ হতো বলেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এসব অরাজকতার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিক বিক্ষোভ। কারণ, সর্বাধিক শ্রমঘন এ সেক্টরটিকে অশান্ত করা একদিকে যেমন খুবই সহজ, অন্যদিকে এটি দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস, যাকে ধ্বংস করতে পারলে অর্থনীতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনই বেকার হবে লাখ লাখ মানুষ, যারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য সহজ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। আর এতে চরমভাবে বিঘ্নিত হবে সামাজিক নিরাপত্তা, যা সরাসরি আঘাত করবে আমার প্রস্তাবিত মৌলিক অধিকারকে। অপরদিকে এসবের সুযোগ নেবে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ, যাতে তারা ব্যবসায়িক দিক থেকে হয় লাভবান। ঋণখেলাপি ও অর্থ পাচারকারীদের ব্যাংক ধ্বংস ও টাকা পাচার করার জন্য কখনই ক্ষমা করা উচিত নয় এবং নিঃসন্দেহে তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে দেশ ও মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে। যদিও ইতোমধ্যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানি, কিন্তু তাতে ফলপ্রসূ কিছু হবে বলে মনে হয় না। বরং একই ধরনের সচ্ছল, যোগ্য ও আগ্রহী কোনো গ্রুপ/প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের কোম্পানিগুলোকে অধিগ্রহণ করে, তাহলেই কেবল তা সফল হতে পারে। এতে করে প্রতিষ্ঠাগুলো ও তাদের শ্রমিক-কর্মচারীরা যেমন বাঁচবে, তেমনই প্রতিষ্ঠান মালিকের লভ্যাংশের অংশ থেকে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা যাবে, যা দেশের অর্থনীতিকে একটু হলেও স্বস্তি দেবে।

আরও কত প্রশ্ন আসে মনে যুক্তিসংগত কারণেই। একটি সরকার ও তার দোসররা এবং অলিগার্ক ব্যবসায়ীরা দৃশ্যত বিলুপ্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরও কেন অদ্যাবধি সিন্ডিকেট ভাঙা যাচ্ছে না? নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য তো এখন অনেকাংশে কমার কথা, তা না হয়ে উলটো আরও বাড়ছে। এখন যদি এসবের কারণ জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে আর কোনোদিন কি তা সম্ভব হবে দলীয় সরকারের সময়? এ জাতি আর কত রক্ত দেবে? রক্ত দিয়েও তো কোনো স্থায়ী ফলাফল মিলছে না। তাহলে কি আমরা চির অভাগাই রয়ে যাব?

মো. জাহাঙ্গীর আলম : প্রাবন্ধিক।

'সাংস্কৃতিক করোনা' দূর

(৮ পাতার পর)

মানুষের সমষ্টিগত উদ্যোগে। ওই পথে লেনিন এগিয়েছেন। মাও সে তুঙ এগিয়েছেন। তাদের দেশে বিপ্লব হয়েছে। সমাজবিপ্লবের পথ সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের উদ্যোগেই ঘটবে। এই মানুষদের বুঝতে হবে যে বিদ্যমান অবস্থাটা বদলানো চাই। কারণ এই ব্যবস্থা টিকে থাকলে মানুষের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যবস্থাটাকে প্রবলভাবে ঘৃণা করা চাই। ঘৃণার পেছনে থাকবে ভালোবাসা। নতুন স্বপ্নের প্রতি ভালোবাসা। ভালোবাসা কখনো গভীর হয় না সঙ্গে ঘৃণা না থাকলে। ঘৃণাহীন ভালোবাসা বলে আসলে কিছু নেই। সাহিত্যে এমন খবর পাওয়া যায় যে, নায়ক বলছে নায়িকার ত্রুটিগুলোর তালিকা তৈরি করতে গিয়ে ওই ত্রুটিগুলোকেই সে ভালোবেসে বসে আছে। জীবনের সত্যটা ভিন্ন প্রকৃতির। সেটা হলো প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরের দোষগুলোকে খুব বেশি দিন ভালোবাসে না, সহ্য করতে পারে হয় তো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঘৃণা জমে ওঠে, চায় সংশোধন ঘটুক। ভালোবাসা দ্বন্দ্ববিহীন নয়। সমাজ-পরিবর্তনের জন্যও এই দ্বন্দ্বটাকে তীব্র করা চাই। নতুন সমাজ গড়তে চাই বলেই পুরনো সমাজকে ঘৃণা করি। এই ঘৃণা ও ভালোবাসাকে একই সঙ্গে গভীর, ব্যাপক ও তীব্র করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিহার্য সহযোগী হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলাটা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে ভুললে চলবে না যে, এ যুগ মিডিয়ার, মিডিয়া পারে না এমন কাজ নেই। সমাজ-বিপ্লবীদের পক্ষে এই সত্যকে উপেক্ষা করলে কাজ হবে না। তাদের নিজস্ব গণমাধ্যম চাই। সে গণমাধ্যম গড়ে তুলতে পারলে পুঁজিওয়ালাদের-কুক্ষিগত গণমাধ্যমও অনুকূল সাড়া দেবে। তারচেয়েও বড় কথা যেটা সেটা হলো পুঁজিবাদী গণমাধ্যম যেভাবে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার করেছে, খবরকে নিজেদের প্রয়োজন মতো সাজাচ্ছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার ব্যাখ্যা করছে, সেসবের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করা চাই এবং একই সঙ্গে চাই ঘটনার সঠিক ছবি ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা। জ্ঞানের সুস্থ চর্চার জন্য এ কাজ অত্যাবশ্যকীয়।

এক্ষেত্রে এটা স্মরণীয় যে, মন্দের বড় ভরসা ভালোর দুর্বলতা। আর ভালো কখনোই শক্তিশালী হবে না, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারলে। ভালোর পক্ষের মানুষদের তাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই; সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে এবং অতি অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে। এ ঐক্য দেশের ভেতরে হবে, হবে আঞ্চলিকভাবে, একই সঙ্গে তাকে হতে হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কিন্তু এর কোনো একক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থাকার দরকার নেই, যেমনটা আগে ছিল।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পবিত্র কথা ও অপবিত্র কথা

(৯ পাতার পর)

সেখানেই তার সমগ্র পরিবেশ তার সুবাসে আমোদিত হয়েছে। তার বরকতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বা জাতিই সমৃদ্ধ হয়নি বরং তার আশপাশের জগতও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোন মন্দ কথা যেখানেই ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে শিকড় গেড়েছে সেখানেই তার দুর্গন্ধে সমগ্র পরিবেশ পূতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে এবং তার কাঁটার আঘাত থেকে তার মান্যকারীরা নিরাপদ থাকেনি এবং এমন কোন ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারেনি যে তার মুখোমুখি হয়েছে।

যারা নিজেদের রবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা, অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ, নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বন করলো এবং নবীগণ যে আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করার দাওয়াত নিয়ে আসেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো, তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড এবং সারা জীবনের সমস্ত আমল শেষ পর্যন্ত এমনি অর্থহীন প্রমাণিত হবে যেমন একটি মূল্যহীন আগাছা বা এটি একটি ছাইয়ের স্তূপ, দীর্ঘদিন এক জায়গায় জমা হতে হতে তা পাহাড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একদিনের ঘূর্ণিঝড়ে তা এমনভাবে উড়ে গেলো যে তার প্রত্যেকটি কণা পরস্পর তেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করলো তাদের কার্যক্রমের উপমা হচ্ছে এমন ছাই-এর মতো যাকে একটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনই ফল লাভ করতে পারবে না।"(সুরা ইবরাহিম:১৮)

তাদের চাকচিক্যময় সভ্যতা, বিপুল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, বিস্ময়কর শিল্প-কল-কারখানা, মহা প্রতাপশালী রাষ্ট্র, বিশালায়তন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, চাররুকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্যেও বিশাল ভাণ্ডার, এমনি তাদের ইবাদাত-বন্দেগী, বাহ্যিক সৎকার্যবলী এবং দান ও জনকল্যাণমূলক এমন সব কাজ-কর্ম যেগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় গর্ব করে বেড়ায়, সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ছাই-এর স্তূপে পরিণত হবে। কিয়ামতের দিনের ঘূর্ণিঝড় এ ছাই-এর স্তূপকে সম্পুর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং আখিরাতের জীবনে আল্লাহর মীযানে রেখে সামান্যতম ওজন পাওয়ার জন্য তার একটি কণাও তাদের কাছে থাকবে না।

রাষ্ট্রের মালিকানা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

(৮ পাতার পর)

নির্বাচন ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক মতপার্থক্য, অনাস্থা ও বৈরীতায় পরিনত হওয়ার যে কোনো আশঙ্কা দেশকে অনেক বেশি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নমনীয়তা, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট্য পার্লামেন্ট, ভোটের আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিবর্তনকামী ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এসব বিষয়কে অতিরঞ্জিতভাবে পুঁজি করে পতিত স্বৈরাচারের দোসর ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ছাত্র-জনতার মনোবলে চিড় ধরানোর অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। ভারতের সাথে সম্পাদিত প্রত্যার্পণ চুক্তির আওতায় তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের সম্মুখীন করা, ইন্টারপোলের সহায়তা নেয়াসহ অর্ন্তবর্তী সরকার যখন নানামুখী উদ্যোগের কথা বলছে, তখন তারা হাসিনার নেতৃত্বে আগরতলা থেকে প্রবাসি সরকার গঠনের ভূয়া তথ্য প্রচার করছে। অন্যদিকে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন এক শ্রেণীর মুখোশধারি রাজনৈতিক বিশ্লেষক সরকারের আড়াইমাস না যেতেই ড.ইউনূসের অর্ন্তবর্তী সরকারের আস্থার সংকট আবিষ্কার করছে। স্বৈরাচারের পতনের পর মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে যে কেউ যা ইচ্ছা বলে দেশে নতুন নতুন অবান্তর আশঙ্কা ও আলোচনার জন্ম দিয়ে পতিত হাসিনার পলাতক কর্মীরা এক প্রকার আত্মতুষ্টির আস্বাদ লাভ করছে বলেই আমরা মনে করি।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (জেআরএফ) ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল কনফারেন্সে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে থাকা স্বৈরাচারের দোসরদের উপড়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। গত রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দেয়া বক্তৃতায় তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, শেখ হাসিনা আর কখনোই রাজনীতি করার জন্য দেশে আসতে পারবেন না, তিনি দেশে আসতে পারেন শুধু বিচারের সম্মুখীন হয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড়ানোর জন্যই তিনি ফিরবেন। নাহিদ বলেন, ' আমরা তাকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছিলাম, তিনি তা না শুনে দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কাউকে না জানিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তার দলের নেতা-কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুগত সদস্যদের অনেক বড় ঝাঁকির মধ্যে ফেলেছেন। এত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার জন্য শেখ হাসিনা দায়ী বলে দাবি করেন নাহিদ ইসলাম। ছাত্র-জনতার বুকে গুলি চালানো পুলিশ সদস্যরা অপরাধ করেছেন, এটা যেমন সত্য, অন্যদিকে তারা একটি চেইন অব কমান্ডের অধীনে থাকায় গণহত্যার কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহীর উপর বর্তায়। অভ্যুত্থানে তিনি পালিয়ে বাঁচলেও মাঠে থাকা তার বশংবদ পুলিশ সদস্যদের অনেকে পালিয়ে বাঁচার সুযোগ পাননি। অনেক পুলিশ সদস্য এখনো পালিয়ে আছে, বার বার নির্দেশ দেয়ার পরও অনেকে কাজে যোগ দেয়নি। আর যারা কাজে যোগ দিয়েছে, তাদের বেশিরভাগ এখনো স্বাভাবিক পেশাদারিত্ব ও কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেনি। বিগত সময়ে বিএনপি জামায়াতের নিরপরাধ কর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলায় গণগ্রেফতারে পুলিশ অতি উৎসাহী ভ'মিকা পালন করলেও গত দেড় দশকের ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে সারাদেশে ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যেভাবে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে মানুষকে ভিক্টিমাইজ করেছে,ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে অর্ন্তবর্তী সরকার সে সব হন্তারকদের ধরে বিচারের সম্মুখীন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে পুলিশের পেশাগত দায়িত্বশীলতা ও সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা, ট্রাফিক ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বেআইনী সমাবেশ নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়গুলোতে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে বিপ্লবের কাঙ্খিত সুফল থেকে এখনো বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। মূলত১৬ বছর ধরে অব্যাহত ও ক্রমাগত দলীয়করণে আওয়ামী লাঠিয়ালে পরিনত পুলিশ বাহিনী তার পেশাগত চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। পুলিশকে জনবান্ধব বাহিনীতে পরিনত করা ছাড়া কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র জনগণের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারেনা। পতিত স্বৈরাচার পুলিশ বাহিনীকে দলীয়করণ করতে গিয়ে গণদুশমনে পরিনত করে একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মুখে দাঁড় করিয়ে পালিয়ে গেছে। দেশের পুলিশ বাহিনীকে নিজের অবস্থান তার কর্ম ও পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে প্রমান করতে হবে। পতিত স্বৈরাচারের অনুগত দোসররা তাদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি জিইয়ে রেখে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও অর্ন্তবর্তী সরকারের সাফল্য ও কর্মকান্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইবে,এটাই স্বাভাবিক। এ ধারার পরিবর্তনে অর্ন্তবর্তী সরকারকে প্রধান রাজনৈতিক দল ও ছাত্র-জনতার আকাঙ্খার সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রবণতা পরিহার করে বিপ্লবকে সফল ও সার্থক করে তুলতে হবে। বাজার সিন্ডিকেট ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি দেখতে চায় মানুষ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণআন্দোলন, চব্বিশের স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের রুট কজ একই, তা হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা এবং ক্ষমতাসীনদের কূপমন্ডুক দলীয় স্বার্থপরতা। বৈষম্যহীন সমাজ, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ দেশের মানুষকে মাত্র ৫০ বছরে অন্তত তিনটি জনযুদ্ধে রক্ত দেয়ার পরও গণতন্ত্র ও সুশাসন পায়নি। একদলীয় বাকশালের পতিষ্ঠাতা নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পরও তার দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। প্রতিবেশী দেশের ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতায় তারা আবারো ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্র ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার নজির সাম্প্রতিক বিশ্বের ইতিহাসে আর কোথাও নেই। ইউরোপের কোনো নাৎসী-ফ্যাসিবাদী দলও রাষ্ট্র ও নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে এমন নিপীড়ন-নির্মূলের স্টীমরোলার ও লুণ্ঠনযজ্ঞ চালায়নি। গত আড়াই মাসের চালচিত্র ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারকে জনগণের আকাঙ্খা অনুসারে বিপ্লবী মর্যাদা ধারণ করে রাষ্ট্রবিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী নৈরাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক দল, সরকার ও প্রশাসনের নমনীয়তাকে ওরা দুর্বলতা ভেবে আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে প্রতিটি গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের পেছনে এই দলটির সাথে ভারতীয় আধিপত্যবাদের যোগ-সাজশ লক্ষ্য করা যায়। দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের সমর্থনপুষ্ট একটি অর্ন্তবর্তী সরকার দেশে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও দুর্নীতিমুক্ত টেকসই উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলতে রাষ্ট্র সংস্কারে হাত দিয়েছে। পতিত স্বৈরাচারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী শাসকরা এখনো শেখ হাসিনাকে ঘিরে বাংলাদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির নানামুখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ছাত্র-জনতা এ ব্যাপারে সজাগ রয়েছে। অর্ন্তবর্তী সরকার এসব ভ্রুক্ষেপ না করে রাষ্ট্র সংস্কারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। মাছের পচন যেমন মাথা থেকে শুরু হয়, তেমনি একটি রাষ্ট্রের পচন ও পতন তার শাসকশ্রেণী, বিচারক, শিক্ষাবিদ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু হয়। আওয়ামী লীগ আন্দোলন করে ১৯৯৬ সালের মার্চমাসে তৎকালীন বিএনপি সরকারকে সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল এই ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করেই তারা ৯৬ সালের জুন মাসে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসেছিল। এরপর লগি-বৈঠার তান্ডব ঘটিয়ে সেনাসমর্থিত বিশেষ সরকারের অধীনে পাতানো নির্বাচন করে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে দিয়ে একদলীয় স্বৈরাচারি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই সাথে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা খর্ব করে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করার মধ্য দিয়ে জনগণের ম্যান্ডেটহীন সংসদ তথা দখলদার প্রধানমন্ত্রীর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। এসব করা হয়েছিল আদালত এবং বিবেকহীন, দলদাস, দুর্নীতিবাজ বিচারপতিদের ব্যবহার করে। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থলটিও যখন ক্ষমতাদর্পী স্বৈরাচারের রাবার স্ট্যাম্পে পরিনত হয়, তখনই জনগণ রাষ্ট্রের মালিকানা হারায়। ড.মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের সে সব দগদগে ক্ষতগুলো সারিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রয়োদশ ও ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অযোগ্য ও দর্নীতিবাজ বিচারকদের অপসারণ ও শাস্তির জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল পুর্নবহাল হয়েছে। জাতির এই ক্রান্তিকালে ছাত্র-জনতার ঐক্য, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার সমঝোতা এবং সেনাবাহিনীর কমিটমেন্ট একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খা পুরণ করে গণতন্ত্র, সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবার বাস্তবায়ন হবেই। এবারের রক্তদান ব্যর্থ হলে এ রাষ্ট্র তার অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হবে। এ দেশের জনগণ এটা আর হতে দেবেনা।

School Security Wanted

Both armed and unarmed School Security Wanted Immediately: Please email your resume to

mohsinpatwary51@gmail.com or send it to The Search Committee,

Al-mamoor School

78-31 Parsons Blvd., Fresh Meadows, NY 11366.

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package	Premium Package	Sagar Box Package
$13	$15	$6
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.	Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.	Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28 Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

Security Camera

Security Camera | Total CABLE "Reliable. Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from anywhere

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.
167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার, 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

সাটফিন জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ২ বেডরুম ১টি ফুল বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া ২৫০০ ডলার। একই ঠিকানা ১ বেডরুম ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। সকল ইউলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২১০০ ডলার। কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩ ও কিউ ১১৪ বাসা এবং ই ও এফ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশন, আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোসারি কাছেই। ভালো আয়ের কর্মজীবীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগ্য ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: 718-322-1488. (সকাল ১০টা-রাত ১০টার মধ্যে।
বি-১৫-১৭

Jamaica house for rent:

155 Linden Blvd, shutpin Jamaica, 3 separate rooms and 1 rooms for rent. 3 rooms with 1 full bath and kitchen monthly rent $2300. included all utilities. 1 rooms 1 bath and kitchen including all utilities monthly rent $1900. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at **718-322-1488.** Please Call between 10am to 10pm.

বাসা ভাড়া

পহেলা নভেম্বর থেকে কোঅফ বিল্ডিং-এ ৮৯-১৫, ৮৯ এভিনিউ, পারসন্স বুলেভার্ডে এক বেডরুম, লিভিংরুম, কিচেন, বারান্দাসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। দুই বছরের Tax ফাইলের পেপার দেখাতে হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৪৩৮-৮২৭৩।
বি#১৫-১৭

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ Avenue, Saint Albans, NY 11412 এ অ্যাটিক ০১ বেডরুম, ১ বাথ ও কিচেন, বেজমেন্ট ২ বেডরুম ১ বাথ ও কিচেন ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি । পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও সোলার আছে। যোগাযোগ : 646-575-7053, 646-318-9864
বি-১৮-২০

বেজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ও এফ ট্রেন সাবওয়ে ১৬৯ স্ট্রিট স্টেশন সংলগ্ন ২ রুমের বেজমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা দু'জন মহিলা অগ্রাধিকার। যোগাযোগ : **929-571-7002**।
বি#১৮-২০

House for Rent

1. 93-24 197th St, 4bd 2bath $3400, 3rd floor.
2. 3bd 1bath, 2nd floor $2350 Including.
3. 2bd 1bath, living, Dining, 2nd floor 84-19 150St. $2600+gas+electrict.
4. 2 bd 1 bath, Living, Dining. $2,500+gas & electric.142-05 84th Ave.
5. Whole house 244-15. 88th Drive. Basement. 1st floor & 2nd Floor, $4000+ miter

1. 2bd,1bath, 1st floor. 1850+ electric + gas, 138 Sheridan Ave.
2. 3bd, 2bath, Living, Dining, $3000 Including. 1st floor,177-22,106th Ave.
3. 2bd, 1bath, 2nd floor, 180st & 90th Ave. $1850
4. 2bd lbath, 2nd floor. 109.64.202nd st.
5. Attic studio, 180 st. & 90th Ave. $1000

1. 3bd 2bath 2nd and 3rd floor, $3200+electrict. 108-41,171st St.
2. 3bd 1bath, living, 1st floor, 132nd st & Jamaica ave.
3. Attic Studio 188th St. & Liberty Ave. $1300.

Call : 929-393-7331
Mohammad Salim Reza, ***Realtor***

বাসা ভাড়া

কুইন্সের ফ্রেশ মেডোতে সুন্দর পরিবেশে ২ বেড রুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৫৫-৩৬৭৬। বি#২০-২২।

বাসা ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. এটিক ০১ বেড রুম, ০১ লিভিং রুম, বাথ ও কিচেন, সেমিবেজমেন্ট ০২ বেড রুম ০১ বাথ ও কিচেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি। যোগাযোগ : **646-575-7053 I 646-318-9864** পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও সোলার আছে।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৯-১৫ ৮৯ এভিনিউ ও পারসন্স বুলেভার্ডে কো-অপ বিল্ডিংয়ে এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও বারান্দাসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। দুই বছরের ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল দেখাতে হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৮-৮২৭৩
বি-১৫-১৭

হোম অ্যাটেনডেন্ট আবশ্যক

জ্যামাইকার সাটফিন এলাকায় একজন হোম অ্যাটেনডেন্ট আবশ্যক। কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য। (২৫ থেকে ৪৫ বছর)। যোগাযোগ: **৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮**। বি-১৯-২১

আবশ্যক

Live-in Nanny Wanted

Looking for a live-in Nanny in Long Island. For details, Please call: 917-280-7656
বি-১৫-১৮

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

Office Room for Rent

An office room is available for rent at the following address: 167-13 Hillside Ave, Floor 2A, Jamaica, NY 11432, **Contact:** 929-642-9797, 646-403-6500 বি-১৫-১

School Security Wanted

Both armed and unarmed School Security Wanted Immediately: Please email your resume to **mohsinpatwary51@gmail.com** or send it to The Search Committee, **Al-mamoor School, 78-31 Parsons Blvd., Fresh Meadows, NY 11366.**

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট ও সেলস পারসন আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ম্যাসপাথে একটি ওয়ার হাউজের জন্য একজন অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট ও একজন সেলস পারসন আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৫৫-৩৬৭৬। বি#২০-২২।

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate **INSURED & WORK PERMIT**

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

ট্রান্সফার অফ লিজ

মডেল: সাদা টেসলা ৩ রিয়ার হুইল ড্রাইভ
লিজ শেষ হওয়ার তারিখ: ১১/২২/২০২৫
বর্তমান মাইলেজ: ১৬,৪৫২, মোট মাইলেজ: ৩০,০০০
মাসিক লিজ: ৪০০.০০ ডলার
লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে নতুন মালিককে শুধু মাসিক লিজ মানি পরিশোধ করতে হবে।
কোনো ট্যাক্স, ডাউন পেমেন্ট বা ট্রান্সফা ফি দিতে হবে না।
উল্লেখ্য, লিজ শেষে টেসলা লিজ বাইআউট অনুমোদন করে না।
যোগাযোগ: (347)870-0002.
বি-১২-১৪।

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

কক্সবাজারে জমি বিক্রয়

কক্সবাজারের হোটেল-মোটেল জোনে অত্যন্ত লাভজনক নির্ভেজাল একক মালিকানাধীন রেজিস্ট্রিকৃত ৫ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। শুধু প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: **929-231-5426, 484-525-3923**
বি-১৪-১৬

গ্রীন ক্যাবের মেডেলিয়ন বিক্রি

টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড -২০১৫ গ্রীন ক্যাব মেডেলিয়ন বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৭৬-১৪৮২ বি- ১৩-১৫

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries.
House price 730k.
Please call: 917-593-9311

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়

কুমিল্লা মহানগরীর হযরত পাড়া চকবাজারের ১০ তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ১৩০০ স্কোয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। তিন বেড, ৩ বারান্দা, ড্রয়িং/ডাইনিং, দুইটি বাথরুম, ২টি লিফট, ২টি সিড়ি ও উপরে মসজিদ ও কনফারেন্স রুম আছে। আমেরিকায় পেমেন্ট করলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯২৯-৩৯৩-৬২৫২ (ইউএসএ)। ০১৮১৮৪০৫৯২৮, ০১৮১২৭০১২২২ (বাংলাদেশ)। বি#১৭-২০।

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Residential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.

BUY- SELL - RENT

20 YEARS

Jashim U Chowdhury
NYS Licensed Realtor,
Professional/ Courteous!
Tel: 347-200-0567
Email: c21jashim@gmail.com

EXIT REALTY PRIME

আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুন:

জসিম চৌধুরী
Lic. Realestate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোন: 347-200-0567

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

উত্তরায় প্লট বিক্রয়

ঢাকার উত্তরায় ১৫ নম্বর সেক্টরে 'ই' ব্লকের ৩-বি রোডে তিন কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। প্লটটি তুরাগ থানার দিয়াবাড়ি মৌজায় মেট্রোরেল স্টেশনের কাছে। যোগাযোগ: **২৪৮-৮৩৫-৬৯৬৮**
বি-১৫-১৮

পল্লবীতে জমি বিক্রয়

ঢাকা প্লবীতে থানার কাছেই সাগুফতা হাউজিং এলাকায় বর্ণালী প্রকল্পে এখনি বাড়ি করার উপযোগী ৬ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: **347-421-6778** বি-১৫-১৭

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

আবশ্যক

একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক
Call: 646-645-6904

Open House For Sale

* In Queens newly brick's construction 2 family house. 6 bedrooms, 5 bathrooms, 3 bedrooms basement, 2 car garage and driveway. 4000 square feet. **Price 1330k.**

* In Queens 3 family house. 5 bedrooms, 4 bathrooms, 2 half bathrooms, finished basement, car garage and driveway. **Price 999k.**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই

শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, নিউইয়র্কে প্রি-কে থেকে লেখাপড়া শুরু করে আপ-টু মাষ্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করে স্বনামধন্য হসপিটালে 'বায়ো-ইনফরমেটিক স্পেশালিস্ট' পদে কর্মরত প্রতিষ্ঠিত পাত্রীর (৩১) জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৬৪-৭১২১; ইমেইল: bhuyan4814gmail.com
বি-৪৭-৪৯

পাত্র চাই :

বৃহত্তর সিলেট নিবাসী, US Citizen, CUNY থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর Software Engineer, JP Morgan Chase & Co, NY চাকুরিরত, বয়স ২৬+ উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ফর্সা, মেধাবী পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, Software Engineer, ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট অথবা স্টুডেন্ট ভিসায় আগত সমপর্যায়ের উপযুক্ত পাত্র চাই (সিলেটের হলে ভালো হয়)। যোগাযোগ : **347-421-5365**
mcbarakahmedny@gmail.com

পাত্রী চাই

মৃদুভাষী, ফর্সা, ধার্মিক, উচ্চশিক্ষিত পাত্র, বর্তমানে বিদেশে কর্মরত। নো ইস্যু, সিভি/ছবি পাঠান
WhatsApp
+966592081090,
mehfuz80@yahoo.com

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

IPA Manager Wanted

South Asian IPA is urgently looking for a full-time manager. Must have knowledge in medical coding, utilization and quality. Must have a car to drive in 5 boroughs in NYC. Competitive salary and benefits. Please email CV to saipausa@gmail.com

পাত্র চাই

বাংলাদেশে জন্ম, শিক্ষিত পরিবারের ২৭ বৎসর বয়স্ক, ইউএস সিটিজেন, হিজাবি স্বপরিবারের অবস্থানরত পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত, কমপক্ষে গ্রাজুয়েট, নামাজী পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে হেলথ কেয়ার এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গ্রাজুয়েট। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-১৯৯৩। বি# ২০-।

পাত্র চাই

২৩ বছর বয়স্ক আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ, শুধুমাত্র আমেরিকায় অবস্থানরত পাত্র যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: **917-312-6943**
বি-১০-১৩

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম, আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: **929-288-9461** বি-১০-১৩

পাত্রী চাই

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক।
যোগাযোগঃ 929-288-946
bmchoudhury1960@gmail.com বি- ১৩

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের (মাস্টার্স) কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার চাকুরিরত ২৬ বছর বয়স্ক ধার্মিক পাত্রের জন্য শিক্ষিত, নামাজি ও হিজাবি সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩৮-৯৪৪০
বি-১৫-১৮

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

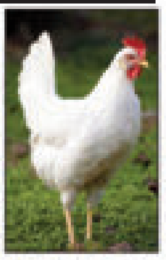
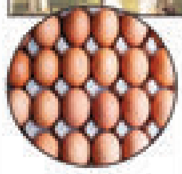

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।

- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent
(718)310-0413
nymedicare@aol.com

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT
NO ELECTRIC BILL HASSELS
GET SOLAR POWER
AT YOUR HOME

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354
www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749
CONTACT: LUTFUR RAHMAN
E Lutfur@AccordPowerInc.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

ই-মেইল: weeklybangladesh@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।

ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মেক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

Ma Travel Agency

Shahadat Hasan
Licensed Realtor

- সুলভ মূল্যে যে কোন বিমানের Ticket & ওমরাহ Hajj Package. আমরা With IATA, ARC সদস্য
- JFK to Dhaka Return Ticket $599
- বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাড়ি কেনা, বেচা এবং Rental, Loan এর ব্যবস্থা
- নির্ভুল Tax Filing & Immigration

Notary and Multipurpose Services
(917)593-9311, E-mail : Shahadat3@msn.com
37-22 73rd Street # 2G, Jackson Heights, NY 11372

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
সহ সাধারণ সম্পাদক পদে
সাবেক কার্যকরী সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
বিশিষ্ট রিয়েলস্টেট ব্যবসায়ী
সারওয়ার খান বাবু
আপনাদের ভোট
ও দোয়া প্রার্থী
B5
PLEASE VOTE FOR
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারে: রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Thursday
24 October 2024
বৃহস্পতিবার
২৪ অক্টোবর ২০২৪

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

লড়ছেন 'রুহুল-জাহিদ' ও সেলিম-আলী' প্যানেল : ১৯ পদে ৩৭ প্রার্থী

বাংলাদেশ সোসাইটির আলোচিত নির্বাচন রোববার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা' সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) নির্বাচন আগামী ২৭ অক্টোবর রোববার। এবারের নির্বাচনে মোট সদস্য হচ্ছে প্রায় ১৯ হাজার। এরমধ্যে আজীবন সদস্য ৮৫৩জন। নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই নির্বাচনে 'রুহুল-জাহিদ' ও 'সেলিম-আলী' প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই দুই প্যানেল থেকে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। 'সেলিম-আলী' প্যানেলের একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদিকে নির্বাচন ঘিরে ভোট প্রার্থনায় প্যানেল দুটির প্রার্থীরা দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, করছেন সভা-সমাবেশ, চলছে শেষ মূহুর্তের প্রচারণা। গভীর রাত পর্যন্ত চলছে নানাভাবে প্রচারণা। বলা যায় সোসাইটির নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। ইসি জানিয়েছে এবারও সিটির ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে এবং মেশিনে ভোট নেয়া হবে। (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহার

নিউইয়র্ক : রুহুল-জাহিদ পরিষদ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা ও বাংলাদেশ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

বাঁ থেকে- অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, মোর্শেদ আলম, গিয়াস আহমেদ, ড. আবু জাফর মাহমুদ, মির্জা আবু জাফর বেগ, মোহাম্মদ তুহিন, এম এ সালাম

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর জনমত জরিপ

মধ্যপ্রাচ্য নীতি ডেমোক্রেদের জন্য কাল হতে পারে

মোহাম্মদ আজাদ : যুক্তরাষ্ট্রে আসছে ৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন পোলিং সংস্থার জরিপে দেখা যাচ্ছে এবার ডেমোক্রেট প্রার্থী কমালা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লাই হতে যাচ্ছে। সাপ্তাহিক **বাংলাদেশ** প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে কমিউনিটির ওপর জরিপ পরিচালনা করে থাকে। ২০২০ এর নির্বাচনের (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচনী সমাবেশ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র আগামী ২৭ অক্টোবরের নির্বাচন সামনে রেখে কুইন্সে বিশাল নির্বাচনী সমাবেশ করেছে নির্বাচনে (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন কেমন হবে?

কাজী জহিরুল ইসলাম : চেয়ার থেকে মন্দ লোকটিকে তুলে দিয়ে একজন ভালো লোককে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। এটা সংস্কার নয়। তাহলে কোনো একদিন (বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)

জাতিসংঘে স্থায়ী মিশনে সালাহউদ্দিন নোমানের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গত (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

নিউইয়র্কে 'বিডস'র আলোচনায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রবাসীদের প্রতিটি ডলার বাংলাদেশে নিরাপদ

নিউইয়র্ক: ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের পাঠানো প্রত্যেকটি ডলার বাংলাদেশের সব ব্যাংকে নিরাপদ। ড. ইউনুস এর নেতৃত্বাধীন সরকার এ লক্ষ্যে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে। গত শনিবার নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ ইন-ষ্টিটিউট (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

পিপল আপ'র বর্ণাঢ্য নির্বাচনী সমাবেশ

নিউইয়র্ক : আবারো মেতে উঠলো জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজা। গত প্রায় এক বছর ধরে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বিশ্বের ব্যস্ততম ১০বিমানবন্দর

ফোর্বস ইন্ডিয়া : বর্তমান বিশ্ব সংযোগের এক 'নেটওয়ার্ক'। এই নেটওয়ার্কের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিমানবন্দর। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

এবিসিসিআই'র কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই) ২০০১ সাল থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

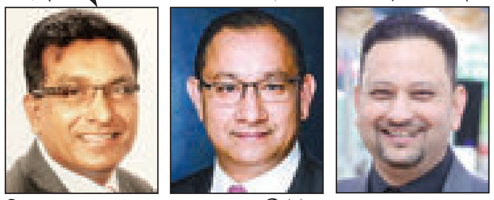

গিয়াস আহমেদ আসেফ বারী টুটুল ফাহাদ সোলায়মান

উভয় প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জটিলতা

নিউইয়র্ক : প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন গত ২০ অক্টোবর রোবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং কানেকটিকাটের ৪ কেন্দ্রে দিনব্যাপী ভোট গ্রহণ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বসবাসের জন্য উপযোগী সেরা ১০ রাজ্যের মধ্যে নিউইয়র্কের স্থান নবম

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসের জন্য উপযোগী সেরা দশটি রাজ্যের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্য। সম্প্রতি ওয়ালেট হাবের করা এক সমীক্ষায় (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

লক আউটের ফাঁদে সিটির উবার ও লিফট ড্রাইভাররা

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক শহরের উবার ও লিফট ড্রাইভাররা লক আউট পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে এক ন্যায়বিচারহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি তাদের আয়ের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ড্রাইভাররা অভিযোগ করছেন যে, উবার ও লিফট তাদের অ্যাপ থেকে ইচ্ছামতো (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
We accept EBT/Foodstamp

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty

মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Website: www.bangladeshusa.com